আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ২১ || সোমবার || ফাল্গুন ৮ || ১৪২৮ || রজব ২০ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 21 || 21 February || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

স্বীকৃতির সীমাতেই বন্দি বাংলা ভাষা



ঢাকা ডেস্ক: সংবিধানে বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও প্রসারে দিকনির্দেশনা থাকলেও রাষ্ট্রের (বাকি অংশ ১৭ পাতায়

ভাষা সৈনিকদের স্মরণ করবে গোটা বিশ্ব
অমর একুশে আজ

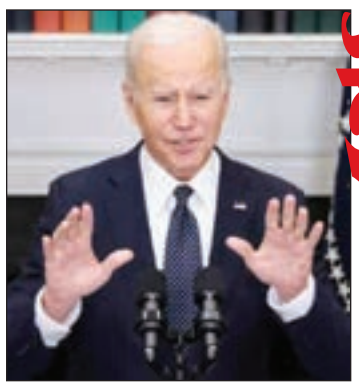


বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আজ মহান অমর একুশে ফেব্রুয়ারী। শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ভাষার দাবিতে অকুতোভয় বাঙালীর সহোদর সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিকদের মত অগণিত ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী। মায়ের ভাষার (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

রাশিয়ার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের মহড়া



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রতিবেশি ইউক্রেনের ন্যাটো জোটে যোগদান ঠেকানো ঘিরে সৃষ্ট তীব্র উত্তেজনার মাঝে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের মহড়া চালিয়েছে রাশিয়া। শনিবার দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সামরিক এই মহড়া পর্যবেক্ষণ করেছেন। ক্রেমলিন বলেছে, 'পরিকল্পিত (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)



ইমিগ্র্যান্টদের সুবিধায় পাবলিক চার্জে আমুল পরিবর্তন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইমিগ্র্যান্টদের সুবিধায় পাবলিক চার্জ আইনে আমুল পরিবর্তন আনা হয়েছে। কাগজপত্রহীন বা বৈধতা প্রত্যাশী অভিবাসীদের সুবিধার্থে নেয়া হয়েছে এই উদ্যোগ। এতে পাবলিক চার্জের সংজ্ঞাতে আনা হয়েছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। যার ফলে নাগরিকত্ব ও গ্রীনকার্ড পাওয়া এখন সহজ হবে অনেকের জন্য। প্রস্তাবিত বিধান অনুসারে, ওয়েলফেয়ার-এর উপর নির্ভরশীল আনডকুমেন্টদের যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা ও একই সাথে আইনী প্রতিবন্ধকতাও দূর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সিএনএন'র খবরে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন কয়েক দশকের পুরনো পাবলিক চার্জ আইনকে এমনভাবে কার্যকর করেছিল যা যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসী জনসংখ্যাকে কমানোর চক্রান্ত ছিল। আনডকুমেন্টেড ব্যক্তিদের স্ট্যাটাস পাওয়া আরও কঠিন করে তুলেছিল সে আইন। প্রস্তাবিত নিয়মের অধীনে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ সুবিধাগুলো বিবেচনা করবে, যেমন অসহায় পরিবারের সহায়তার (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

হোয়াইট হাউজ থেকে গোপন ডকুমেন্ট ফ্লোরিডার বাড়িতে নিয়েছিলেন ট্রাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হোয়াইট হাউজ ত্যাগ করার সময় সেখান থেকে ফ্লোরিডায় নিজের বাড়িতে যুক্তরাষ্ট্রের গোপন তথ্য সম্বলিত 'ম্যাটেরিয়াল' নিয়ে গিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার কংগ্রেসের কাছে এক চিঠিতে (বাকি অংশ ১৭পাতায়)

সুলতান বলে কথা!



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পুরোনো দিনের রাজা-বাদশাহরা গল্পকথা হয়ে ইতিহাসের পাতাতেই ঠাঁই নিয়েছেন। তবে ব্রুনেইয়ের সুলতানের ক্ষেত্রে সে কথা খাটে (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

করোনায় বিশ্বে মৃত্যু ৫৮ লাখ ৮০ হাজার, শনাক্ত ৪২ কোটি ২৮ লাখ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৫৮ লাখ ৮০ হাজারের বেশি মানুষ। একইসঙ্গে শনাক্ত ৪২ কোটি ২৮ লাখ ছাড়িয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে মারা গেছেন ৮ হাজার ১৫ জন এবং শনাক্ত হয়েছেন (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

সালমান খান মাসে কত টাকা আয় করেন?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বলিউড সুপারস্টার সালমান খান বড় পর্দায় দাঁড়ালেই নাকি সিনেমা হিট হয়- এমন কথা প্রচলিত আছে। গত ৩৩ রবছরে তিনি অনেক ব্লকবাস্টার ছবি উপহার দিয়েছেন বলিউডে। এই তারকা বলিউডের সর্বোচ্চ (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

হিজাব বিতর্কে এবার মুখ খুললেন উরফি জাভেদ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হিজাব বিতর্ক নিয়ে গোটা দেশ যখন উত্তাল, তখন এই বিষয়ে মুখ খুললেন বলিউড অভিনেত্রী উরফি জাভেদ। খোলামেলা পোশাক পরার জন্য নেটমাধ্যমে সবসময়ই (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

২০০ কেজি স্বর্ণে মুদ্রিত হচ্ছে পবিত্র কোরআন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পবিত্র কোরআনটির অক্ষরগুলো খোদাই করতে ব্যবহার করা হচ্ছে ২০০ কেজি সোনা। শুধু তা-ই নয়, এ কাজে প্রয়োজন পড়বে ২ হাজার কেজি অ্যালুমিনিয়ামও। পাকিস্তানী (বাকি অংশ ৪৪পাতায়)

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহ্মদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
❑ Software Testing with Selenium
❑ & Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

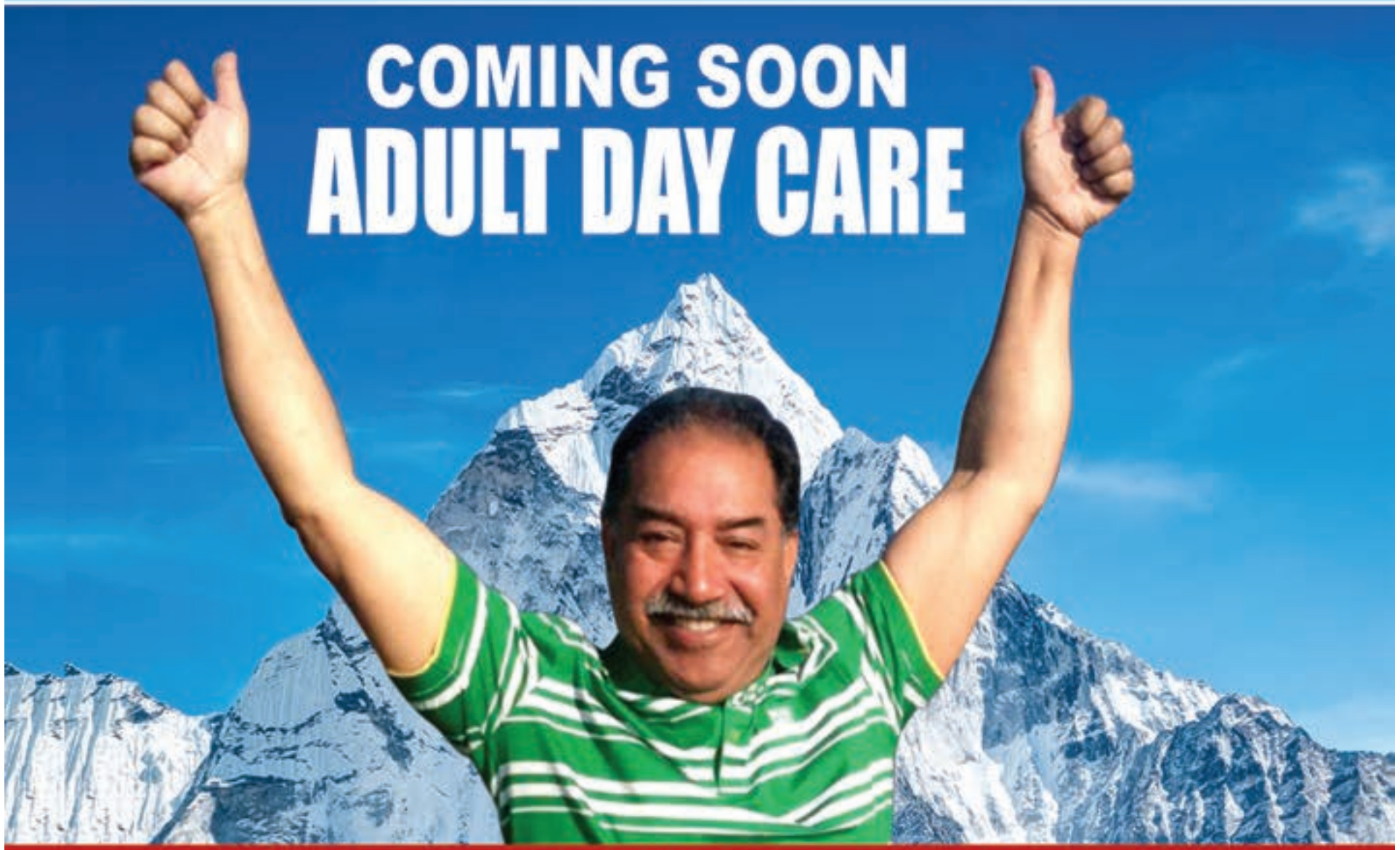
হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....



72-28 BROADWAY, JACKSON HTS, NY 11372
TEL: 718-708-9751 | FAX: 718-424-2603

হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal

HHA CERTIFICATE COURSE AVAILABLE



Abu Zafar Mahmood
CEO & President
Cell: 646-769-0966

Special Benefits
OTC CARD
$170 Monthly
(FREE OF COST)

544 MCDONALD AVE. BROOKLYN, NY 11218
TEL: 718-675-0209 | FAX: 347-365-4218

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // February 21 // 2022

এড়িয়ে যাবেন না নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধের সমস্যা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লিভারের সমস্যায় এখন অনেকেই ভুগছেন। বিশেষত লকডাউন পরবর্তী সময়ে বেড়েছে ফ্যাটি লিভারে আক্রান্তের সংখ্যা। লিভারের সমস্যায় ভুগতে পারেন যে কেউ। যাদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি, ডায়াবেটিস রয়েছে, স্লিপ অ্যাপনিয়া, থাইরয়েডের মত সমস্যা রয়েছে তারাই কিন্তু এই সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভোগেন। যদিও ফ্যাটি লিভারের সমস্যা ধরা পড়তে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। কারণ অনেকেই বুঝতে পারেন না যে তারা এই সমস্যায় আক্রান্ত। এছাড়াও ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত কিনা তা কিন্তু বোঝা যায় নিঃশ্বাস থেকেও। যাদের ফ্যাটি লিভারের সমস্যা রয়েছে তাদের নিঃশ্বাসে একরকম গন্ধ থাকে। আর এই উপসর্গ চিকিৎসা পরিভাষায় "ব্রেথ অফ দ্যা ডেথ"- নামে পরিচিত। এই গন্ধবিচার করেই আলাদা করা যায় কারা ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত। আর এই কটূ গন্ধ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী। ফলে এমন সমস্যা হলে অবহেলা নয়। দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। নইলে পরবর্তীতে বাড়তে পারে জটি...



আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজে'র উদ্যোগে খাদ্য সহায়তা প্রদান

সুব্রত চৌধুরী, আটলান্টিক সিটি থেকে: যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে 'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার আটলান্টিক সিটির ২৭০৯ ফেয়ারমাউনট এভিনিউ'র 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার'-এ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সী এ খাদ্য সহায়তা প্রদান করে। এদিন সকাল দশটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত এই খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়।

করোনার সংক্রমনকালে 'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় 'খাদ্য সহায়তা' কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলে। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই "খাদ্য সহায়তা" কার্যক্রমে অংশ নেয়। খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমে দুধ, ডিম, টিনজাত খাদ্যদ্রব্য, তাজা শাকসব্জি, ফল সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জারসি তাদের নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে ফুড ব্যাংক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে করোনাকালীন দু:সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংগঠনের কর্মকর্তারা যেভাবে ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল তা আটলান্টিক সিটির সর্বমহলে বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। এর ফলে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হয়েছিল।

বাংলাদেশী আমেরিকানসহ আটলান্টিক সিটির অন্যান্য কমিউনিটির লোকজনও 'খাদ্য সহায়তা' কার্যক্রমে অংশগ্রহন করায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সীর সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাষ্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক।

বাফা'র নতুন নির্বাহী পরিচালক মারজিয়া স্মৃতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-বাফা'র নতুন নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মারজিয়া স্মৃতি। যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালী সাংস্কৃতির কর্মকান্ডের বিকাশের লক্ষ্যে নিয়ে কাজ করছে বাফা। বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কস এলাকায় পহেলা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারী, বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানমালা দিয়ে তাদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন-এর নেতৃত্বে কয়েকজন উদ্যমী বাংলাদেশী নিয়ে কাজ করছেন। ২০১২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস নামে সংগঠনটি যাত্রা শুরু করে। গত এক দশকের বেশি সময় থেকে বহু সংস্কৃতির নগর নিউইয়র্কে বাংলাদেশী একটি সংগঠন হিসেবে দাপটের সাথে এগিয়ে চলছে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে সাথে নানা নাগরিক ও সামাজিক বিষয়ে সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার সাথে মিলে কাজ করছে সংগঠনটি। ধারাবাহিক কর্মকান্ডের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে নতুন নেতৃত্ব।



সংগঠনের নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন প্রজন্মের যোগ্য প্রতিনিধি মারজিয়া স্মৃতির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী রোববার ব্রঙ্কসের স্টার্লিং এভিনিউয়ে বাফা কার্যালয়ে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান স্মৃতিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দায়িত্বগ্রহণ করে মারজিয়া স্মৃতি তাঁর ওপর সংগঠন আস্থা রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। মারজিয়া বলেন, বাংলাদেশী জনসমাজের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি করা এবং খোলামেলা সংলাপ চালু করাটা খুব জরুরি। নতুন প্রজন্মের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করে বহুজাতির এ সমাজে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করাকে প্রাধান্য দিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বাংলাদেশী জনসমাজকে বিভিন্ন কাজে সক্রিয় হওয়া এবং রাজনৈতিক সংযোগ বৃদ্ধি করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে মারজিয়া স্মৃতির হাতে ফুলের তোড়া উঠিয়ে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক মতলুব আলী। তিনি বলেন, 'প্রবাসে আমাদের নতুন প্রজন্ম দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কতটা প্রস্তুত, তার উজ্জ্বল উদাহরণ মারজিয়া স্মৃতি। বাফার মতো সংগঠনে কাজ করতে করতেই মারজিয়া স্মৃতি সংগঠনটির নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করছে।

ফরিদা ইয়াসমিন তার বক্তব্যে সংগঠনের শুরু থেকে নানা পর্যায়ে যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দায়িত্ব হস্তান্তর করলেও তিনি আগের মতোই বাফার কাজ-কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং মারজিয়া স্মৃতির

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন

ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — **তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.**

বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, ভিটিক্যুয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — **ডা. সাদী আলম, ডিপিএম**

পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — **সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.**

বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ বোরোব্রিজ এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭

ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০

safehealth02@gmail.com

১০৮৯ কাডেলহিল এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২

ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১

safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মহান একুশে ফেব্রুয়ারী ঐতিহ্য ও কৃষ্টি এগিয়ে নিতে হবে

বাঙালীর আবেগ, ভালোবাসা, আত্মপরিচয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া এক প্রেরণার উৎস একুশে ফেব্রুয়ারী। বাঙালীর আত্মশক্তির উত্থান দেখা গিয়েছিল ১৯৫২ সালের এই দিনটিতে। সেদিন মাতৃভাষা বাংলার সম্মান রক্ষার তাগিদে বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেছিলেন বাংলার দামাল ছেলেরা। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা ঘাতকের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রভাষার জন্য প্রকাশ্যে আন্দোলন করে শহীদ হওয়ার পূর্বদৃষ্টান্ত আর নেই। অমর সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাংলাদেশে তো বটেই, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে থাকা বাঙালীরা আজ ছুটে যাবে শহীদ মিনারে। ফুলে ফুলে ভরে যাবে শহীদ মিনার। ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে লাখো মানুষের ঢল নামবে। শহীদ মিনার রূপ নেবে স্মৃতির মিনারে। আজ সেই মহান শহীদ দিবস। শুধু আমরা নই, সারা বিশ্বই আজ এই দিবসটি পালন করবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। স্মরণ করবে, শ্রদ্ধা জানাবে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি। আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি ভাষা আন্দোলনের জানা-অজানা সব শহীদকে।

মাতৃভাষায় যত সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, অন্য কোনো ভাষায় তা করা যায় না। মাতৃভাষা ছাড়া জ্ঞানচর্চাও পূর্ণাঙ্গতা পায় না। দুঃখজনক হলেও সত্য, মাতৃভাষার চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি, যা ভাষা আন্দোলনের চেতনার সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ নয়। আদেশ-নির্দেশ দিয়ে সেটি করা সম্ভব বলেও অনেকে মনে করেন না। এ জন্য প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে শাণিত করতে হবে, পরিভাষা, অভিধানসহ সম্ভাব্য সব উপকরণ সহজলভ্য করার মাধ্যমে ভাষাচর্চার পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং বিজাতীয় মন-মান-সিকতা থেকে বিনা প্রয়োজনে বিদেশি ভাষা ব্যবহারের অপচেষ্টাকে নিরুৎসাহ করতে হবে।

আমাদের মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে পৃথিবীর ভাষা সংরক্ষণের মতো বিশাল কাজ আমরা করতে পারব না। তবে আন্তর্জাতিক পন্ডিতদের সহায়তায় গবেষণা করে প্রস্তাব করতে পারি বিভিন্ন দেশ কী পদক্ষেপ নিতে পারে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রজাতিসত্তার মাতৃভাষা সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেওয়া আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। সরকার এর মধ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে; কিন্তু সে প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা প্রয়োজন। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা আরো বেশি জরুরি। বাংলাদেশের এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের গর্ব। একই সঙ্গে মাতৃ ভাষার চর্চাটা খুবই দরকার। সবাই মিলে বাংলা ভাষার চর্চা করব, তাতে আমাদের আত্মসম্মান বাড়বে, আমরা পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসব, একে অপরকে বুঝব, আমাদের শিক্ষাদীক্ষা একই রকম হবে। বৃদ্ধি পাবে সামাজিকতা তথা মনুষ্যত্ব। পৃথিবীতে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দেওয়ার বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী আমরা। এ জন্য জাতি হিসেবে আমরা গর্বিত। বাংলা ও বাঙালীর ভাষিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে এগিয়ে নেওয়ার সার্বক্ষণিক চেষ্টাই করতে হবে আমাদের। আর তার মাধ্যমেই ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব হবে।



ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ভাষার মাস

সর্বস্তরে বাংলা চালু হলো না কেন

আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট দাবি দুটির একটি ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই; অপরটি সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন চাই। পেছন ফিরে তাকালে প্রশ্ন উঠতে পারে- দুটি দাবি কেন তোলা হলো; একটিই তো যথেষ্ট হওয়ার কথা। রাষ্ট্রভাষা যদি বাংলা হয় তাহলেও সর্বস্তরে তার প্রচলন ঘটবে কি ঘটবে না সে-বিষয়ে কোনো সংশয় ছিল কি? জবাব হচ্ছে, হ্যাঁ; ছিল। প্রথমত, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে- এমন দাবি পূর্ববঙ্গের মানুষ তোলেনি। তারা চেয়েছে বাংলা হবে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। অর্থাৎ দুটির একটি; তাই বাংলাকে যদি রাষ্ট্রের ভাষা হিসেবে মেনে নেওয়া হলেই যে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত হয়ে যাবে- এমন ভরসা কোথায়? ভরসা নেই বলেই বোধ হয় রাষ্ট্রভাষা দাবির সঙ্গে বাংলা প্রচলনের দাবিটাও উঠেছিল। অখণ্ড পাকিস্তানে বাংলাকে শেষ পর্যন্ত অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু নতুন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালি ওই মেনে নেওয়াতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। যে জন্য ধাপে ধাপে এগিয়ে এবং পূর্ণ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রয়োজনে তারা এমন একটি রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে যার অন্যতম নয়, একমাত্র রাষ্ট্রভাষাই বাংলা। কিন্তু তার পর? বাংলা কি সর্বস্তরে প্রচলিত হয়েছে? হয়নি যে, সেটা তো পরিস্কার।

বাংলাদেশের শাসকশ্রেণি বাংলা ব্যবহারে আগ্রহী নয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এ দেশের শাসকশ্রেণি বাংলা ভাষার ব্যাপারে কখনোই উৎসাহী ছিল না। অতীতে আমরা পরাধীন ছিলাম; বিদেশিরা আমাদের শাসন করেছে। তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করবে না বরং তাদের নিজেদের ভাষা চাপিয়ে দিতে চাইবে- এটাই ছিল স্বাভাবিক। এ জন্য আমরা দেখেছি সংস্কৃত, ফার্সি এবং পরে ইংরেজি হয়েছে সরকারি ভাষা; বাংলা ভাষা সে মর্যাদা পায়নি। পাকিস্তানীরা চেয়েছিল, উর্দুকে চাপিয়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত পারেনি। কিন্তু এখন তো দেশ শাসন করছে স্বদেশিরা। তাহলে এখনও কেন বাংলা সর্বত্র প্রচলিত হচ্ছে না? না হওয়ার ঘটনা এই মর্মান্তিক সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করে- আমাদের শাসকশ্রেণি এ দেশেরই; যদিও তবু তারা ঠিক দেশি নয়। তারা জনগণের সঙ্গে নেই। নিজেদেরকে তারা জাতীয়তাবাদী বলে দাবি করে, কিন্তু তাদের ভেতর দেশপ্রেমের নিদারুণ অভাব। তাদের সংযোগ যে পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে; তার ভাষা স্পষ্টরূপে ইংরেজি। বাংলা জনগণের ভাষা; চিরকালই তাই ছিল; এখনও সে রকমই আছে। কিন্তু শাসকরা জনগণ থেকে দূরেই রয়ে গেছে, যেমন তারা আগে ছিল। শাসকশ্রেণির সন্তানরা ইংরেজি শেখে; তারা দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে; বিদেশে ঘরবাড়ি কেনে এবং তাদের সন্তানরা বিদেশমুখো হয়। তা ছাড়া বাংলাদেশের রাজনীতিতেও বিদেশিদের হস্তক্ষেপ ঘটছে। শাসকশ্রেণি তাতে বাধা দেবে কি, তাদেরকে তোয়াজ করে চলে। বাংলার প্রচলনের অন্তরায় অন্য কেউ না; জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে দেশের বিদেশমুখো ও বিদেশ-প্রভাবিত শাসকরাই এর অন্তরায়। শাসকশ্রেণির ভেতর রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, আমলা, পেশাজীবী সবাই আছে। তাদের প্রধান যোগ্যতা, তারা ধনী। তারা ইংরেজি ব্যবহার করতে পারলে খুশি হন এবং যখন বাংলা ব্যবহার করেন তখন মনমরা থাকেন এবং ভাষাকে বিকৃত করেন। রাজনীতিকরাই প্রধান; তারাই সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান। তাদের বক্তব্যই আমরা শুনি। লোকে তাদেরকেই দৃষ্টান্ত বলে মানে, প্রভাবিত হয়, অনুকরণ করে। দুর্দশাটা এমনকি একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান। আয়োজনের অভাব নেই, কিন্তু একুশে পালনে মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। সেটা হলো মধ্যরাতে উদযাপনের সূচনা-করণ। বাঙালির উৎসব শুরু হয় সকালে, ইউরোপীয়দেরটা মধ্যরাতে। ওদের মধ্যরাত আক্রমণ করেছে আমাদের সকালবেলাকে। যা ছিল স্বাভাবিক তাকে কৃত্রিম করে দেওয়ার আয়োজন বৈকি! সাংস্কৃতিকভাবে মধ্যরাত থার্টিফার্স্ট নাইটের ব্যাপার, পহেলা বৈশাখের নয়। থার্টিফার্স্ট নাইট আর পহেলা বৈশাখ এখন আলাদা হয়ে গেছে। ইংরেজি নববর্ষ হুমকি দিচ্ছে বাংলা নববর্ষকে; হুমকির লক্ষণ একুশে পালনেও দেখা দিয়েছে। হুমকি এসেছে আরও একটি। সেটি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এটি আমাদের নয়; ইউরোপের। এর সঙ্গে যোগ রয়েছে বাণিজ্যের।



দখলদারিত্বের ভেতর দিয়ে বিশ্ববাজার এখন কোণঠাসা করতে চায় দেশীয় উৎপাদনকে। ভালোবাসা দিবস প্রকাশ্যে উদ্দীপনা তৈরির মধ্য দিয়ে গোপনে শত্রুতা করছে শহীদ দিবসের সঙ্গে। যে তরুণদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া; তারা প্রদর্শনী ঘটাচ্ছে একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দুজনে দুজনে মিলার অভিপ্রায়ের। জনবিচ্ছিন্নতা আর কাকে বলে!

সাহিত্যের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য অনেক কিছুকেই প্রতিফলিত করে; ভাষা ব্যবহারে উৎকর্ষকে তো অবশ্যই। সাহিত্যের মাধ্যমেই ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ ঘটে থাকে। দেশে এখন প্রচুর বই। প্রতিবছর বইমেলাতে বই উপচে পড়ে। কিন্তু অধিকাংশ বইয়েরই অন্তর্গত বস্তু অকিঞ্চিৎকর। প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয় উপন্যাস ও উপন্যাসসদৃশ রচনা। জনপ্রিয় এই ধারা পাঠকদের জন্য এক ধরনের আমোদ সরবরাহ করে; অল্প সময়ের জন্য হলেও বাস্তব জগৎকে ভুলিয়ে দেয়। এই সঙ্গে এ ঘটনাও তাৎপর্যহীন নয়; মেধাবী লেখকদের কেউ কেউ এখন ইংরেজিতে লিখছেন। তারা ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিত, সেই সঙ্গে ইংরেজি বইয়ের বাজারও তুলনামূলক উন্নত। তাড়াটা দুদিক থেকেই আসছে। সেই সঙ্গে বাস্তবতা এটাও যে মধ্যবিত্ত পাঠকরা ভাগ হয়ে যাচ্ছে; যারা ওপরের দিকে উঠেছে তারা ইংরেজি বইয়ের দিকেই ঝুঁকবে এবং বাংলা বইকে অবজ্ঞা করতে শিখবে। এটাই প্রবণতা। এটাও অবধারিত যে, জনমাধ্যমের গুরুত্ব আরও বাড়বে। অনেক বেড়েছে; থামবে না। জনমাধ্যম কিন্তু ভাষার উন্নতিতে সহায়ক হচ্ছে না। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা তো হয়ই না, ভাষার বিকৃতি ঘটে বিজ্ঞাপন ও নাটকে।

বিশ্বে এখন বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রচুর; ২৫ কোটিরও বেশি হবে; সংখ্যাবিচারে বাংলাভাষী মানুষের স্থান পঞ্চম। কিন্তু বাংলা ভাষার মর্যাদা খুবই কম। কারণ কী? কারণ হচ্ছে আমরা সংখ্যায় অনেক ঠিকই, কিন্তু ক্ষমতায় সামান্য। অনেকটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মতোই; পরিমাণে শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক, কিন্তু গুণগত মান নিম্নগামী। ক্ষমতাহীনতার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রধান ও প্রাথমিক কারণটা হলো জ্ঞানচর্চার অপ্রতুলতা। জ্ঞানচর্চা ঠিকমতো হচ্ছে না। আর তার কারণ হলো চর্চা যেটুকু হচ্ছে, তা বাংলা ভাষার মাধ্যমে ঘটছে না। জ্ঞানই যে শক্তি- এ সত্যে কোনো ভেজাল নেই। জ্ঞানের চর্চায় আমরা উঁচুতে উঠতে পারছি না; মেধা ও মনন অবিকশিত রয়ে যাচ্ছে। ফলে ক্ষমতা বাড়ছে না। আমরা তরল হচ্ছি; ঘন হতে ব্যর্থ হয়ে। রাষ্ট্র অনেক কিছুই করতে পারেনি; রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা বাংলা ভাষার চর্চার ক্ষেত্রেই ঘটেছে। ওই ব্যর্থতা অনেক ব্যর্থতার প্রতিপালক। ব্যর্থতার কারণ হলো রাষ্ট্র ভেঙেছে ঠিকই, কিন্তু বদলায়নি। ভেতরে সে আগের মতোই রয়ে গেছে। বদলানোর কথা ছিল। কেননা, এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ফল। মুক্তির ওই সংগ্রামেরই অংশ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। তারই পরিণতিতে মুক্তিযুদ্ধ এবং তার ভেতর দিয়েই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। মুক্তির জন্য প্রয়োজন ছিল বাংলা ভাষাচর্চার স্বাধীনতা। সেটা সম্ভব হতো রাষ্ট্রের চরিত্রে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভেতরে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি মৌলিক পরিবর্তন ঘটত, তবেই। সেটা ঘটেনি। শাসক বদল হয়েছে; শাসক-শাসিতের সম্পর্কে বদল হয়নি। মুক্তিসংগ্রামে চালিকাশক্তি ছিল সাধারণ মানুষ। সেই সাধারণ মানুষের মুক্তি আসেনি। তাই তাদের মাতৃভাষাও মুক্তি পায়নি; আগের মতোই শাসকদের অবহেলা ও উৎপীড়নের শিকার হচ্ছে।

কিন্তু হতাশ হওয়ার কারণ নেই। জনগণ আছে এবং তাদের ভাষাও থাকবে। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বজুড়ে যে বাঙালিরা রয়েছে; তাদের ভাষা অবশ্যই নিজের জন্য মর্যাদার স্থান খুঁজে নেবে। কিন্তু দায়িত্বটা বাংলাদেশের মানুষেরই; নেতৃত্ব তাদেরই দিতে হবে। বাংলা ভাষার উৎকর্ষ ও প্রয়োগ বৃদ্ধির জন্য আমরা বিভিন্ন কাজের সুপারিশ করতে পারি। যেমন পাঠাগার গড়ে তোলা; সংস্কৃতিচর্চার গুণ ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি। বলতে পারি ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের আবশ্যকতার কথা। সাহিত্যচর্চার অপরিহার্যতার বিষয় তুলে ধরতে পারি। উচ্চ আদালতের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদেরকে অনুরোধ জানাতে পারি বাংলা ব্যবহারের। কিন্তু মূল ব্যাধিটাকে যেন না ভুলি। সেটা হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্র। এর পরিবর্তন দরকার। এর জন্য যে সামাজিক বিপ্লব দরকার, তার পথে অন্তরায় হচ্ছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ মানুষ ও প্রকৃতির মূল শত্রু; পুঁজিবাদ বাংলা ভাষা, বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এবং বাঙালীর দুর্দশার জন্য দায়ী। ভরসা এখানে যে, পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম বিশ্বজুড়েই শক্তিশালী হচ্ছে। সেই সংগ্রাম বাংলাদেশেও চলছে।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নামাজের সময়-সূচী

ফেব্রুয়ারি	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
ফজর	৫.২২	৫.২১	৫.২০	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৫	৫.১৪
সূর্যোদয়	৬.৩৯	৬.৩৭	৬.৩৬	৬.৩৪	৬.৩৩	৬.৩১	৬.৩০
জোহর	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৮	১২.০৮
আসর	৩.৫৭	৩.৫৮	৩.৫৯	৪.০০	৪.০১	৪.০২	৪.০৩
মাগরিব	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭
এশা	৬.৫৫	৬.৫৬	৬.৫৭	৬.৫৮	৬.৫৯	৭.০১	৭.০২

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

ইসলাম ও মাতৃভাষা

মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন

মাতৃভাষার মর্যাদা ইসলামে স্বীকৃত। মহানবী (সা.)-এর মাতৃ ভাষা ছিল আরবি। বায়হাকি শরিফের একটি হাদিসে তাঁর আরবিপ্রীতির বিরল নজির পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'তোমরা তিন কারণে আরবদের ভালোবাসবে। প্রথমত, আমি আরবীয়, দ্বিতীয়ত, পবিত্র কোরআনের ভাষা আরবি এবং তৃতীয়ত, জান্নাতবাসীরও ভাষা হবে আরবি।' রাসুল (সা.)-এর উল্লিখিত বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃভাষার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একইভাবে এর মাধ্যমে অপরাপর ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ ভাষার গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। মাতৃভাষার গুরুত্ব আমাদের কাছে আরও বেড়ে যায় যখন দেখি মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আমি প্রত্যেক রাসুলকে তার জাতির মাতৃভাষাতেই প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি আল্লাহর বাণী সহজেই তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারেন।' (১৪ :৪)। মহান আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসুলের বাণীর মাধ্যমে মাতৃভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়।

সময়ের বিবর্তনে প্রতিবছর বাঙালির অস্তিত্বজুড়ে ফিরে আসে অমর একুশে। আমরা আবেগাপ্লুত হই; গ্রন্থমেলার আয়োজন করি; সভা-সমাবেশ, আলোচনা, বক্তৃতা-বিবৃতি, ভাষণ, স্মৃতিচারণ আর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শহীদদের স্মরণ করি। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই মাতৃভাষার প্রতি এই অকৃত্রিম দরদবোধে আমরা তাড়িত হই এবং এ মাসের নির্ধারিত কিছু কর্মসূচি সম্পন্নকরণের ভেতর দিয়েই মায়ের ভাষার প্রতি সব দায়দায়িত্ব পালন হয়ে যায়- এমনটিও অনেকে ধরে নেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মহান স্রষ্টার অন্যতম সেরা উপহার মায়ের ভাষা বাংলার প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধের জায়গা অনেকটাই বিস্তৃত, প্রসারিত। খুবই প্রথাসিদ্ধ কিছু আচার-অনুষ্ঠান উদযাপনে এ দায়িত্বের হকটুকু আদায় হয়ে যাবে- এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। বাঙালির মায়ের ভাষা বাংলা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি অর্জন করায় ঐতিহাসিক এ ভাষার উন্নয়ন ও বিস্তারে আমাদের দায়িত্ব-পরিসরের দিগন্তটি আরও ব্যাপক আকারে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে; যাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বা প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানে শিকলবদ্ধ করার আর কোনো উপায় নেই। বিশেষ করে অন্তত নিজেদের সমাজ কাঠামো ও রাষ্ট্রের সর্বত্র মাতৃ ভাষা বাংলার প্রচলন এখনও হয়ে ওঠেনি, যা বায়ান্নর



ভাষাশহীদদেরই শুধু অবমূল্যায়ন নয়, বরং জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অত্যন্ত ব্যর্থতা ও লজ্জার বিষয়ও বটে।

পৃথিবীর সব জনপদে তাদের নিজ নিজ ভাষা রয়েছে; যা তাদের মায়ের ভাষা, মুখের ভাষা, স্বপ্নের ভাষা এবং প্রাত্যহিক মনের অব্যক্ত বিষয়াবলি প্রকাশ তথা জীবনযাপনের প্রিয় ভাষা। মমতাময়ী মায়ের কাছ থেকে শিশু প্রথম ভাষা শেখে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে মাতৃভাষা হিসেবে। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ছয় সহস্রাধিক ভাষার মধ্যে একেক জনপদের লোকজন তাদের সেই প্রিয় মাতৃভাষায় কথা বলে থাকেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী- 'আমার নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি এবং ভাষা ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য; জ্ঞানীদের জন্য এতে সুনিশ্চিত অনেক নিদর্শন রয়েছে।' (৩০ :২২)। পৃথিবীর আর সবকিছুর মতো মাতৃভাষার স্রষ্টাও স্বয়ং মহামহিম আল্লাহ। তিনি বলেন, 'তিনিই মানব সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মনের ভাব-বর্ণনা (ভাষা) প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।' (৫৫ :৩-৪)। আল কোরআনে বলা হয়েছে, 'হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও।' (৪৯ :১৩)। পৃথিবীতে নানা জাতির বসবাস এবং তাদের মনোভাব প্রকাশের জন্য মাতৃ ভাষাও রয়েছে। সেই মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে তুরস্ক, বুলগেরিয়া, মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল; ভারতের উত্তর প্রদেশসহ বিশ্বের কিছু জাতিগোষ্ঠীর। কিন্তু বাঙালি জাতি কেবল আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলার মানুষকে জীবনও দিতে হয়েছে। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ৮ ফাল্গুনদুন মোতাবেক ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালির ইতিহাসে রচিত হয়েছে অমর এক শোকগাথা; যেখানে শাহাদাতের সুধা পান করতে হয়েছে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেককে। বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মায়ের ভাষাকে মুক্ত করেছে। যা ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যকে আরও গভীরে নিয়ে গেছে। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমাদের উচিত বিশুদ্ধ মাতৃ ভাষার চর্চা এবং বাংলাকে সব বিকৃতি থেকে রক্ষা করা।

মহান ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক ধারণা থেকে আমরা বলতে পারি, ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষার এই আন্দোলনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল- মাতৃভাষা বাংলার অবাধ ব্যবহার ও সার্বিক উৎকর্ষ বিধান এবং সর্বস্তরে এর চর্চার অধিকার আদায় করা। অপর উদ্দেশ্যটি ছিল- মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে সরকারি-বেসরকারি সব অফিস-আদালতসহ রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠানে এর যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা বজায় রাখা ও সারাবিশ্বে এ ভাষার পরিচিতি আরও উন্নত পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া। আর সে জন্যই আমাদের ভাষা আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল- 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। ভাষা আন্দোলনের আরেকটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল- জাতি হিসেবে বাঙালীর সব গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর মুখের ভাষার পরিবর্তে সংখ্যালঘিষ্ঠ কোনো জাতির ভাষা এখানে চাপিয়ে দেওয়া কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; বরং তা সভ্যতা ও মূল্যবোধের চরম পরিপন্থি। এ রকম একটি অগণতান্ত্রিক, অন্যায় ও মানবাধিকার পরিপন্থি বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে গিয়েই মহান ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল, যা পরে বাঙালি জাতির জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সব বৈষম্য দূরীকরণে পর্যায়ক্রমে এক ঐতিহাসিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আর এ ক্ষেত্রে অমর একুশের অকুতোভয় বীর শহীদদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মহানবী (সা.) ছিলেন আরবের সবচেয়ে সুন্দর ও শুদ্ধভাষী ব্যক্তিত্ব। তিনি কোনোদিন একটি অশুদ্ধ বা বিকৃত শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করেননি। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি শহীদদের অবদান এবং মহানবীর (সা.) মাতৃভাষাপ্রীতির অজস্র নজির সামনে রেখে এ বিষয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। ইতিহাসের আলোকে আমরা দেখতে পাই, আরবের অধিবাসীদের নীতিবিধান, জীবনবোধ ও সামগ্রিক আচার-পদ্ধতি সহজে বোঝানোর জন্যই আরবি ভাষায় কোরআন নাজিল হয়েছিল। আর তা আল্লাহ পাকের এক বাণীতেও পরিস্কার অনুধাবন করা যায়- 'আমি একে আরবি ভাষায় কোরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো' (১২ :২)। মহান আল্লাহর এ নির্দেশনার আলোকে আমাদেরও উচিত সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার যথার্থ প্রচলন এবং বাংলা ভাষার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি আনয়ন। বাংলা ভাষার কবি, লেখক, গবেষক, সাংবাদিক, প্রতিবেদকসহ সংশ্লিষ্ট সবার উচিত তাদের রচনায় আমাদের শিশু-কিশোরসহ অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষের সহজে বোধগম্য হয় এমন শব্দাবলি ব্যবহার করা। ভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি সহজবোধ্য ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে উপস্থাপন বাঞ্ছনীয়। ধর্মীয়, নৈতিক ও শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধীয় সব রচনা মাতৃভাষায় রূপান্তর হওয়া প্রয়োজন, যাতে ইসলামকে বুঝতে সহজ হয়; নৈতিক জ্ঞানে মানুষজন গুণান্বিত হয় এবং বিদেশি রচনাবলির স্বাদ বাংলায় আস্বাদন করতে সক্ষম হয়।

লেখক: চেয়ারম্যান, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

NUR BEPARY AUTO REPAIR
& BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

গণহত্যার বিচার এবংআন্তর্জাতিক স্বীকৃতি কেন প্রয়োজন

প্রদীপ মালাকার

গত ২৫ জানুয়ারী ২০২২ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এক উমুক্ত আলোচনায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টিএস ত্রিমূর্তি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংগঠিত গণহত্যা ও ২০০৮ সালে মুম্বাই গণহত্যার আন্তর্জাতিক বিচার দাবী করেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দুনিয়াব্যপী রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাস বেড়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, আঞ্চলিক, বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে সন্ত্রাসকে প্রতিরোধে বিশ্ব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তবে উক্ত আলোচনায় বাংলাদেশ প্রতিনিধির বক্তব্য পাওয়া যায়নি। দেখতে দেখতে স্বাধীনতা অর্জনের ৫০টি বৎসরে পা রেখে জাতি গেল বৎসরে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করে। এ সকল অনুষ্ঠানে সকল মহলের পক্ষ থেকেই ২৫ মার্চ গণহত্যার বিচারের দাবী উচ্চারিত হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস পালন করা হলেও আন্তর্জাতিক পরিসরে এই দিবসটি এখনও উপেক্ষিত।

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জে. ইয়াহিয়া ও বিরোধী দলীয় নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর যোগসাজশে পাক সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে বাঙালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে সার্চলাইট অপারেশনের নামে এদেশে গণহত্যা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালী দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকবাহিনীর ৯৩ হাজার সেনা আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক দেশটির অভ্যুদয় ঘটে। পাক বাহিনী আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই দীর্ঘ নয় মাসে ৩০ লাখ বাঙালীকে হত্যা ও চার লাখের অধিক মা-বোন ধর্ষণের শিকার হয়।

বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে ফিরে আসার পর যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের অভিযোগ আছে এমন প্রায় ৩৬ হাজার রাজাকার, আলবদর, আলশামসের বিচারের পাশাপাশি পরিকল্পনাকারী, নির্দেশ দাতা ও সরাসরি হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটে, যুক্ত চূড়ান্তভাবে ১৯৫ জন সেনা কর্মকর্তাকে বিচারের জন্য মনোনীত করেন। সর্বশেষ ত্রিপক্ষীয় সিমলা চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান তাদের অপরাধের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে ১৯৫ জন সেনা কর্মকর্তাকে নিজ দেশে নিয়ে বিচার করবে এই মুচলেকা দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তারা আর বিচার করেনি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর ক্ষমতায় আসা সরকারগুলোর বেশীরভাগই গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি নিস্পত্তি না করেই পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ার চেষ্টা চালায়।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর গণহত্যার জন্য বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, সম্পদের হিস্যা সহ বিভিন্ন দাবি তোলে। সেই সঙ্গে ১৯৭১ সালের গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের উদ্যোগে শুরু থেকেই বিচলিত ছিল পাকিস্তান। এর পাশাপাশি ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত গ্যারি জে.ব্রাসের লেখা গ্রন্থ "দ্য ব্ল্যাড টেলিগ্রাম-নিক্সন, কিসিঞ্জার এন্ড এ ফরগটেন জেনোসাইড" পাকিস্তানী গণহত্যার তথ্য বিশ্বের সামনে নূতন করে তুলে আনে। আর এতেই পাকিস্তানের গাত্রদাহ শুরু হয়। অথচ মুক্তিযুদ্ধের এই পরাজিত শক্তি ও তাদের এদেশীয় লেবাসধারীরা মুক্তিযুদ্ধকে মেনে নিতে পারেনি। পাকিস্তানী শাসক, সেনা ও রাজনউতিক দলগুলোর একটি বড় অংশ এবং এদেশীয় জামায়াত-শিবির এখনও মনে করে বাংলাদেশ সৃষ্টি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফসল বা জামায়াতের ভাষায় গন্ডগোলের ফসল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯৭১ এ সারা পৃথিবী কাঁপিয়ে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছিল তার দ্বিতীয় নজির নেই। জাতির গর্ব করা ইতিহাসের মীমাংসিত বিষয় নিয়ে এখনও কেউ কেউ যখন শহীদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তখন দুঃখ হয়। তখন পরাজিত শক্তি ও স্বাধীনতাবিরোধীরা তা লুফে নিয়ে মাঠে নামবে এটাই স্বাভাবিক। আর তারই ধারাবহিকতায় পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএস আইএর তত্ত্বাবধানে সাম্প্রতিককালে সুলতান আলী নামে সাবেক এক সেনা কর্মকর্তাকে দিয়ে 'টরম্যানট ট্রুথ ইন ১৯৭১' নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়। যে বইতে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে চরমভাবে হেয় করা হয়েছে। বইটিতে পাকিস্তানের নূতন প্রজন্মকে বোজানো হচ্ছে যে বাংলাদেশ সৃষ্টি হল ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের ফসল।

পাকিস্তানের দুই অংশের নেত্রীবৃন্দের মধ্যে আলোচনার ঘাটতি বা সমজতার অভাবে প্রতিবেশী ভারত সেই সুযোগ নিয়ে এবং উস্কানি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে অশান্তি বা গন্ডগোলের সৃষ্টি করায়। বইটিতে পাকিস্তান বা ইসলাম রক্ষার নামে পাক বাহিনী বাঙালী মুসলিম হত্যা নয় বরং, অমুসলিমদের হত্যার টার্গেট করেই এগিয়েছে। বইটির পাতায় পাতায় এমনই মিত্যাচার করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৯ সালে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ওই দেশটির লেখক জুনায়েদ আহমেদ নামে এক ব্যক্তিকে দিয়ে "ক্রিয়েশন অফ বাংলাদেশ মিথস এক্সপ্লডেড" শিরোনামে একটি বই লিখিয়েছে। এই বইটিতেও মুক্তিযুদ্ধাদের দোষারোপ করা হয়েছে এই বলে- পচিশে মার্চের গণহত্যার জন্য মুক্তিযুদ্ধারা দায়ী। তারাই নিরীহ নিরাপরাধ মানুষদের হত্যা করেছে। বইটির নীচে ওই সময়ের বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন পত্রিকায় ৭১-এর গণহত্যার যেসব ছবি মুদ্রিত হয়েছিল, সেসব ছবি বইটিতে সঙ্কলিত হয়েছে এবং প্রতিটি ছবির নিচে লেখা হয়েছে এসব হত্যাকান্ড মুক্তিযুদ্ধাদের সৃষ্টি।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে ত্রিশ লাখ ৩ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছেন। ১৯৭১ সালের ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী মানবসভ্যতার ইতিহাসে যতগুলো গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে তাতে অল্প সময়ের মধ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে ১৯৭১ সালে, বাংলাদেশে। প্রতিদিন গড়ে ৬০০০ থেকে ১২০০ হাজার মানুষ তখন খুন হয়েছিল বাংলাদেশে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে পাকিস্তানসহ বিভিন্ন গুষ্টির অপপ্রচার যতই করুক না কেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ১৯৭১সালের গণহত্যার তথ্য প্রমানের অভাব নেই। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ মানুষ যে শহীদ হয়েছে তার অকাট্য প্রমান বহন করছে সে সময়ে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও টেলিভিশনের খবর গুলোর আর্কাইভ। অস্ট্রেলিয়ার ঐ সময়ের পত্রিকা 'হেরাল্ড ট্রিবিউন'র রিপোর্ট অনুসারে ২৫ মার্চ রাতে শুধু ঢাকা শহরেই ১ লাখ মানুষকে হত্যা করেছিল পাক বাহিনী। ভারতের ইন্ডিয়ান টাইমস'র রিপোর্টে আছে ৬০ থেকে ৭০ হাজার মানুষ শহীদ হয়েছে। ইউএস সিনেটর অ্যাডওয়ার্ড কেনেডি ভারতে শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেন ১৯৭১ সালে। তিনি পাকিস্তানী সৈনিকদের বিরুদ্ধে সরাসরি গণহত্যা চালানোর অভিযোগ করেন। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞকে বিশ শতকের পাঁচটি ভয়ংকর গণহত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। টাইমস ম্যাগাজিনের ডেন কগিন, যিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক, একজন পাকিস্তানী ক্যাপ্টেনের বরাত দিয়ে লিখেছেন- ২৫মার্চে ঢাকা শহরেই লক্ষাধিক লোককে হত্যা করা হয়। এছাড়া দীর্ঘ ৯ মাসের প্রতিদিনই জেলা শহর ও মফস্বল অঞ্চলে শত শত বাঙালীকে হত্যা করে বধ্যভূমিতে ফেলে রাখা হয়। সেই সাথে বিশ্ব খ্যাত এই পত্রিকাটির একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল- It is the most incredible calculated thing since the clays of the Nayis in Poland.

আন্তর্জাতিক মহলের মতে ৭১ এ পাকিস্তান সেনাবাহিনী তিন মিলিয়ন বা ত্রিশ লাখ বাঙালীকে হত্যা করা হয়েছে। এই সংখ্যার সমর্থন রয়েছে Encyciopedia Americana and National Geographic Magagine–এ। এসব রিপোর্টে লেখা আছে- বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তান বাহিনীর নিষ্ঠুরতা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পোল্যান্ডে নাজি বাহিনীর বর্বরতার চেয়েও ভয়াবহ। এই গণহত্যা সম্পর্কে পাকিস্তানী জেনারেল রাও ফরমান আলী তার ডায়েরিতে লিখেছেন- Paint the green of East Pakistan red অর্থাৎ বাংলার সবুজ মাঠ-কে লাল করে দিবেন। একজন আমেরিকান গবেষক Rudolph Joseph Rummel তার রচিত Statistics of Democide (১৯৮৮) গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন "Statistics of Pakistan Democide–Estimates Caculation and sources" শীর্ষক নিবন্ধটি। এই নিবন্ধে Rummel তার আবিষ্কৃত গণহত্যার পরিসংখ্যান পদ্ধতি অনুসারে দেখিয়েছেন যে-

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে ত্রিশ লাখ ৩ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছেন। ১৯৭১ সালের ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী মানবসভ্যতার ইতিহাসে যতগুলো গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে তাতে অল্প সময়ের মধ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে ১৯৭১ সালে, বাংলাদেশে। প্রতিদিন গড়ে ৬০০০ থেকে ১২০০ হাজার মানুষ তখন খুন হয়েছিল বাংলাদেশে। গণহত্যার ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ গড়। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারী নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল "বেঙ্গলিজ ল্যান্ড অ্যা ভাসটি সিমেট্রি" (বাঙালীর ভূখন্ড এক বিশাল সমাধিক্ষেত্র) আমেরিকান সংবাদিক সিডনি এইড শানবারগ যুদ্ধের পর পর বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ওই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছিলেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, শানবারগ দেখতে পান, বাংলাদেশের প্রতিটি শহর, প্রতিটি থানায় রয়েছে বধ্যভূমি, যেখানে পাকিস্তানী সেনারা যুদ্ধের ৯ মাসের প্রতিদিন বাঙালীদের হত্যা করেছে। পাকিস্তানী সেনারা এভাবেই লাখ লাখ বাঙালীকে হত্যা করেছে।

হামুদুর কমিশন রিপোর্ট বাঙালী গণ হত্যার দলিল। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের ১০ দিন পর ২৬ ডিসেম্বর পাক সরকারের নির্দেশে প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে প্রধান ও অন্য দুই বিচারপতিকে নিয়ে ব্যাপক ক্ষমতাশালী এক কমিশন গঠিত হয়েছিল। কমিশন যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি মিলিয়ে দুই শত পচাশি জনের সাক্ষ্য এবং তথ্য প্রমান নির্দেশিকা যাচাই বাছাই শেষে ১৯৭৪ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে। যদিও কমিশন ভিকটিম বা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কাউকে সাক্ষ্য গ্রহণ না করলেও ৬০টি অধ্যায় ও ৩ লাখ শব্দ সংখ্যায় এই কমিশনের রিপোর্টে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের বিষয়টি অগ্রাহ্য করেছে। এসব অপূর্ণতা স্বত্বেও ঐ রিপোর্টে এমন কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, যাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি চারিত্রিক দুর্বলতা গুলো তথ্য প্রমান সহ উপস্থাপিত হয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী অভিনের শুরু থেকেই বাংলাদেশে পোড়ামাটি নীতি নেয়, যেখানে তারা মানুষ চায়নি, মাটি চেয়েছে। এই কথাটি শুধু রাও ফরমান আলীর ডায়েরিতে লেখা ছিল না, ছিল পাকিস্তানের অধিকাংশ সেনা কর্মকর্তার অন্তরে। জেনারেল নিয়াজির আগে খাদিম হুসেন ছিলেন ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডিং অফিসার। তিনি স্ট্রেনজার ইন মাই ওউন কান্ট্রি, পাকিস্তান (১৯৬৯-১৯৭১) বইয়ে উত্তরসুরির বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, যাতে নিয়াজি বলেছেন- এই হারামজাদা জাতি জানে না আমি কে? আমি তাদের জাত বদলে দিব। তিনি বাঙালীকে বুঝাতে পারেননি, বাঙালীই প্রকাশ্যে আত্মসমর্পণ করিয়ে তাকে ঠিকই বুঝিয়ে দিয়েছে। কমিশনের রিপোর্টে রাও ফরমান আলী, জেঃ টিক্কা খানকে দায় মুক্তি দিয়ে শুধু অন্য সিনিয়র অফিসারদের বিরুদ্ধে সামরিক আইনে বিচার এবং বাকিদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে।

এবার দেখা যাক, জাতিসংঘ সনদ কি বলে? জাতিসংঘ গণহত্যা বিষয়ক সনদে অপরাধের যে বিবরণ রয়েছে, তার সঙ্গে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে দখলদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ও নৃশংসতার পুরোপুরি মিল রয়েছে। গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি বিষয়ক ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ সনদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জেনোসাইড বলতে বুঝাবে কোন জাতি বা জাতিসত্তা, বর্ণ বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশ বিশেষকে বা পুরোপুরি ধ্বংস করার লক্ষ্যে পরিচালিত নিম্নবর্ণিত কাজের যে কোন একটি- ক. জাতি বা গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা, খ. জাতি বা গোষ্ঠির সদস্যদের গুরুতর মানসিক বা শারীরিক ক্ষতিসাধন, গ. উদ্দেশ্যমূলকভাবে জাতি বা গোষ্ঠীর ওপর এমন এক জীবনযাত্রা আরোপ করা যা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গোষ্ঠীর ধ্বংস ডেকে আনে, ঘ. জাতি বা গোষ্ঠীকে জোর করে অন্য জাতি বা গোষ্ঠীতে রূপান্তর। জাতিসংঘ প্রতি বৎসর ৯ ডিসেম্বর গণহত্যা প্রতিরোধ ও গণহত্যার হওয়া ব্যক্তিদের স্বরণে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

বাংলাদেশ মনে করে এ দেশের মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনীর বর্বর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ গুলোর আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিচার **(বাকি অংশ ৯ পাতায়)**

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেওনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পার্টনার করতে পারেন।

সফল কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@asholaw.com, Web: www.asholaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

গণহত্যার বিচার এবংআন্তর্জাতিক স্বীকৃতি কেন প্রয়োজন

(৮ পাতার পর)

খুবই প্রয়োজন। পাকিস্তান সরকার ও তাদের এদেশীয় লেবাস ধারীদের অনেকে সাম্প্রতিক ১৯৭১ সালের সংঘটিত গণহত্যার কথা ধারাবাহিকভাবে অস্বীকার করার চেষ্টায় এই স্বীকৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিগত বছরগুলোতে পাকিস্তানী শাসক ও কতিপয় রাজনৈতিক দল, তাদের এদেশীয় দোসরদের যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী বিচারের বিরোধিতা করে বিবৃতি দেয় এবং পার্লামেন্টে প্রস্তাব গ্রহণ করে। পাকিস্তান এখানেই থেমে থাকেনি, তারা বই লিখে মিথ্যাচারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ, জঙ্গি মদদ দিয়েছে ও দিয়ে যাচ্ছে।

তাই স্বাধীনতার সুরক্ষা এবং ভবিষৎ প্রজন্মের শান্তি, নিরাপত্তার স্বার্থে পাকিস্তানের এই ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচার রুখে দিয়ে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টার পাশাপাশি পাকবাহিনীর গণহত্যার বিচারের দাবীটিও জোরদার করতে হবে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের কাজটি বাংলাদেশের জন্য একটু কঠিন কাজ হতে পারে। কেননা ১৯৭১ সালে সব রাষ্ট্রের অবস্থান বর্তমানের মত ছিল না। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বন্ধুরাষ্ট্র ছিল। আজ মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনে জাতিসংঘ, আমেরিকা সহ পশ্চিমা ও মুসলিম বিশ্ব তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে তারা আমাদের পাশে ছিল না।

আজ ১০ লাখ রোহিঙ্গা বিতারন ও হাজার অধিক রোহিঙ্গা নিধনে জাতিসংঘ সহ সব রাষ্ট্র গণহত্যার স্বীকৃতি দিচ্ছে। অথচ ১৯৭১ সালে রোহিঙ্গাদের চেয়ে ১০ গুণ বাঙালী বিতারন ও ৩০০০ গুণ বাঙালী নিধনে তারা ছিল নিরব। কাজেই তাদের স্বীকৃতি আদায়ে বিদেশে আমাদের মিশনগুলোও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে গণহত্যা বিষয়ক তথ্য উপাত্ত তুলে ধরার পাশাপাশি জোরদার কূটনীতিক তৎপরতা চালাতে হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। তারা জাতিসংঘ ও জেনেভায় যোগাযোগ করছে বলে আমরা জানি। মুক্তিযুদ্ধে যে সকল দেশ আমাদের পাশে ছিল, তাদের স্বীকৃতি সবার আগে আদায় করতে হবে। তারপর অন্য সকল দেশের স্বীকৃতি আদায়ের পাশাপাশি গণহত্যার বিচারের বিষয়টিও আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

নিউইয়র্ক, ইউএসএ।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো অমর একুশে মহান শহীদ দিবস তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। দিবসটি স্মরণে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় আত্মত্যাগী সকল শহীদকে। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

রিপাবলিকান কংগ্রেস ওম্যান সালাজারের উত্থাপিত ইমিগ্রেশন বিলঃ ড্রিমনিটি এ্যাক্ট

ফ্লোরিডার মায়ামী থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান সংগ্রেস ওম্যান মারিয়া এনভিরা সালজার এবং হাউজে তার রিপাবলিকান সতীর্থদের গ্রুপ গত ৮ ফেব্রুয়ারী 'ডিগনিটি এ্যাক্ট' নামে একটি ইমিগ্রেশন বিল উত্থাপন করেছেন। একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, ৩টি মূল নীতি নিয়ে প্রণিত ডিগনিটি এ্যাক্ট একটি সম্পূর্ণ ইমিগ্রেশন সংস্কার বিল। ৩টি মূল নীতি হচ্ছেঃ

অবৈধ ইমিগ্রেশন প্রবেশ বন্ধ,

আমেরিকায় বাসবাসরত ইমিগ্র্যান্টদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ সমাধান দেওয়া এবং

আমেরিকায় শ্রমশক্তি ও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা।

নিম্নে ডিগনিটি এ্যাক্টের গুরুত্বপূর্ণ ধারা সমূহ উল্লেখ করা হলঃ

সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা-

আমেরিকান করদাতাদের কোন অর্থ ব্যয় না করে আমেরিকার বর্ডার সম্পূর্ণ নিরাপদ করতে তহবিল ব্যয়ের ক্ষমতা প্রদান।

রাডার, ক্যামেরা, ইলেক্ট ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, নিরাপদ যোগাযোগ এবং অটোমেটিক ডিটেকশন প্রযুক্ত ব্যবহারসহ সর্বোচ্চ বর্ডার টেকনোলজি বাস্তবায়ন।

বর্তমানে যেসব সীমান্ত অবকাঠামোর কাজ বন্ধ আছে তা পুনরায় শুরু করা ফিজিক্যাল সীমান্ত অবকাঠামোর জন্য তহবিল বৃদ্ধি।

৩ হাজার নতুন সীমান্ত নিরপাত্তা কর্ম নিয়োগদান এবং এক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের অগ্রাধিকার দেয়া।

দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর গবাদি পশু, চোরাচালানে সুরক্ষা এবং পাহারা দেয়া এবং ধ্বংস করার জন্য একটি ট্রাকফোর্স গঠন। দেশব্যাপী আমেরিকান ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ শ্রমিক নিয়োগ দানে শতভাগ ই-বেরিফাই ম্যানডেড নিশ্চিত করা।

অবৈধ সীমান্ত পারাপারের জন্য জরিমানা দ্বিগুন করা এবং যারা অপরাধ করবে তাদের অবিলম্বে বহিষ্কার করা।

আন্তর্জাতিক অপরাধী, চোরাচাকারবারি মানুষ পাচারকারী, মাদক পাচারকারী এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সক্রিয় এমএস-১৩ এর মত গ্যাংসমূহ ধরতে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি।

রাজনৈতিক অপ্রয়োজনীয়দের জন্য সীমান্তে কাজ শেষ করার ব্যাপারে ৪টি আঞ্চলিক প্রসেসিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা।

ইমিগ্রেশন আদালতে বহু বর্ষের জট কমাতে লাস্ট-ইন ফাস্ট আউট পলিসি চালু করা।

এ্যাসাইলাম কেস দ্রত সিদ্ধান্তর জন্য ইমিগ্রেশন আদালতে ১,৭০০ নতুন লোক নিয়োগ দান।

আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং গুয়াতেমালা এল সালভেদও ও হন্ডুরাসে বর্ধিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল আমেরিকা ও নর্দার্ন আমেরিকা থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

আমেরিকায় বসবাসকারী হিমগ্র্যান্টদের উপর এর প্রভাব পড়বে কেমন?

ড্রিমারদের জন্য তড়িৎ বৈধ স্ট্যাটাসের ব্যবস্থা দ্রতর করবে।

ডিগনিটি প্রোগ্রাম (১০ বছর)ঃ ১০ বছরের ডিগনিটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে, আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের জন্য কাজের সুযোগ। লিগ্যাল স্ট্যাটাসপ্রাপ্তি এবং আইনের অধিকার মিলবে। তাদের সকল ফেডারেল এবং স্টেট আইন মেনে চলতে হবে। ক্রিমিনাল ব্যাক-গ্রাউন্ড চেকসহ, ফ্যামিলি সেবা এবং ট্যাক্স প্রদান করতে হবে। প্রেগামটি শুরু করতে তাদের অবশ্যই আমেরিকান ওয়াস্টার ফান্ডের চাঁদা দিতে হবে। ডিগনিটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে কাজের অনুমতি এবং যতদিন রিমুভ্যাল প্রসিডিং শেষ না হবে ততোদিন তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। ডিগনিটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা ৯০ বছরের প্রোগ্রাম চালাকালে ১০ হাজার ডলার করে পাবেন। তবে তাদের ২ বছর অন্তর ডিএইএস চেক করতে হবে এবং সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

ডিগনিটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের ফেডারেল সুবিধার সুযোগ থাকবেনা। তারা কর রাজস্ব এবং মার্কিন



অর্থনীতিতে অবদান রাখবে।

বিশেষ সুযোগ কর্মসূচিকে (+৫ বছর)ঃ রিডেম্পশন বা বিশেষ সুবিধা কর্মসূচি হচ্ছে এচ্ছিক একটি কর্মসীচী। এই কর্মসূচি ১০ বছরের অবিলম্বে ডিগনিটি কর্মসুচীর সমাপ্ত করেই কেবল গ্রহণ করা যাবে। ৫ বছরের রিডেমশন প্রেগ্রাম প্রয়োজন ইংরেজি ও পৌরবিজ্ঞান। যারা পার্মানেন্ট বৈধ স্ট্যাটাস প্রত্যাশী তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ করে দেবে। তবে তাদেও স্বেচ্ছাসেবী কাজ, জাতীয় কম্যুনিটি সার্ভিস অথবা এমরিকান ওয়ার্কার ফান্ডে আরো বেশি অবদান রাখতে হবে। এই কর্মসূচি নাগরিকত্ব লাভেরও সুযোগ দেবে তবে বিশেষ সুবিধা বলে গন্য হবে না। আবেদনকারীদের লাইনের পেছনে যেতে হবে।

রিডেমষন প্রোগ্রাম শুরু করার আগে সীমান্ত সম্পূর্ণ করে নিরাপত্তা করতে বাধ্যতামূলক ই-ভেরিফাই ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

এই বিল নিয়ে ডেমক্র্যাট পার্টিও প্রতিক্রিয়া এবং কর্মসূচীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আগামী সপ্তাহে আমাদের পাঠকদের জন্যে এই বিভাগে আলোচনা করার প্রত্যাশা রইল।

কুইন্স থেকে এন ইসলামের প্রশ্নঃ

আমি একজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। আমি ২০০৬ সালে পাবলিক এসিস্ট্যান্ট নিয়েছিলাম। ২০০৭ সাল থেকে এস,এস,আই/এসএসডি,আই ডিজঅ্যাবিলি ও ফুড স্ট্যাম্প নেবিফিট নিচ্ছি। এই অবস্থায় আমি কি বাংলাদেশে বসবাসকারী আমার স্ত্রী ও ভাইবোনের জন্যে আবেদন করতে পারব?

আমি তাদের এদেশে আনতে পারব কিনা- যদি আমার কো স্পন্সর থাকে? আমার আরো জানার বিষয় হচ্ছে যদি আমি হোম কেয়ার ও লো-ইনকাম হাউজিং বা সেকশন ৮ হাউজিং এর সুবিধা নেই তা হলে তাদের এদেশে আনার জন্যে আবেদন করতে পারব কিনা?

এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ আশা করছি।

এন, ইসলামের প্রশ্নের উত্তরঃ

সাধারণত স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য, নগদ অর্থ অথবা অন্যান্য কল্যাণমূলক সহায়তা গ্রহণের কারণে কোন আত্মীয়ের জন্য স্পন্সর করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। তবে নির্দিষ্ট কতিপয় কল্যাণ সুবিধা গ্রহণ আত্মীয়দের স্পন্সর করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। নতুন ইমিগ্র্যান্টরা সরকারী সহায়তা লাভের যোগ্য হবেন না। সে কারণে পরিবার ভিত্তিক ইমিগ্র্যান্টদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হবার কারণ যে তারা কাউকে স্পন্সর করতে প্রয়োজনীয় আয় করতে সক্ষম হবেন কিনা? তা দিয়ে তারা সরকারী সহায়তা ছাড়াই নতুন ইমিগ্র্যান্টরা তাদের ভরনপোষণ চালাতে সক্ষম হবে। এই কারণেই ইউএস সরকার কোন আত্মীয়কে স্পন্সর করতে যথেষ্ট অর্থ সমর্থনের জন্য কো-স্পন্সর চায়। এই শর্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন ইমিগ্র্যান্টদের আর্থিক বিষয়ে সরকার নিশ্চিন্ত হতে চায়। যাতে করদাতাদের উপর চাপ না পড়ে।

তাই সরকারী সহায়তা নেয়া সত্বের আপনি আপনার স্বামী/স্ত্রী বা ভাইবোনদের স্পন্সর করতে পারবেন। তবে সরকারী সহায়তা বাদ দিয়ে আপনাকে প্রমাণ দেখাতে হবে তাদের দায়িত্ব পালনে আপনার আয় যথেষ্ট। ফেডারেল দারিদ্র সীমা ১২৫ শতাংশর কম হলে আপনাকে অবশ্যই কো-স্পন্সর দেখাতে হবে।

আপনি যদি প্রাথমিক আবেদনকারী হন এবং আপনার আয় যদি কাউকে স্পন্সর করার শর্ত পূরণ করার মত্র না হয় তবে ক্ষেত্রে কী হবে?

সেক্ষেত্রে নতুন ইমিগ্র্যান্টদের জীবিকার জন্য উপযুক্ত কো-স্পন্নর দেখাতে হবে। এ ক্ষেত্রে কে-স্পন্সরের এফিডেভিট লাগবে। কো-স্পন্সরকে প্রমাণ করতে হবে এ ক্ষেত্রে কো স্পন্সরের এফিডেভিট লাগবে। কো স্পন্সর প্রমাণ করতে যে তার আয় দারিদ্র সীমা ১২৫ শাতংশের উপরে।

উপসংহারঃ আপনি সরকারী সহায়তা গ্রহণ করলেও আপনি স্পাউস/ ভাই বোনের জন্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে আপনাকে উপযুক্ত কো স্পন্সর দখেতে হবে। কো স্পন্সরকে প্রমাণপত্র খুব সাধারণভাবে তথা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ স্পন্সর করার আগে একজন অভিজ্ঞ এটর্নীর সাথে কথা বলা উত্তম।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনা-মুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

একুশে আমাদের আত্মপরিচয়ের দিন



আহবাব চৌধুরী খোকন

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারী পাকিস্থানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উর্দুকে পাকিস্থানের রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ঘোষণা প্রদান করলে বাঙালীর দাবী আদায়ের আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠে। গঠিত হয় সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও তমুদ্দুন মজলিস সহ বিভিন্ন সংগঠন।

বছর ঘুরে আবারো ফিরে এসেছে অমর একুশে। আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ও জাতীয় শহীদ দিবস। আমাদের জাতি সত্বার গৌরবময় একটি দিন। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা বাংলা ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে আত্ম ত্যাগের যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলো তা আজ ও বিশ্বের দেশে দেশে অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। সে দিন ছাত্র-জনতার বিরোচিত আত্মত্যাগ ও রক্ত স্নাত আন্দোলনের ফলে পাকিস্থানী শাসক সম্প্রদায় বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবীতে শুরু হওয়া আন্দোলন শুধু মাত্র আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেনি, বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূখন্ডের বুনিয়াদ রচনায় নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারী পাকিস্থানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উর্দুকে পাকিস্থানের রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ঘোষণা প্রদান করলে পাকিস্থানের রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ঘোষণা প্রদান করলে বাঙালীর দাবী আদায়ের আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠে। গঠিত হয় সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও তমুদ্দুন মজলিস সহ বিভিন্ন সংগঠন। এই আন্দোলন সংগ্রামের এক পর্যায়ে ২১ ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্বক ছাত্র ধর্মঘট আহবান করা হয়। পাকিস্তানী শাসক সম্প্রদায় ঢাকায় শুরু হওয়া এই আন্দোলন বাধা গ্রস্থ করতে ১৪৪ ধারা জারী করলে ছাত্র জনতা সেদিন সরকারের এই আদেশের বিরুদ্ধে ঝলসে উটে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। বিশাল এই মিছিল থেকে সেদিন বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে মেনে নেয়ার জোর দাবী জানানো হয়। পাকিস্তানী শাসক সম্প্রদায় ছাত্র জনতার এই সম্মেলিত প্রতিবাদে দিশেহারা হয়ে মিছিলের উপর গুলি বর্ষন করলে সালাম, রফিক বরকত, জববার, সফিউর সহ অনেক সাহসী তরুন মৃত্যুবরণ করে। সে দিন ছাত্র-জনতার মিছিলের উপর পুলিশের নির্বিচারে গুলিবর্ষনের পর দেশব্যাপী আরো জোরদার আন্দোলন গড়ে উটে। সর্বাত্বক আন্দোলন সংগ্রাম ও নানা ঘাত প্রতিঘাতের ধারাবাহিকতায় অবশেষে পূর্ব পাকিস্থানের আন্দোলনরত ছাত্র-জনতারই বিজয় অর্জিত হয়।

সরকার ১৯৫৪ সালে বাধ্য হয় বাংলাকে পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষার দাবীতে ছাত্র-জনতার উৎসর্গের এই দিনটি মূলত তখন থেকেই জাতীয় শহীদ দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সে দিন ছাত্র-জনতা আত্মত্যাগের ইতিহাস সৃষ্টি করে। শাসক সম্প্রদায়ের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে বুক পেতে দিয়ে যেভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলো তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। তখন থেকেই মূলত বাঙালী বীরের জাতি হিসাবে সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করে।

পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা সেই গর্বিত জাতি শুধু ভূখন্ডের জন্যই যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধ করেছি ভাষার জন্যও। ১৯৫২ সালে আমাদের দামাল ছেলেরা পাকিস্তানী শাসকদের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলতে না পারলে ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডের উদ্ভব হতো না। তাই একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। একুশে আমাদের আত্মপরিচয়ের দিন। এই দিনটি এলে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ভাষা সৈনিকদের প্রতি। দেশে বিদেশে শহীদ বেদিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পনের মাধ্যমে যথাযত মর্যাদায় উদযাপন করি দিনটি। কিন্তু এই মহান একুশে ফেব্রুয়ারীকে শুধুমাত্র নিরেট একটি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। ১৯৫২ সালে আমাদের দামল ছেলেরা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের ছাত্র ও যুব সমাজ বার বার দেশ ও জাতির জন্য রক্ত দিয়েছে। ছাত্র সমাজ রক্ত দিয়েছে ৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে, ৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ ও সর্বোপরি ৯০ এর ছাত্র গণঅভ্যুত্থানে। কিন্তু অত্যান্ত পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে ভাষা আন্দোলনের ৬৬ বছর আর স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছর অতিক্রান্ত হলেও জাতি হিসাবে বাংলাদেশ আজ ও আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারিনি। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সীমাহীন ব্যর্থতা ও অনৈক্য এই জন্য দায়ী।

তবে আশার কথা যে এই ২১ ফেব্রুয়ারী জাতিসংঘের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য অনেক গৌরবের। জাতিসংঘের এই স্বীকৃতির মাধ্যমে আমাদের ভাষা আন্দোলনের যথার্থতা যেমনি প্রমানিত হয়েছে তেমনি জাতি হিসাবে আমাদের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অর্জনের পথ ধরে বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাঁড়াক। সকল অন্ধকার দূরিভূত করে এগিয়ে যাক আলোর দিকে। বাংলাদেশ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোক বিশ্ব সভায় এবারের একুশে ফেব্রুয়ারীতে এটাই হোক আমাদের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা। মহান শহীদ দিবস অমর হোক ।

লেখক: কলাম লেখক ও কমিউনিটি নেতা, নিউইয়র্ক।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনৃক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

সুরঞ্জন ঘোষ

ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল, তার মধ্যে ভাষা আন্দোলনই ছিল সবচেয়ে ব্যাপক, তীব্র ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের পৃথক অস্তিত্বের চেতনা তথা বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থিত হতে দেখা যায়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি প্রবন্ধে বলেন, 'যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোনো যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোনো রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করিতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।'

শুধু সাংস্কৃতিক মহলই নয়, রাজনৈতিক মহলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ভাষাবিষয়ক কিছু উল্লেখযোগ্য চিন্তাভাবনা ছিল। ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম প্রাদেশিক কাউন্সিলের সামনে পেশ করার জন্য যে খসড়া ম্যানিফেস্টো প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক ভারত বিভাগ সম্পর্কিত রোয়েদাদ ঘোষণার পর মুসলিম লীগের অল্প সংখ্যক বামপন্থী কর্মীর উদ্যোগে জুলাই মাসে ঢাকায় 'গণআজাদী লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক গ্রুপ গঠিত হয়। কমরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কর্মীর দ্বারা এটি গঠিত হয়। এই গ্রুপের 'দাবি কর্মসূচি আদর্শ' নামে যে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে তাতে বলা হয়- 'মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে হইবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশে যথোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা।'

গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষাবিষয়ক প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে লিয়াকত আলী খান, নাজিমুদ্দিন, তমিজুদ্দিন খান প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতা যেসব বক্তব্য দেন তার বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকার বিরোধিতাই নয়, ছাত্রধর্মঘট, মিটিং-মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমেও প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বর্জনের পর মিছিল করে বাংলা ভাষার সমর্থনে নানা স্লোগান দিতে দিতে রমনা এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এরপর মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হলে সেখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন তমদ্দুন মজলিসের সভাপতি আবুল কাসেম এবং বক্তৃতা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ ও ফজলুল হক হল ছাত্র ইউনিয়নের সহসভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা।

গণ পরিষদের সিদ্ধান্ত ও পাকিস্তান মুসলিম লীগের বাংলা ভাষাবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও তমদ্দুন মজলিসের যৌথ উদ্যোগে ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সভা আহ্বান করা হয়। ওই সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন তাদের মধ্যে কামরুদ্দীন আহমদ, রণেশ দাশগুপ্ত, আজিজ আহমদ অজিত গুহ, আবুল কাসেম, সরদার ফজলুল করিম, শামসুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দিন আহমদ, তোফাজ্জল আলী, আলী আহমদ, মহিউদ্দিন, আনোয়ারা খাতুন, শামসুল আলম, শহীদুল্লাহ কায়সার, তাজউদ্দীন আহমদ, লিলি খান, শওকত আলী, আবদুল আউয়াল, ওয়াহেদ চৌধুরী, নূরুল আলম, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন কামরুদ্দীন আহমদ।

১৯৪৭ সালেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সরকারবিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলনে তার প্রতিফলন ঘটে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মানিঅর্ডার ফরম, ডাকটিকিট ও মুদ্রায় শুধু ইংরেজি ও উর্দুর ব্যবহার এবং এগুলোতে বাংলা ভাষা উপেক্ষার ফলে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ ও শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট উদ্বেগ ও বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

এ বিরুদ্ধ মনোভাবকে সাংগঠনিক রূপ দেয়ার প্রয়োজনেই ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিস এবং মুসলিম ছাত্রলীগের অল্প কয়েকজন কর্মীর উপস্থিতিতে এই সংগ্রাম পরিষদটি গঠিত হয় এবং তমদ্দুন মজলিসের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক



এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এই সংগ্রাম পরিষদ প্রথম দিকে পত্রপত্রিকায় বিবৃতি প্রদান, লেখালেখি, আলোচনা সভা অনুষ্ঠান, সরকারি ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকার এবং কিছু কিছু সভা-সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে গঠিত এই প্রথম সংগ্রাম পরিষদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী। এ অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবি উত্থাপন করেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবটির ওপর গণপরিষদে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে গিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন- 'এখানে এ প্রশ্নটি তোলাই ভুল হয়েছে। এটি আমাদের জন্য এক জীবন-মরণ সমস্যা। আমি অন্যন্ত তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করি এবং আশা করি যে এ ধরনের একটি সংশোধনী প্রস্তাবকে পরিষদ অগ্রাহ্য করবে।'

এটিই ছিল ভাষা আন্দোলনের পটভূমি। এখন মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত ফেব্রুয়ারী মাস চলছে। মাতৃ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্দাযায় অভিষিক্ত করতে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান তুলে বাঙালী জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করে। ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে বাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মার্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। আর ৬৯-এর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সংগ্রামী ছাত্র-জনতা দেশব্যাপী তুমুল গণ-আন্দোলন সংঘটিত করে দেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ভোটাধিকার অর্জন এবং সব রাজবন্দীসহ সব নেতাকে কারামুক্ত করে সত্যিকার অর্থেই বায়ান্নর রক্তধারা ৬৯-এর রক্তস্রোতে মিশে একাত্তরের একসাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্ম হয়।

বেশি দূর নয়, নিজ মহাদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দেখবেন সর্বস্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের সাফল্য। দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, চীন নামের রাষ্ট্রগুলো তাদের সর্বস্তরে মাতৃ ভাষাকে লালন ধারণ ও প্রতিষ্ঠিত করে বৈশ্বিক উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে অগ্রসরমান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ কোরিয়া তার যাত্রা শুরু করে নিজের মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে। ৩৮ হাজার বর্গমাইল আয়তনের দেশটি তার পাঁচ কোটি মানুষের জন্য বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারকে মাতৃভাষায় রূপান্তর করে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় প্রচলন করতে সমর্থ হয়। এর ফলে জ্ঞানচর্চা ও উদ্ভাবনে এগিয়ে যেতে থাকে দেশটি, পরিণত হয় শিল্পোন্নত দেশে। ২০২০ সালে দেশটির মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ৩১ হাজার ৬৩৭ ডলার। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের পরিণতি হলো, দক্ষিণ কোরিয়া এখন গণিতের উৎকর্ষে বিশ্ব সপ্তম স্থানে রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান যুদ্ধসরঞ্জাম তৈরিতে বিনিয়োগ না করে গবেষণা, উদ্ভাবন ও শিল্পোন্নয়নে মনোনিবেশ করে। নিজেদের উৎকর্ষ সাধনে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তির উন্নয়নের পথে হাঁটে। জাপানিরা সর্বস্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারে যত্নবান ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। এক লাখ ৪৫ হাজার ৯৩৭ বর্গমাইল আয়তনের সাড়ে ১২ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশটি পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডার তাদের নিজ ভাষায় রূপান্তর করেছে। একটু খেয়াল করুন, দেখবেন জাপানও গণিতের পারদর্শিতায় পৃথিবীতে ষষ্ঠ। জাপানের বর্তমান মাথাপিছু আয় ৪৪ হাজার ৫৮৫ ডলার।

বিশ্বের আনুমানিক সাত হাজার ভাষার মধ্যে ২৫টি ভাষায় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে বাংলা ভাষা একটি।

সব দেশেই দেখা যায়, মানুষের জীবনের সাথে তার ভাষার কিংবা নিজের ভাষার সাথে তার জীবনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জীবন যেখানে উন্নত, ভাষাও সেখানে উন্নত। নিজের কিংবা নিজেদের ভাষার উন্নয়ন না করে কোনো ব্যক্তি কিংবা জাতি উন্নতি করতে পারে না। ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অবিচ্ছেদ্য। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতি সৃষ্টির পেছনেও কাজ করে চিন্তা বা ভাষা। মানুষের সব কর্মকান্ডেরই মর্মে কাজ করে চিন্তা বা ভাষা। শ্রমশক্তি পরিচালিত হয় চিন্তাশক্তি দিয়ে। চিন্তা ও ভাষা অভিন্ন। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও চীন তাদের ভাষার উন্নতির জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করে। বাংলাদেশকে উন্নতিশীল করতে হলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রতি সরকারের, রাজনৈতিক দলগুলোর ও সারা দেশের শিক্ষিত লোকদের মনোযোগী হওয়া উচিত।

আমাদের উপলব্ধি করা দরকার, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও উন্নতির জন্য রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব ও উন্নতি অপরিহার্য। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা না টিকলে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশও বেশি দিন টিকবে না। দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এমন মাত্র ২০০ ভাষা দুনিয়ায় আছে। এসব ভাষা বিকাশশীল। এগুলোর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের দিক দিয়ে বাংলা ভাষার স্থান উপরের দিকেই আছে।

ভাষা যে দেশাত্মবোধে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো ভাষা আন্দোলন। জাতীয়তাবোধের সৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলন ছিল একটি প্রেরণাদায়ী শক্তি। একুশে তাই আমাদের ঐতিহ্য- আমাদের সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাষাপ্রেমের সাথে জড়িয়ে আছে দেশপ্রেম। সাধারণ সরল উক্তিতে বলা হয়, বায়ান্নতে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল বলেই সেই চৈতন্য বাঙালীকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহসী করেছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ যা পারেনি বাঙালী কেমন করে তা পারল? রক্ত দিলো ভাষার জন্য! রক্তমূল্যে মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার উদ্দীপনা সে পেল কোথা থেকে? অর্থাৎ অমন মর্যাদার বায়ান্ন তৈরি হলো কেমন করে? ইতিহাসে ফিরে তাকালে এর উত্তর পাওয়া কঠিন নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মায়ের ভাষার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারে শুধু বাঙালিই। ভাষা যে দেশাত্মবোধে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তার জ্বলন্ত প্রমাণ ভাষা আন্দোলন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙালি জাতি ধাপে ধাপে অনেক বিজয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এর মধ্যে ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত হওয়ার ঘটনা এ জাতির সংগ্রামী এক বড় পাওয়া বলেই মনে করি।

বিশ্বের মানুষ এখন থেকে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারীতে বাঙালী জাতির ভাষা ভালোবাসা গাথা শুনবে এবং নিজেরাও উদ্বুদ্ধ হবে। একই সাথে বড় সব জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষাই মর্যাদার সাথে সহাবস্থান করবে। বাংলাদেশের জনগণের এ উৎসবের দিনে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ সব শহীদকে এবং সব ভাষাসৈনিককে যাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে এ অর্জন সর্বজাতি ও গোষ্ঠীর সম্পদে পরিণত হয়েছে।

লেখক: নব্বইয়ের সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতা, সভাপতি, সাংবিধানিক অধিকার ফোরাম

ন্যাটো : বিশ্বশান্তির সুচিন্তিত ক্যানসার!

রেজাউল করিম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী ব্লক ও সমাজতান্ত্রিক ব্লক। পুঁজিবাদী ব্লকের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র আর সমাজতান্ত্রিক ব্লকের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন আসীন হয়। সমাজতান্ত্রিক থাবা থেকে পশ্চিম ইউরোপকে রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে গঠিত হয় ন্যাটো (North Atlantic Treaty Organization) নামে এক সামরিক জোট। ন্যাটোভুক্ত কোনো সদস্যদেশ অন্য কোনো দেশ দ্বারা আক্রান্ত হলে ন্যাটোভুক্ত সকল দেশ আক্রান্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং সকলে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব ও সমাজতন্ত্র ঠেকানোই এর মূল লক্ষ্য। ন্যাটো গঠনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত হয় ওয়ারশো প্যাক্ট (Warshaw Pact)। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয় ভেঙে যায়, সমাজতন্ত্র ও ওয়ারশো প্যাক্ট বিদায় নিয়েছে, শীতল যুদ্ধের অবসান হয়েছে। তাহলে এখন ন্যাটোর কী দরকার? ন্যাটো একটি যুদ্ধবাজ সংগঠন। একে ভেঙে দেওয়া উচিত। জাতিসংঘ গঠনের পর ন্যাটো গঠনের কোনো দরকারই ছিল না। এর উদ্দেশ্য খুব সৎ ছিল না। জাতিসংঘের সমর্থন না পেলে ন্যাটো জোট নিয়ে যাতে বৈরি দেশের ওপর হামলা করা যায় বা চাপ সৃষ্টি করা যায়, সেটাই ছিল লক্ষ্য। যেমন ইরাক আক্রমণ, আফগানিস্তান আক্রমণ হয়েছে জাতিসংঘের সমর্থন ছাড়া ন্যাটো দ্বারা।

ন্যাটো প্রতিষ্ঠাকালে এর সদস্য ছিল ১১, এখন হয়েছে ৩০। এর সদস্য সংখ্যা আরো বাড়াতে চায়। সাবেক সোভিয়েত সদস্যকে এর মধ্যে ঢুকাতে চায়। উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে ভবিষ্যতে উঠে দাঁড়াতে দেবে না। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের আপত্তি এখানে। ইউক্রেন ১৯৯১ সন পর্যন্ত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্য করবে, রাশিয়া করতে দিবে না। রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইউক্রেনকে ন্যাটোভুক্ত না করার প্রতিশ্রুতি চায়। সে প্রতিশ্রুতি না পেলে রাশিয়া ইউক্রেনকে দখল করে নিতে পারে। ইউক্রেনের মধ্যে রুশ জাতিও আছে। ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিগতভাবে ইউক্রেনিদের সঙ্গে রুশদের মিল রয়েছে। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়ার তাতাররা ইউক্রেন থেকে বেরিয়ে রাশিয়ার সাথে মিশে গেছে। পশ্চিমারা বলে, রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করেছে। ক্রিমিয়া রাশিয়ার অংশই ছিল। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন সোভিয়েত সরকার প্রশাসনিক সুবিধার্থে ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্ত করে। ইউক্রেনের আরো কয়েকটা অঞ্চল ইউক্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাশিয়ার সঙ্গে মিশে যেতে চায়। যেমন দনবাস, দনেৎস্ক। এমতাবস্থায়, ইউক্রেনের উচিত কোনো পক্ষে না গিয়ে, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাওয়া। কেননা ইউক্রেন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল।

মনরো ডকট্রিন ও আজকের বাস্তবতা:

নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৪-১৮১৫ সালে যে ভিয়েনা কনভেনশন হয় তাতে ন্যায্য অধিকার নীতি নামে এক নীতি গৃহীত হয়। এ নীতি হলো ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে যে দেশ যে রাজবংশের শাসনাধীনে ছিল, সেই দেশ সেই রাজবংশের অধীনে শাসিত হবে। কেননা ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়নের বিভিন্ন দেশ দখলের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানচিত্র পরিবর্তন ও রাজবংশ উচ্ছেদ হয়। ভিয়েনা কনভেনশনের ন্যায্য অধিকার নীতির কারণে রাজ্য হারানো রাজারা রাজ্য ফিরে পান। ভিয়েনা কনভেনশনে আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কোনো রাজ্যে প্রজার বিদ্রোহ সহ্য করা হবে না। এদিকে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে স্পেনের অনেক উপনিবেশ ছিল। নেপোলিয়ন স্পেন দখল করলে ব্রিটেনের ইন্ধনে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলো বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়ে যায়। পর্তুগালের উপনিবেশও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ভিয়েনা কনভেনশনের মধ্যমণি ছিলেন অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিক। নেপোলিয়নের পর তিনি হন ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা। তিনি ছিলেন বিপ্লব ও বিদ্রোহের ঘোরতর বিরোধী। তিনি ফরাসি বিপ্লবকে গ্যাংগিরিনের সাথে তুলনা করতেন এবং উত্তপ্ত লৌহদন্ড দ্বারা পুড়িয়ে ফেলার কথা বলতেন। তা না হলে তা সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়বে। যাহোক, স্পেন মেটারনিকের কাছে দক্ষিণ আমেরিকার বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে সেনা চায়। তিনি তাতে সাড়া দেন। এ প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকায় ইউরোপের সেনা প্রেরণের ঘোর বিরোধিতা করে। ১৮২৩ সালে ২ ডিসেম্বর ইউএস কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো ঘোষণা করেন তাঁর বিখ্যাত মনরো ডকট্রিন। যার মূল কথা ছিল সমগ্র আমেরিকার (উত্তর ও দক্ষিণ উভয় আমেরিকায়) যে কোনো বিষয়ে ইউরোপের কোনো দেশের যেকোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বা কলোনি স্থাপন প্রক্রিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অবৈধ হস্তক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে এবং এ ধরনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দেশটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক সময় ইউরোপ দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত তার কলোনিগুলোতে হস্তক্ষেপ করতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্র তার বিরোধিতা করে, মনরো ডকট্রিন ঘোষণা করে। এখন সেই যুক্তরাষ্ট্র যদি ইউরোপের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে তা কি মনরো নীতির ব্যত্যয় নয়?

রাশিয়া বরাবরই একটি বিশাল দেশ। কিন্তু তার উষ্ণ জলরাশির অভাব। ইউরোপের শক্তিগুলো বরাবরই রাশিয়াকে কোনঠাসা করে রাখতে চেয়েছে। অনেক সময় তা করতে গিয়ে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, জার্মানির চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্ট এডলফ হিটলার- তারা দুইজনই ছিলেন পরাক্রমশালী, বিশ্বশক্তির অধিকারী। কিন্তু তারা দুইজনই রাশিয়া আক্রমণ করতে গিয়ে ধরাশায়ী হন এবং নিজেদের পতন ডেকে আনেন।

নেপোলিয়ন ছিলেন একজন ফরাসি সৈনিক। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের পর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র সৎ সঙ্গ ইউএসএ ইনক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত সু-হৃদয় ব্যক্তিবর্গ সমীপে,

আপনাদের সকলকে রানন্দিত জয়গুরু, দাদা ও মায়েরা।

শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র সৎ সঙ্গ ইউএসএ বিগত ১৪ বছর আগে স্থাপিত একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠানটি গনতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমন্নত রেখে সর্বস্তরের গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালনা করার কথা। এ সংগঠনটি নিজস্ব আচরণ বিধি সম্পর্কে অনেক প্রশ্নবানে বিদ্ধ। অনেকেরই প্রশ্ন উঠেছে একটি সাধারণ সভায় ডেকে নিয়ে আহ্বানকৃত ব্যক্তিকে তার সভাস্থল থেকে বহিস্কার করা বা চলে যাওয়ার কথা আইন বহির্ভূত। নীতিগত অন্যায় এবং সেই ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে। অতএব আইনের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ। এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিৎ বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

অরাজনৈতিক, অলাভজনক একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নামে অকল্যাণকর কাজ করা মোটেই সমিচীন নয়। এভাবেই কথিত আছে শ্রী শ্রী ঠাকুরের তহবিল থেকে অন্যায়ভাবে ব্যবসার নামে বিনিয়োগ ও লভ্যাংশ বন্টন কারো কাম্য নয়। বাড়ী ক্রয়ে অন্যদের অর্থ লগ্নী দেওয়া মোটেই উচিৎ নয়। এ তহবিলটি তৈরী হয়েছে সাধারন মানুষের কল্যাণের চাঁদা দারা। কিন্তু এই বিধিটি মানা হচ্ছেনা। কতিপয় স্বার্থান্বেসী উপরের মহল এটিকে অপ ব্যবহার করছে এটার নাম আর্থিক অপব্যবহার।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচলন সম্পূর্ন অনিয়ম ও অনিয়ন্ত্রিত হিসাবের অর্থ ব্যবস্থা।

পূর্নাঙ্গ হিসাবের অনুপস্থিত বিভিন্ন ভাবে চাঁদা আদায়ের পদ্ধতি যথা স্থানে প্রেরণ তহবিলের উৎস কোথায়? কেহ তা জানে না। তথাকথিত সংগঠন পরিচালনা কমিটি সাধারণ সদস্যদের নানা আহ্বানের বানী শুনানোর পর কোনরূপ সংবিধান প্রনয়ন ও সাংগঠনিক কমিটি গঠনের কোন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহন করছে না শুধুই সময় ক্ষেপন করছে। গত ৩১ ডিসেম্বর তথাকথিত এই কমিটির কার্যদিবস শেষ হয়। অনেক অনেক বার সময় দিয়ে ও তথাকথিত পরিচালনা কমিটি কোন ধরনের কার্যক্রম হাতে নিতে পারে নাই।

অরাজনৈতিক, অলাভজনক একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নামে অকল্যাণকর কাজ করা মোটেই সমিচীন নয়। এভাবেই কথিত আছে শ্রী শ্রী ঠাকুরের তহবিল থেকে অন্যায়ভাবে ব্যবসার নামে বিনিয়োগ ও লভ্যাংশ বন্টন কারো কাম্য নয়। বাড়ী ক্রয়ে অন্যদের অর্থ লগ্নী দেওয়া মোটেই উচিৎ নয়। এ তহবিলটি তৈরী হয়েছে সাধারন মানুষের কল্যাণের চাঁদা দারা। কিন্তু এই বিধিটি মানা হচ্ছেনা।

আরেকটি কথা শ্রী শ্রী ঠাকুরের মন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল অনেক দিন আগের থেকে কিন্তু সেটা হয়নি, এইটা বানর কে কলা দেখানোর মতো অবস্থা।

সাধারণ সদস্যদের চাহিদা মোতাবেদ সংবিধান প্রনয়ণ যথাসময়ে সংগঠনিক কমিটি গঠনের চাহিদা সত্বেও তা বিদদ্ধ ব্যক্তিরা এর বিরোধিতা করেন। তারা বলেন, এই করোনার কারনে এ কাজগুলি করা ঠিক না। তবে তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে করোনাকে প্রতি বন্ধকতা মনে করে নাই। তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। উড়ে এসে জোড়ে বসার অভিযোগ করেছেন ক্ষতিপয় ক্ষমতার লোভী ও উচ্চভিলাসী গুরুভ্রাতা গন। তারা জানেনা কিভাবে এই লোকগুলি সংশ্লিষ্ট হয়েছে। অনেক আবেদন ও নিবেদন ও অনুরোধ প্রেক্ষিতে তারা সকলেই ব্রুকলীন থেকে এসেছে। একটি সুস্থ্য সুন্দর, সঠিক ও শক্তিশালী সাংগঠনিক কমিটির প্রয়োজন। এলক্ষে অতিসত্বর একটি সংবিধান প্রয়োজন।

এছাড়াও সংগঠনের আর্থিক উন্নয়ন ও হিসাব ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা প্রয়োজন। সাংগঠনিক সদস্যপদ বৃদ্ধির লক্ষে কার্যকরী কমিটির কর্তা ব্যাক্তিদের আচরন বিধি প্রনয়ণ। অতএব আপনারা জ্ঞাত আছেন যে, যে কথাগুলো ও সংগঠিত কর্মকান্ড মানুষের মুখে মুখে অনিয়ম হয়ে আলোচিত হয়ে আসছে তা সর্বাজ্ঞে পর্যবেক্ষন প্রতিকার ও নিরসন করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

শ্রী অজিত ভৌমিক
সদস্য
শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র সৎ সঙ্গ ইউএসএ ইনক নিউইর্য়ক।









প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ভাষা আন্দোলন, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর অবদান

ড. মো. আবুল হোসেন

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হয়েছে মূলত বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর (আদি-অস্ট্রেলীয়, মঙ্গোলীয়) 'পাঁচমেশালি জাত' বাঙালী। প্রাচীনকালে পূর্ব-ভারতের যে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এদের বসবাস ছিল, আজকের বাংলাদেশ এর অংশবিশেষ। বঙ্গ, গৌড়, পুন্ড্র, রাঢ়, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও এর মানুষ। কীভাবে এসব জনপদ ও এর মানুষ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হলো, যা ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত, সেটি জানা আমাদের আবশ্যক। নানা সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে একটি ভৌগোলিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে কালক্রমে সেখানে বঙ্গ থেকে বঙ্গাল, বাঙ্গালা বা বাংলা, সুবে বাংলা, নিজামত, বেঙ্গল, পূর্ববাংলা, পূর্ব পাকিস্তান, পরিশেষে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বাঙালী জাতির অভ্যুদয়।

বাংলার বহিরাগত তুর্কি-আফগান-মুঘল মুসলিম শাসনাধীন মধ্যযুগ ছিল সাড়ে পাঁচশ বছরব্যাপী বিস্তৃত (১২০৪-১৭৫৭)। এ সময়ের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে-এক. ভৌগোলিক ঐক্য, দুই. বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার প্রতি শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা দান।

এ মুসলিম শাসন আমলেই বাংলায় প্রধানত ধর্মান্তর প্রক্রিয়ায় ইসলামের বিস্তার ঘটে। বাংলার ইসলাম ছিল সুফিবাদী ধারা বা এর আদর্শভিত্তিক। মুসলমান সুফি-সাধকদের উদার ইসলামি দর্শন, বৌদ্ধ ধর্মের শান্তি ও অহিংস নীতি এবং শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রমুখের বৈষ্ণববাদ বা ভক্তিবাদ মিলে বাঙালীর জীবনে সৃষ্টি হয় এক ধরনের সহনশীল ও সংশ্লেষণাত্মক সংস্কৃতি (Syncretistic Culture)।

পরবর্তী অসাম্প্রদায়িকতা বা Secularism, যার উত্তরাধিকার ও রাষ্ট্রীয় ভিত্তি। নবম-দশম শতকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গীতিমূলক রচনা চর্যাপদ থেকে মধ্যযুগের পদ্যছন্দের দোভাষী পুঁথিসাহিত্য রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)-এর কল্যাণে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩), মীর মুশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) কবি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ তাদের সৃষ্টিশীল কর্মের মাধ্যমে একে সমৃদ্ধ করেন। বিদেশি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অন্যতম নেতা নেতাজি সুভাষ বসু, ফকির মজনুশাহ, ক্ষুদিরাম, তিতুমীর, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম।

এদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন এক অন্যতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, এমন একজন প্রাণপুরুষ যিনি নিজের জীবদ্দশায় সর্বসমর্পণের বিনিময়ে, সুবিশাল কর্মকান্ডের মাধ্যমে একটি ভৌগোলিক ভূখন্ডকে ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাব ও কূট চক্রান্তের নাগপাশ থেকে উদ্ধার করলেন।

শেখ মুজিবই তো রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কবিতা, সুভাষের সাহস, নজরুলের বিদ্রোহ আর জীবনানন্দের বাংলার মুখ এবং চর্যাপদ, সুফিবাদ, বাঙালিত্ব ইত্যাকার চিন্তার সমন্বয় সাধন করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক, মানবিক, ধর্মনিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক চারিত্র্য নির্ধারণ করেন। বাঙালী জাতি অধ্যুষিত এ দেশকে, দেশের মানুষকে তিনি শুধু স্বপ্ন দেখিয়ে ক্ষান্ত হননি।

জাতীয় চেতনাবোধে জাগ্রত করেছেন, জাতীয় সত্ত্বা সম্পর্কে সচেতন করেছেন, নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক মুক্তি না থাকলে জাতির প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না, সে বিষয়টি বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে উপলব্ধি করেছেন এবং তার অসাধারণ আকর্ষণীয় ক্যারিশমা দ্বারা জাতিকে চরম লক্ষ্য অর্জনের দিকে নিয়ে গেছেন এবং পরিশেষে এ দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। স্মরণ করা যেতে পারে, মূল 'লাহোর প্রস্তাব' (১৯৪০) পরিবর্তন করে জিন্নাহর উদ্যোগে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের দিল্লি কনভেনশনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চল নিয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয় চূড়ান্ত হলে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও তমদ্দুন মজলিস বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার লক্ষ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে গঠিত হয় প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়।

এই পরিষদের পক্ষ থেকে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনের দিন অর্থাৎ ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করা হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ শেখ মুজিবসহ কয়েকজন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করে। গভর্নর জেনারেল জিন্নাহর ঢাকা সফর এবং 'উর্দু, কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' এমন ঘোষণার পর 'রাষ্ট্রভাষার দাবি রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে পরিণত হয়।

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল সেই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। শেখ মুজিবুর রহমানসহ ২৪ জনকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদানের মাধ্যমে অনেকেই নিজেদের ছাড়িয়ে নেন, কিন্তু শেখ মুজিব ছিলেন আদর্শ ও নীতিতে অটল। তাই ভাষা আন্দোলনের চরম



মুহূর্তেও (২১ ফেব্রুয়ারী, '৫২) তিনি জেলখানা থেকে ছাড়া পাননি।'

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথম পর্বের ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু জেলের বাইরে ছিলেন এবং তমদ্দুন মজলিস, মুসলিম ছাত্রলীগ, যুবলীগ ইত্যাদি সাহসী ভূমিকা রেখেছিল। বস্তুত সে কারণেই ১৯৪৯ সালে তিনি সেক্রেটারিয়েটের সামনে ভাষা আন্দোলনের প্রচারপত্র বিলি করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়ে যান। তবে ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব বা মূল পর্বে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা মূল্যায়নের সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু জেলখানায় বন্দি ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে অনশনের মাধ্যমে যতটুকু ভূমিকা সম্ভব ততটুকু ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছেন।

বঙ্গবন্ধু অনশন শুরু করেছিলেন ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালে ফরিদপুর জেলের ভেতরে। তার সঙ্গী ছিলেন পরে ন্যাপে যোগদানকারী নেতা আরেকজন সহরাজবন্দি মহিউদ্দিন আহমেদ। তাদের অনশনের মূল দুটি দাবি ছিল 'রাজবন্দিদের মুক্তি' এবং 'রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার প্রতিষ্ঠা'। বঙ্গবন্ধু অনশন ভঙ্গ করেন প্রায় এক সপ্তাহ পর অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী। তাকে মুক্তি দেওয়া হয় তার দুদিন পর অর্থাৎ ২৭ ফেব্রুয়ারী।

ভাষা আন্দোলনের একটি পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর অন্যতম দায়িত্ব ছিল রাজবন্দিদের মুক্ত করা এবং বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার দাবিটি তার দল আওয়ামী লীগে, বিশেষত সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। বিভিন্ন সূত্র থেকে (গোয়েন্দা রিপোর্ট এবং শেখ মুজিবকে লেখা সোহরাওয়ার্দীর চিঠি) আমরা এখন জানতে পেরেছি যে, ভাষা প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর অভিমত ছিল 'বাংলা' হবে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষা, অন্যতম রাষ্ট্রভাষা নয়। এ প্রশ্নে শেখ মুজিবের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর মতের মিল হয়নি। শেখ মুজিব এক্ষেত্রে তার প্রিয় নেতার বিরোধিতা করতেও কার্পণ্য করেননি। গোপন সংস্থার একটি রিপোর্টে এ সময় উল্লেখ করা হয়েছে, 'Sk Mujibur Rahman disapproved the suggestions of Mr. Suhrawardy to give regional status of Bengali. Sk. Mujibur Rahman received the suggestions of Mr. Suhrawardy through a letter. Other workers also did not agree with Surawardy. Their main demand was to make Bengali as one of the state languages of Pakistan'. পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার গোপন প্রতিবেদনে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব সম্পর্কে এমন অসংখ্য গোপন নথিতে উল্লেখ রয়েছে। ১৯৪৯ সালের ৯ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর খুলনা সফরের বিষয়ে বলা হয়, 'Addenda to the brief history of Sheikh Mujibur Rahman, sent from SP, DIB Khulna to IBEB, Dacca, where a number of political activites of Sheikh Mujibur Rahman were mentioned. It was also reported that he delivered speeches demanding to adopt Bengal as court language.....' (Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, V-1, page-66).

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫০ ও ৫১ সালে প্রবল ছিল না। কারণ এ সময় শাসকশক্তি ভাষা প্রশ্নে নিশ্চুপ থাকে। ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকায় এসে ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সারা দেশে এর প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

শেখ মুজিব তখন জেলে বন্দি, কৌশল করে জেল থেকে হাসপাতালে চলে আসেন। তার এ হাসপাতালে আসার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল ভাষা-আন্দোলনকে বেগবান করা। তিনি বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রভাষা না থাকলে জাতি হিসাবে বাঙালির অস্তিত্ব থাকবে না। বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলার মানুষের অস্তিত্বের প্রয়োজনে ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে। তিনি বন্দি থাকা অবস্থায় সে কাজটি করেছেন। জেল হাসপাতাল থেকেই ৩ ফেব্রুয়ারি শামসুল হক চৌধুরী, আবদুস সামাদ আজাদ ও ডা. গোলাম মাওলার মাধ্যমে তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল ডেকে গণপরিষদ ঘেরাও করার পরামর্শ দেন।

নাজিমউদ্দীনের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে শেখ মজিবুর রহমান জেলখানায় বসে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৫২ সালের ২১ জানুয়ারী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ।

ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন করার সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান একুশে উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সালে সপ্তাহব্যাপী এক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'যেদিন থেকে তার দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে, সেদিন থেকেই অফিস-আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হবে। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর সরকার ক্ষমতায় এসে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করে অফিস-আদালতের ভাষা বাংলা করেন। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক জারিকৃত অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের প্রজ্ঞাপনটি ছিল নিুরূপ:

'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, স্বাধীনতার তিন বছর পরও অধিকাংশ অফিস-আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই, দেশের প্রতি তার ভালোবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বছর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাঙালি কর্মচারীরা ইংরেজি ভাষায় নথিতে লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে দেওয়া যেতে পারে না' (Circular sent to the University of Dacca, D-Register, Dacca University Room, Bundle No. 287, File No. 423A, 1975).

বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদী ভাবনার যে রূপ পাওয়া যায়, তার পুরোটাই ছিল আদি ও অকৃত্রিম বাঙালী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। বাংলার মাটি ও মানুষের প্রতি, বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি আজন্ম গভীর মমত্ববোধ ও স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাংলার ভাষা, লোকাচার, জীবনযাপন, বিনোদন, সাহিত্য ইত্যাদি সব কিছুকেই তিনি ধারণ করতে চেয়েছিলেন বাঙালী জাতীয়তাবাদের মধ্যে। বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে উপলব্ধি করেছেন, নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক মুক্তি না থাকলে জাতির প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না, তাই তো ভাষা-আন্দোলনসহ পরবর্তীকালের প্রতিটি আন্দোলন তিনি প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়ে সংগঠিত করেছেন। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনের এ দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিকনির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয় এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বক্তৃতার মাধ্যমে বাংলা ভাষার মর্যাদা সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সাফল্যের কারণেই বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান লাভ করে।

লেখক: সভাপতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

ন্যাটো : বিশ্বশান্তির সুচিন্তিত ক্যানসার!

(১২ পাতার পর)

সুযোগ বুঝে নেপোলিয়ন ক্ষমতা দখল করে নেন। ক্ষমতা দখল করে তিনি ফরাসি বিপ্লবের ঢেউ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে দেন। ইউরোপের একের পর এক দেশ দখল করতে থাকেন। রাজতন্ত্র ভেঙে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে দেন। ১৮০৭ সালে টিলসিটের সন্ধির মাধ্যমে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডারকে বশীভূত করে ফেলেন। নেপোলিয়নের শুধু জয় জয়কর অবস্থা। বাকি থাকল শুধু ব্রিটেন। ব্রিটেন ছিল নৌশক্তিতে বলিয়ান। নেপোলিয়ন ব্রিটিশদেরকে অভিহিত করতেন দোকানদারের জাতি হিসেবে। শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটিশরা তাদের উৎপাদিত পণ্য ইউরোপব্যাপী বিক্রি করত। নেপোলিয়ন ব্রিটিশদের হাতে না পেরে ভাতে মারতে চাইলেন। তিনি ব্রিটিশের পণ্য বিক্রির বিরুদ্ধে অবরোধ প্রথা প্রবর্তন করলেন। ইতিহাসে তা মহাদেশীয় ব্যবস্থা নামে অভিহিত। এ ব্যবস্থা মনে-প্রাণে কেউ মানতে চাইত না, কিন্তু নেপোলিয়নের ভয়ে কেউ প্রত্যাখ্যানও করতে পারত না।

রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার মহাদেশীয় ব্যবস্থা অমান্য করে বিলেতি দ্রব্য ক্রয় করে। আলেকজান্ডারকে শিক্ষা দিতে নেপোলিয়ন ছয় লক্ষ সেনা নিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করতে যান। নেপোলিয়ন বিভিন্ন দেশ দখল করে প্রতিষ্ঠা করেন গ্র্যান্ড আর্মি। গ্র্যান্ড আর্মিতে ছিল বিশ দেশের সেনাবাহিনী। নেপোলিয়ন গ্র্যান্ড আর্মি নিয়ে মস্কো অভিমুখে ছুটছেন তো ছুটছেন। কেউ বাধা দিচ্ছেন না। রুশ সেনারা পিছু হটছেন, কৃষকরা তাদের খাদ্য পুড়িয়ে দিয়ে পালাচ্ছেন। রাশিয়ার এ নীতিকে বলা হয় 'পোড়া মাটির নীতি'। নেপোলিয়ন মস্কো দখল করে কাউকে পাচ্ছেন না। তিনি রুশ জারকে আহবান জানাচ্ছেন সন্ধি করতে। কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছেন না। এদিকে নেপোলিয়নের বিশাল সেনাবাহিনীতে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। শুরু হয় বৈরি আবহাওয়া, তুষার ঝড়। খাদ্যাভাব ও তুষার ঝড়ে সৈন্য ও ঘোড়া নিহত হতে থাকে, অস্ত্র, গোলাবারুদ অকেজো হয়ে যায়। তখন নেপোলিয়ন টিকতে না পেরে মস্কো ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। যখনই নেপোলিয়নের বাহিনী ব্যাক করতে লাগল, তখনই শুরু হলো রুশ বাহিনীর গেরিলা আক্রমণ। বৈরি আবহাওয়া ও রুশ বাহিনীর আক্রমণে নেপোলিয়নের অধিকাংশ সেনা নিহত হয়। তিনি কোনোমতে পঞ্চাশ হাজার সেনা নিয়ে ফ্রান্সে ফিরতে সক্ষম হন। মস্কো থেকে নেপোলিয়নের পালিয়ে আসার কারণে ইউরোপে রব ওঠে যে, নেপোলিয়নকেও পরাজিত করা সম্ভব। নেপোলিয়ন জীবনে ৪০টি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। অনেক যুদ্ধে নেপোলিয়নকে যুদ্ধই করতে হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর নাম শুনলেই বিপক্ষ দল পালিয়ে যেত বা আত্মসমর্পণ করত। কিন্তু তাঁর রুশ অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় ইউরোপীয় শক্তিগুলো (বিশেষ করে রাশিয়া, ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া) একত্রিত হয় এবং ১৮১৩ সালে লিপজিগের যুদ্ধে ও ১৮১৫ সালের ওয়াটারলু যুদ্ধে নেপোলিয়ন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। ১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলর ও ১৮৩৪ সালে প্রেসিডেন্ট হন। একই ব্যক্তি দুই পদের অধিকারী, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি। হিটলার ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি (Non Aggression Pact) করেন। হিটলারের ধারণা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে, তবে তা হবে ১৯৪৫ সালের পর। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই। যুদ্ধ ১৯৪২ সন পর্যন্ত হিটলারের অনুকূলে ছিল। প্রায় সমগ্র ইউরোপ দখল করে ফেলে। জয়ের নেশা তাকে পেয়ে বসে। তার সখ হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন দখল করার। তাই নিজের করা অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে জার্মানি ৪ মিলিয়ন সৈন্য, ৭০০০ কামান, ৩০০০ ট্যাংক ও ২৫০০ যুদ্ধ বিমান নিয়ে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) আক্রমণ করে। আক্রমণের প্রথম দিনেই জার্মানি রাশিয়ার ১০০০ বিমান ধ্বংস করে দেয়। রুশ লাল ফৌজ পূর্বের ন্যায় পোড়া মাটির নীতি অনুসরণ করে পিছু হটে, যেটা করেছিল নেপোলিয়নের সময়। শুরু হয় বৈরি আবহাওয়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তুষার ঝড়ে জার্মানীর সৈন্যের অধিকাংশ, ট্যাংক, বিমান বরফে ঢাকা পড়ে এবং ৮০ হাজার সৈন্য রুশদের হাতে বন্দি হয়। রুশ লাল ফৌজ জার্মান দখল থেকে পূর্ব ইউরোপের একের পর এক দেশকে মুক্ত করতে থাকে। শেষে লাল ফৌজ জার্মানীতে পৌঁছে যায় এবং রাজধানী বার্লিন দখল করে। ১৯৪৫ সালের ৭ মে জার্মানী লাল ফৌজের কাছে আত্মসমর্পন করে। হিটলার আত্মহত্যা করেন। সোভিয়েত বাহিনী পূর্ব ইউরোপের যেসব দেশকে জার্মান থেকে দখল মুক্ত করে, সেসব দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে বার্লিন তথা পূর্ব জার্মানী এবং যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অধীনে পঠিম জার্মানি ন্যস্ত হয়। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মিত্রশক্তি হিটলারের সাথে সন্ধি করে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। হিটলার তখন সন্ধির বিপক্ষে ছিল। তিনি ভেবেছিলেন রাশিয়া জয় করতে পারলেই তার বিশ্ব জয় ঘোষণা করতে বাকি থাকবে না। আর রাশিয়া আক্রমণ করতে গিয়ে নেপোলিয়নের ন্যায় তিনিও ধরাশায়ী হলেন। বাপ-দাদা সম্পত্তি গড়ে, নাতি এসে তা খুয়ে ফেলে। গর্বাচেভ হয়েছেন তাই। লেলিন, স্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়েছেন, গর্বাচেভ এসে তা ধ্বংস করে দিয়েছেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হয়ে সমাজতন্ত্র ত্যাগ করলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে ১৫টি প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত করে দিলেন। মানুষ যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পায় না। তিনি বিনা যুদ্ধে তা দিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন সিআই এর দালাল। তার কারণে পৃথিবীর ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্র একক সুপার পাওয়ার হওয়ার সুযোগ পায়। বিনিময়ে দালালির পুরস্কারস্বরূপ তিনি নোবেল লরেট হন। তিনি চীনকে ফলো করলে সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই-ই টিকে যেত। গর্বাচেভ যা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন, পুতিন তা ফিরে পেতে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছেন।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর।

হোয়াইট হাউজ থেকে গোপন ডকুমেন্ট ফ্লোরিডার বাড়িতে

(প্রথম পাতার পর)

এ কথা জানিয়েছে ইউএস ন্যাশনাল আর্কাইভস অ্যান্ড রেকর্ডস এডমিনিস্ট্রেশন (নারা)। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান প্রায় ১৫ বাক্স ডকুমেন্ট উদ্ধার করেছে। তা নিয়ে কংগ্রেসের কাছে ওই নোট দিয়েছে নারা। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে উদ্ধৃত করে এ খবর দিয়েছে অনলাইন ফ্রি মালয়েশিয়া টুডে। প্রতিনিধি পরিষদের ওভারসাইট বা তদারকি বিষয়ক কমিটির চেয়ার ডেমোক্রেট প্রতিনিধি ক্যারোলাইন ম্যালোনিকে এই চিঠি লিখেছেন যুক্তরাষ্ট্রের আর্কাইভ বিশেষজ্ঞ ডেভিড ফেরিয়েরো। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, ওইসব বাক্সে জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক গোপনীয় তথ্য আছে বলে শনাক্ত করেছে নারা। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউজ ছাড়েন ডনাল্ড ট্রাম্প। এ সময় তিনি রেকর্ডগুলো কি করেছেন, তা খতিয়ে দেখছে ক্যারোলাইন ম্যালোনির কমিটি। এ বিষয়ে ম্যালোনি বিবৃতিতে বলেছেন, ফেডারেল রেকর্ড বিষয়ক আইন এবং তাতে আমাদের ঐতিহাসিক রেকর্ডের ওপর বড় প্রভাব সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এ তথ্য প্রকাশ হওয়ায় নতুন করে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

এর লিখিত জবাব দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ন্যাশনাল আর্কাইভ কিছুই পায়নি। অনুরোধের প্রেক্ষিতে ওইসব রেকর্ড দিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার সময়ে যেসব সাধারণ প্রেসিডেন্সিয়াল রেকর্ড ছিল সেগুলোর সংরক্ষণ নিশ্চিত করার চেষ্টা হয়েছিল এবং তা করা হয়েছিল প্রেসিডেন্সিয়াল রেকর্ডস অ্যাক্টের অধীনে। এতে কিছুই এসে যায় না। কিন্তু ওই যে ট্রাম্প' শব্দটি আছে। এ জন্য এসব।

সুলতান বলে কথা!

(প্রথম পাতার পর)

কি? তার ধন-সম্পত্তির পরিমাণ বা বিলাসবহুল জীবনের কথা শুনলে অনেকেরই চোখ কপালে ওঠার জোগাড় হবে। তার নাম তৃতীয় হাসানাল বোকাইয়া ইবনি ওমর আলী সাইফউদ্দিন। তবে গোটা দুনিয়া তাকে চেনে হাসানাল বোকাইয়া নামেই। মালয়েশিয়া এবং দক্ষিণ চীন সাগরে ঘেরা বোর্নিও দ্বীপের ছোট্ট দেশ ব্রুনেইয়ের সুলতান তিনি। সেদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পাশাপাশি একাধিক মন্ত্রণালয়ও তার অধীনে। সশস্ত্র বাহিনীরও প্রধান তিনিই। বলা চলে নিজের দেশে তিনিই রাজা।

টাইম পত্রিকার বরাত দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার এক খবরে বলা হয়েছে, সোনার কাঠি নিয়েই জন্মেছিলেন হাসানাল বোকাইয়া। দুনিয়ার ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে রয়েছেন। পৈত্রিক সূত্রে ধনী হওয়ার পাশাপাশি দেশের তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের খনিগুলোর থেকে মুনাফাও যোগ হয় তার সম্পত্তিতে। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বিশ্বের শীর্ষ ধনী। এখন শীর্ষ ধনী এলন মাস্কের থেকে পিছিয়ে পড়লেও কম বিলাসী নন ৭৫ বছর বয়সী হাসানাল বোকাইয়া।

হটকারস রিপোর্ট নামে একটি ওয়েবসাইট জানিয়েছে, তার ১১০টি গ্যারেজে রয়েছে প্রায় ৭ হাজার গাড়ি। তার মধ্যে ৫০০টি রোলস রয়েস এবং ৩০০টি ফেরারি। সব মিলিয়ে যার মূল্য ৫০০ কোটি ডলারেরও বেশি। সেই সঙ্গে রয়েছে একাধিক বিলাসবহুল প্রাইভেট জেট। রয়েছে সোনায় মোড়া বোয়িং ও এয়ারবাসের কয়েকটি বিমানও। ব্রুনেইয়ের সুলতানের প্রাসাদও কম জমকালো নয়। ২ হাজার ৬৫০ কোটি টাকার ঐ প্রাসাদের রয়েছে ১ হাজার ৭০০টি ঘর। ২৫৭টি বাথরুম। সঙ্গে পাঁচটি সুইমিংপুল। পাশাপাশি, ১১০টি গ্যারেজ এবং ২০০টি ঘোড়ার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আস্তাবলও।

সুলতান বলে কথা। যিনি প্রতি মাসে অন্তত একবার তার চুল কাটান। তিন থেকে চার সপ্তাহ অন্তত তার চুলের স্টাইল ঠিক রাখতে খরচ পড়ে প্রায় ১৫ লাখ টাকা। লন্ডন থেকে উড়ে আসেন তার হেয়ারড্রেসার। তাকে প্রথম শ্রেণির বিমানভাড়ার জন্য ১২ হাজার ডলার (১০ লাখ টাকার বেশি) দিতে হয় সুলতানকে।

হিজাব বিতর্কে এ বার মুখ

(প্রথম পাতার পর)

চর্চায় থাকেন উরফি। অনেক বারই এ নিয়ে নেটমাধ্যমে কটাক্ষেরও শিকার হয়েছেন অভিনেত্রী। হিজাব নিয়ে অবস্থান প্রসঙ্গে শুক্রবার উরফি বলেন, "মেয়েরা কী পরবে, এটা তাদের স্বাধীনতা। আমাদের এত দিনের লড়াই হিজাব পরার বিরুদ্ধে নয়। বরং মেয়েরা যাতে স্বাধীন ভাবে তাঁদের পছন্দমতো পোশাক পরতে পারে, তার পক্ষে। স্কুলে হিজাব পরলে সমস্যা কীসের?"

একইসঙ্গে উরফির প্রশ্ন "সংসদে যদি ইচ্ছেমতো পোশাক পরা যায়, তা হলে অন্য জায়গায় সমস্যা কীসের?"

প্রসঙ্গত, এক সময়ে তাঁর সাজপোশাক নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে উরফি বলেছিলেন, "জিন্স পরায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। বুক ঢাকতে হত ওড়নায়। বাধা পেতে পেতে আমি আজ এই জায়গায় পৌঁছেছি। এখন পোশাকের বিষয়ে কারও বারণ মানতে রাজি নই আমি।"

বৃহস্পতিবার বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর বলেন, "যাঁরা নিজেদের বাড়িতে নিরাপদ নন, হিজাব তাঁদেরই প্রয়োজন। তাঁরা বাড়িতেই পরুন। প্রকাশ্যে হিজাব পরার প্রয়োজন নেই।" এই প্রসঙ্গে উরফি বলেন, "আমি কোনও কিছুরই বিপক্ষে নই। আমি তাঁরও বিপক্ষে (প্রজ্ঞা সংসদে যা পরেন), আবার স্কুলে হিজাব পরারও বিপক্ষে নই। আমায় দেখে কি মনে হয় কেউ কোনও রকম পোশাক পরলে আমি তার বিরোধিতা করতে পারি?"

করোনায় বিশ্বে মৃত্যু ৫৮ লাখ ৮০ হাজার,

(প্রথম পাতার পর)

১৪ লাখ ৮৯ হাজার ৯৩৪ জন।

রোববার সকাল সাড়ে ৭টায় জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির করোনাভাইরাস রিসোর্স সেন্টার এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ৪২ কোটি ২৮ লাখ ৩৮ হাজার ১৯৬ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে এবং মারা গেছেন ৫৮ লাখ ৮০ হাজার ২৬৩ জন।

এতে আরও বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি শনাক্ত ও মৃত্যু যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে শনাক্ত হয়েছেন ৭ কোটি ৮৪ লাখ ৫৭ হাজার ৮১ জন এবং মারা গেছেন ৯ লাখ ৩৪ হাজার ৯৫১ জন।

আক্রান্তের দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতে শনাক্ত হয়েছেন ৪ কোটি ২৮ লাখ ২ হাজার ৫০৫ জন। মৃত্যুর দিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকা ভারতে এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৫ লাখ ১১ হাজার ২৩০ জন।

মৃত্যুর দিক থেকে দ্বিতীয় ও সংক্রমণের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে শনাক্ত হয়েছেন ২ কোটি ৮১ লাখ ৭৮ হাজার ৩৭৮ জন এবং মারা গেছেন ৬ লাখ ৪৪ হাজার ২০৩ জন।

এ ছাড়াও, জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির করোনাভাইরাস রিসোর্স সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত বিশ্বে করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে ১০৩৪ কোটি ১২ লাখ ৭ হাজার ৭৯৭ ডোজ।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশে এ পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ২৮ হাজার ৯৪৪ এবং মোট শনাক্ত হয়েছেন ১৯ লাখ ৩১ হাজার ৩০৪ জন।

রাশিয়ার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের মহড়া

(প্রথম পাতার পর)

মহড়ার' অংশ হিসাবে শনিবার হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং পারমাণবিক বোমা বহনে সক্ষম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল মহড়া চালিয়েছে রাশিয়া।

এক বিবৃতিতে ক্রেমলিন বলছে, সব ক্ষেপণাস্ত্র তাদের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে। এর মাধ্যমে এসব ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্যে আঘাত হানার কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। বার্ষিক এই মহড়া প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন বেলারুশের প্রেসিডেন্ট অ্যালেক্সান্দ্রো লুকাশেঙ্কো।

মহড়ায় কিনঝাল এবং সিরকন হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ও বেশ কিছু অন্যান্য অস্ত্রের মহড়া চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন। মস্কো এমন এক সময় এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাল যখন ওয়াশিংটন বলেছে, সীমান্তে অবস্থান করা রুশ সৈন্যরা ইউক্রেনে হামলা চালাতে প্রস্তুত।

ইউক্রেন সীমান্তের কাছে রাশিয়া এক লাখ ৯০ হাজারের বেশি সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম সমাবেশ করায় স্নায়ুযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে এবারই সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন বলেছেন, সাবেক সোভিয়েত প্রতিবেশি ইউক্রেনের সীমান্তের আরও কাছে যেতে শুরু করেছে রাশিয়ার সৈন্যরা।

ইউক্রেন যেন ন্যাটোর সদস্যপদ লাভের আবেদন প্রত্যাহার করে নেয় সেজন্য দেশটির ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই সীমান্তে সেনা মোতায়েন করেছে রাশিয়া। ১৯৪৯ সালে গঠিত ন্যাটোকে রাশিয়া বরাবরই পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে মনে করে; এবং ঐতিহাসিকভাবেই রাশিয়া পাশ্চাত্য আধিপত্যবাদবিরোধী।

ইউক্রেনে আক্রমণ অনিবার্য নয় উল্লেখ করে লিথুয়ানিয়া সফররত মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, আমরা আশা করছি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সংঘাতের কিনারা থেকে ফিরবেন।

এদিকে, পূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়া সীমান্তের কাছে রুশপন্থি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গোলার আঘাতে ইউক্রেনের এক সৈন্য নিহত হয়েছেন বলে দেশটির সামরিক বাহিনী জানিয়েছে। যুদ্ধের তীব্র শঙ্কার মাঝে শনিবার সকালের দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলায় ওই সৈন্য নিহত হয়েছেন।

দুই মাসের বেশি সময় ধরে দুই দেশের সীমান্তে চলা উত্তেজনার মাঝে শনিবারের এই হামলার পেছনে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর হাত রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সূত্র: রয়টার্স, এএফপি।

স্বীকৃতির সীমাতেই বন্দি বাংলা ভাষা

(প্রথম পাতার পর)

সর্বক্ষেত্রে আবশ্যিক ভাষা হিসেবে বাংলার ব্যবহার হচ্ছে না। ভাষা আন্দোলনের ৭০ বছরেও নেই নিজস্ব ভাষানীতি। উচ্চ আদালত, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজি ও হিন্দির মিশ্রণে তৈরি বাংলার ব্যবহার চলছে। আবার বিশ্বায়নের দোহাই দিয়ে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচিই প্রণীত হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। ফলে বাংলা ভাষার পরিধি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে।

সংবিধানের চারটি স্থানে বাংলা ভাষার ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।'

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী বাংলা একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষা ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি, আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সব সরকারি অফিস, আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু করবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করব না। কারণ, তাহলে সর্বক্ষেত্রে কোনো দিনই বাংলা চালু করা সম্ভব হবে না। এ অবস্থায় হয়তো কিছু কিছু ভুল হবে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এভাবেই অগ্রসর হতে হবে।'

এরপর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশে সংবিধান কার্যকর করে। সংবিধানের আলোকে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনে দেশে আইন করা হয় ১৯৮৭ সালে। উচ্চ আদালতও কয়েক দফা বাংলা ভাষানীতি প্রণয়নে তাগিদ দিয়েছেন। এরপরও ভাষানীতি প্রণয়নের বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে গেছে।

ভাষাসংগ্রামী ও শিক্ষাবিদরা বলছেন, রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের উদাসীনতায় স্বাধীনতার ৫০ বছরেও সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন করা সম্ভব হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'মাতৃভাষা ব্যবহারে দেশে এখন নীতিহীনতা চলছে। এটি দূর করতে হলে রাষ্ট্রের সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে এবং উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া শুধু ভাষানীতি প্রণয়ন করলেই বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হবে না, আমাদেরও মাতৃভাষা ব্যবহারে সচেষ্ট হতে হবে। এর কারণ বিদ্যমান সামজ ব্যবস্থায় অনেকেই ইতোমধ্যে বাংলা ভাষা ব্যবহারের মৌলিক জায়গা থেকে দূরে সরে গেছেন।'

বিশিষ্ট এই শিক্ষাবিদ আরও বলেন, 'রাষ্ট্রীয়ভাবেও মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। আগে প্রভাতফেরি দিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান শুরু হতো। কিন্তু এটিও এখন ইংরেজি রীতিতে মধ্যরাতে শুরু হয়। অনুরূপভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে, এটি দুঃখজনক। মৌলিক জায়গায় বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।'

ভাষানীতি না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক আহমদ রফিক। তিনি বলেন, 'অবিলম্বে একটি ভাষা কমিশন গঠন করা প্রয়োজন, যারা দ্রুততম সময়ে একটি ভাষানীতি প্রণয়ন করে বাংলা ভাষা ব্যবহারে যে বিশৃঙ্খলা রয়েছে তা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এর সঙ্গে বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন এবং অনুবাদের দিকেও আমাদের নজর বাড়াতে হবে। বাংলা ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে হলে ভাষার প্রতি ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।'

ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, রাশিয়া, চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোতে নিজস্ব ভাষানীতি রয়েছে। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালেও রয়েছে নিজস্ব ভাষানীতি। এর আলোকে তাদের উচ্চ আদালতে মাতৃভাষায় রায় দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা কালেভদ্রে ব্যবহার হয়।

স্বাধীনতার পর এখন পর্যন্ত কোনো ভাষা জরিপ হয়নি। জানা যায়, ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমি থেকে আঞ্চলিক ভাষার জরিপ কার্যক্রমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র উদ্যোগে কার্যক্রম শুরুর পর জরিপের প্রশ্নমালাও তৈরি করা হয়। জনগণকে এই কার্যক্রম সম্পর্কে জানাতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে। পরে শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম তিনটি উপজেলায় প্রশ্নমালার ভিত্তিতে জরিপও করেন। তিনি তখন বাংলা একাডেমির সংকলন বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন।

তবে ওই কার্যক্রম পরে সফলতার মুখ দেখেনি। ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এখন বাংলা একাডেমির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটও কাজ করছে। কিন্তু তাদের ভূমিকা প্রকশনার পাশাপাশি সেমিনার বা কর্মশালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী বলেন, 'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য এখনও আমাদের ভাষানীতি হয়নি। অথচ আন্দোলন-সংগ্রামের পর পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে আমরা ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বীকৃতি আদায় করেছি। তাই বাংলা ভাষাকে কেবলমাত্র প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেই হবে না, একে সর্বস্তরে ধারণ করতে হবে। অবিলম্বে যোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে ভাষানীতি প্রণয়নে কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।'

এ বিষয়ে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদের ভাষ্য, 'বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও প্রসারে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সব প্রতিষ্ঠানেই বাংলা ভাষা ব্যবহার হচ্ছে। ভাষানীতিও প্রণয়ন করা হবে।'

অমর একুশে আজ

(প্রথম পাতার পর)

অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একুশে ফেব্রুয়ারী ছিল ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালীর প্রথম প্রতিরোধ এবং জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ। ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মত্যাগকারী সেসব সৈনিকদের আজ লাখো বাঙালী সবটুকু আবেগ ঢেলে দিয়ে স্মরণ করবে। অমর একুশে, বাঙালীর পথদিশা, একুশে হৃদয়াপুত ঐশ্বর্য, প্রাণের স্পন্দন। ১৯৫২ সালের এই দিনে শহীদদের শানিত ধারায় যে আলোকিত পথের উন্মোচন ঘটেছিল, সেই পথ ধরে এসেছিল স্বাধীনতা। আজ আত্মমর্যাদায় সমুন্নত এক মহান জাতি হিসেবে বিশ্বে মাথা উচু করে দাঁড়ানোর অন্তহীন প্রেরণার নাম একুশে ফেব্রুয়ারী। একুশ আজ আর কেবল বাঙালীর নয়, নয় শুধু বাংলাদেশের। দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে মহান দিবসটি হয়ে উঠেছে বিশ্বমানের। একুশে ফেব্রুয়ারী এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সব দেশ, সব জাতি এইদিনে নিজ নিজ মাতৃভাষার কথা স্মরণ করে। উদযাপন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মহান একুশে ফেব্রুয়ারী এখন বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মাতৃভাষার প্রতীক। পৃথিবীর নানা জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে লালন ও সংরক্ষণে উৎসাহ যোগানোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। বিশ্ববাসীকে করেছে ঐক্য ও স্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠন দিবসটিতে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি প্রহণ করেছেন। একুশের প্রথম প্রহর থেকে শুরু হয়ে আজ দুপুর পর্যন্ত ফুলেল শ্রদ্ধায় ভরে উঠবে সকল ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার।

ইতিহাস বলে: ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ ঘোষণার প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলায় অবস্থানকারী বাংলাভাষী সাধারণ জনগণের মধ্যে গভীর ক্ষোভের জন্ম হয় ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কার্যতঃ পূর্ব বাংলার বাংলাভাষী মানুষ আকস্মিক ও অন্যায্য এ সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি এবং মানসিকভাবে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। ফলস্বরূপ বাংলাভাষার সম-মর্যাদার দাবিতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে। আন্দোলন দমনে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা শহরে মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী (৮ ফাল্গুন ১৩৫৮) এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন রফিক, সালাম, বরকত ও জব্বারসহ আরও অনেকে। এছাড়া ১৭ জন ছাত্র-যুবক আহত হয়। শহীদদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। শোকাবহ এ ঘটনার অভিঘাতে সমগ্র পূর্ব বাংলায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ২১ ফেব্রুয়ারীর ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা-শোভাযাত্রাসহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ২২ ফেব্রুয়ারী পুলিশের গুলিতে শহীদ হন শফিউর রহমান শফিক, রিক্সাচালক আউয়াল এবং এক কিশোর। ২৩ ফেব্রুয়ারী ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। এ নির্লজ্জ, পাশবিক, পুলিশি হামলার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ সংসদীয় দল থেকে সেদিনই পদত্যাগ করেন। ভাষা আন্দোলনের শহীদ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গনে রাতারাতি ছাত্ররা গড়ে তুলে শহীদ মিনার, ২৪ ফেব্রুয়ারী উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা। ২৬ ফেব্রুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৫৪ সালের ৭ মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। মহান একুশে ফেব্রুয়ারী সেই রক্তস্নাত গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর এই দিনকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আজ সারা বিশ্বের সকল নাগরিকের সত্য ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

নু-হুদা কমিশনের পঞ্চসালের পাঁচালি!



গোলাম মাওলা রনি

সদ্য সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নু-হুদা ওরফে নুরুল হুদাকে আমি চিনতাম না- এমনকি ইহজন্মে তার নামটিও শুনিনি। কিন্তু ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি তার সাথে নাটকীয়ভাবে আমার পরিচয় ঘটে যায়। ঘটনার দিন বিকেলে নু-হুদা বাক্স-পেটরাসহ আমার গ্রামের বাড়িতে উপস্থিত হন। পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার উলানিয়া বন্দরে আমার গ্রাম্য নিবাস। নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে তখন নিদারুণ ব্যস্ত সময় পার করছিলাম। নির্বাচনসংক্রান্ত শত জটিলতা, স্থানীয় আওয়ামী লীগের বিরোধ এবং প্রতিপক্ষের তাপচাপে আমি যখন প্রায় আলুভর্তা হতে চলছিলাম তখন নু-হুদা তার নিষ্পাপ মুখের সরল হাসি দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে, তিনি কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আমার নির্বাচনী কর্মে সহায়তার জন্য এসেছেন। তিনি আমার বাড়িতে থাকবেন এবং আমার নির্বাচনী কর্মে যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

নু-হুদার কথাবার্তা এবং তার মুখে বিভিন্ন বৃত্তান্ত শুনে আমার মনে হলো, তিনি যথেষ্ট ভালো মানুষ। কাজেই আমার বাড়ির দোতলায় একটি কক্ষ তার জন্য বরাদ্দ করলাম। তিনি আমার পরিবারের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতেন এবং নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তার সরলতা-আন্তরিকতা এবং সহযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে আমার পুরো পরিবারের সাথে তার সখ্য হয়ে গেল। পরে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর বহুদিন পর্যন্ত আমাদের যোগাযোগ ছিল। একবার তিনি তার উত্তরার বাসায় আমাকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করে বিস্তর খানাপিনায় আপ্যায়িত করেছিলেন। এর বাইরে, তিনি মাঝে মধ্যে আমার অফিসে আসতেন এবং নানা বিষয়ে গল্পগুজব করতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, আবর্জনা এবং বর্জ্য বিষয়ে তার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি যখন ঢাকা সিটি করপোরেশনে চাকরি করতেন তখন আবর্জনাসহ নানা ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু ব্যবসা করার চেষ্টা করছেন।

নু-হুদা আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন এবং সেই ভালোবাসার সাথে স্নেহ ও শ্রদ্ধার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ছিল। নির্বাচনকালীন জটিল সময়ে তিনি আমাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং পরে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচনী এলাকায় আমার কর্মকান্ড সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ কারণে তিনি যখন আমার সাথে কথা বলতেন তখন আমি তার চোখে মুখে একধরনের ইতিবাচক আভা দেখতে পেতাম। এর বাইরে আওয়ামী লীগের মধ্যে আমাকে নিয়ে একধরনের মিথ ছিল যার কিছুটা হয়তো এখনো অব্যাহত রয়েছে। বড় বড় নেতা মনে করতেন, আমার সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার বোন শেখ রেহানার ব্যক্তিগত যোগাযোগ রয়েছে। কেউ বলতেন- জয়ের সাথে আমার বন্ধুত্ব রয়েছে। আমি এসব বিষয় যতই অস্বীকার করতাম ততই আমার ক্ষমতা সম্পর্কে লোকজনের কল্পনাশক্তি আরো বেড়ে যেত। মতিয়া আপার মতো সিনিয়র নেত্রী যখন আমাকে একান্তে ডেকে বললেন- তুমি তো নেত্রীর লোক... রাগ করো না, তখন আমি ভেবে পেতাম না কেন আমাকে নিয়ে এসব মিথ তৈরি হচ্ছে।

মতিয়া আপার মতো তোফায়েল ভাই, আমু ভাই কিংবা কাদের ভাইও মনে করতেন আমার ওপর নেত্রীর 'বিশেষ' স্নেহ রয়েছে। ফলে আওয়ামী লীগে আমার কোনো পদ-পদবি না থাকা সত্ত্বেও কী যে এক অদ্ভুত গুরুত্বের ভারে আমি ন্যুব্জ হয়ে থাকতাম তা আপনাদের ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমাদের দেশের প্রধানতম তিনটি রাজনৈতিক দল যথা আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টির সর্বস্তরের নেতাকর্মীর সাধারণ মনমানসিকতা হলো, তারা দলীয় পদ-পদবি কিংবা মন্ত্রী-এমপি পদে অধিষ্ঠিত লোকজনের চেয়ে সেসব লোকদের বেশি তোয়াজ তদবির করেন যাদের তারা দলীয় প্রধানের আশীর্বাদপুষ্ট বলে মনে করে থাকেন। এসব কারণে নু-হুদাদের মতো আরো অনেক মানুষের অযাচিত গুরুত্ব পাওয়ার পরও আমি কোনো দিন রাজনৈতিক ফন্দিফিকির করিনি। ২০১৩ সালের দিকে আমি রাজনীতির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি এবং সিদ্ধান্ত নেই যে, ২০১৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব না। এ জন্য সেই নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন ফরম পর্যন্ত কিনিনি। নিজের ব্যবসাবাণিজ্য, লেখালেখি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে জনকল্যাণ করে বাকি জীবন কাটানোর প্রত্যয় বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সব রাজনৈতিক যোগাযোগ বন্ধ করে দিই এবং এভাবেই নু-হুদার সাথে আমার যোগাযোগের ইতি ঘটে।

আমি যখন জানতে পারলাম, নু-হুদা প্রধান নির্বাচন কমিশনার হয়েছেন তখন যারপরনাই খুশি হয়েছিলাম। আমি তাকে ফোন করে বা তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে স্বাগত জানাইনি। কারণ ক্ষমতার চেয়ারকে আমার বড় ভয় হয় এবং ক্ষমতা একজন মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে কতটা নির্মম-নৃশংস-অমানবিক-অকৃতজ্ঞ ও অভদ্র বানিয়ে ফেলতে পারে তার বহু নজির নিজের চোখে দেখার পর আমি ভুলেও ক্ষমতাধরদের কাছে অপ্রয়োজনে যাই না। নু-হুদার কার্যকালে তার সাথে কোনো যোগাযোগ না থাকলেও আমার নির্বাচনী এলাকার বহু মানুষ তার কাছে যেতেন। তিনি অনেকের কাছে আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন এবং সে কথা শুনে আমি বড়ই পুলকিত অনুভব করতাম। নু-হুদা সম্পর্কে আমার বিশ্বাস ছিল নিখাদ। কারণ আমি জানতাম যে, তিনি নেহাত তকদিরের জোরে



অলৌকিকভাবে সিইসি নির্বাচিত হয়েছেন। পদটি পাবার জন্য তিনি কোনো তদবির করেননি বা তদবির করার মতো লাইনঘাটও তার জানা ছিল না। তা ছাড়া এতবড় একটি পদে তিনি নিয়োগ লাভ করবেন এমন কথা স্বপ্নেও ভাবতেন না। অপর দিকে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব কৌশল করে তাকে নিয়োগ দেবে এমন যোগাযোগ বা এমন গুরুত্ব তার কোনোকালেই ছিল না। তাহলে নু-হুদা কিভাবে সিইসি হলেন?

উল্লিখিত বিষয় নিয়ে আমার একদিন দীর্ঘ আলাপ হয়েছিল পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান ড. সাদিকের সাথে, যিনি হুদা কমিশন গঠনের জন্য যে সার্চ কমিটি হয়েছিল, সেই কমিটির অন্যতম কর্তা ছিলেন। অধিকন্তু তিনি একসময় নির্বাচন কমিশনের সচিবও ছিলেন। ড. সাদিকের সাথে আমার সখ্য ছিল- কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু এক দীর্ঘ বিমানযাত্রায় আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম। তিনি অকপটে বলেছিলেন, তিনি আমার লেখার পাগলা ভক্ত। এ কথা শোনার পর আমি তার সাথে নানা বিষয়ে খোলামেলা আলোচনায় অংশ নিই। তিনি নু-হুদার সিইসি হিসেবে নিয়োগের ব্যাপারে আমাকে যা বলেছিলেন তা শুনে আমি রীতিমতো তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। মানুষের তকদির যে, মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তা নু-হুদার কাহিনী না শুনলে বুঝতে পারবেন না। নু-হুদা যেভাবে তকদিরের জোরে সিইসি হয়েছিলেন, একইভাবে তকদিরের কারণেই নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগ পেয়েছিলেন বলে আলোচিত এবং বহুল প্রশংসিত, নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার আমার সাথে তার এক দীর্ঘ ব্যক্তিগত আড্ডায় সবিস্তার বলেছিলেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে নিয়তি বিশ্বাসী মানুষ। সুতরাং নু-হুদা যেহেতু ভাগ্যগুণে সিইসি হয়েছেন যেহেতু আমি ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বাস করেছি যে, তিনি জীবন সায়াহ্নে এসে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং কাজকর্মে সাহসী হবেন। তার সম্পর্কে আমার এ রকম ধারণার পেছনে কতগুলো যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে। প্রথমত, তিনি একাত্তরের রণাঙ্গনের একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা যিনি যুদ্ধের ময়দানে সরাসরি পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয়ত, আমি তার মধ্যে কোনো উচ্চাশা-লোভ বা লালসা দেখিনি। দুটো উদাহরণ নিলেই বিষয়াদি আপনাদের কাছে সহজ হবে। ২০০৯ সালের কোনো একসময় নু-হুদা আমার নির্বাচনী এলাকার একটি জনসভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর বিভিন্ন ইউ-নিয়ন আওয়ামী লীগ কমিটি আমাকে সিরিজ সংবর্ধনা দিচ্ছিল এবং এ রকম একটি অনুষ্ঠানে তিনি হঠাৎ এসে হাজির হয়েছিলেন তার বন্ধু এবং পটুয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি কাজী আলমগীরকে নিয়ে।

অনুষ্ঠানে আমি যখন তাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের কথা উল্লেখ করে বলছিলাম- তারা যদি বীরত্ব নিয়ে লড়াই না করতেন তাহলে আমি এমপি হতে পারতাম না, আমার কথা শুনে সে দিন আবেগে তিনি যেভাবে কেঁদেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল তার মনটি বেশ নরম। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল আমার অফিসে। একদিন তিনি হাসিমুখে এসে জানালেন, বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তার কথা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ এমন অগুরুত্বপূর্ণ পদে জেলাপর্যায়ের ছাত্রলীগ বা যুবলীগের নেতাদের মনোনয়ন দেয়া হয়। আমি তার বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলতে চাইলাম। তিনি হাসিমুখে আমাকে অনুরোধ করলেন কোনো তদবির না করার জন্য এবং তদবির ছাড়া তিনি যা পেয়েছেন, তার জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ দিতে থাকলেন।

উল্লিখিত কারণে নু-হুদা কমিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি আশাবাদী হয়ে উঠলাম। তিনি যে দিন বিএনপি নেতাদের সাথে বৈঠক করলেন এবং সেখানে মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার অবদান নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার পাশাপাশি জিয়াকে 'স্বাধীনতার ঘোষক' বললেন। তখন আমি তার সাহস দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তিনি যে দিন আরো উল্লেখ করলেন যে, বিএনপি জমানায় তিনি জেলা প্রশাসকরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন, তার সাথে বৈঠক শেষে বিএনপি নেতারা বেশ খুশি মনে বের হলেন এবং নজিরবিহীনভাবে তার প্রশংসা করলেন। সাংবাদিকরা নু-হুদাকে জিজ্ঞাসা করলেন-তিনি কি বিএনপিকে বাগে আনার কৌশল হিসেবে জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বলেছেন, নাকি আপনি এটা সত্যিই বিশ্বাস করেন? উত্তরে তিনি চোখে মুখে সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্বময়তা এবং গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে ইংরেজিতে বলেছিলেন- ও mean it. তার সে দিনের বক্তব্যে আওয়ামী লীগের মধ্যেও বেশ কানাঘুষা শুরু হয়েছিল। আর অন্য দিকে আমার মনে হয়েছিল, বাংলাদেশ সম্ভবত নির্বাচনের ইতিহাসের কিংবদন্তি টিএন সেশনের মতো কাউকে পেতে যাচ্ছে।

প্রথম দিকে নু-হুদার সময়কাল এভাবেই কাটছিল। এই সময়ের মধ্যে আমরা তার ব্যাপারে প্রথম হোঁচট খেলাম যখন জানলাম ধর্ম মন্ত্রণালয় কিছু লোককে মাগনা হজে পাঠাবে এবং সেই দলে নু-হুদাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি সেভাবে হজ করে এসেছেন। এরপর জানলাম যে, সরকার তাকে ব্যবহারের জন্য বিএমডব্লিউ সেভেন সিরিজের একটি বহু মূল্যের লিমুজিন গাড়ি দিয়েছে। তারপর শুনলাম- নির্বাচন কমিশন সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে বিতর্কিত ইভিএম মেশিন কিনছে। লোকজন তাকে নিয়ে সন্দেহ শুরু করে দিলো। এ দিকে আমার নির্বাচনী এলাকায় ২০১৭ সালের দিকে জনৈক যুবক নিজেকে সিইসির ভাগিনা পরিচয় দিয়ে প্রচার করতে আরম্ভ করল যে, তার নৌকার মনোনয়ন শতভাগ নিশ্চিত। যুবকটি একটি টাইলস কোম্পানির জেলা শহরের দোকানে চাকরি করত। ফলে তার শিক্ষা-দীক্ষা-কথাবার্তা শুনে লোকজন প্রথমে মনে করলেন যে, যুবক হয়তো সিইসির নাম ভাঙিয়ে বাটপাড়ি করছে। কিন্তু পরে দেখা গেল, সে সত্যিই সিইসির ভাগিনা এবং তার বাবা একটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মেম্বর পদে নির্বাচন করে হেরেছে। আমি যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, নির্বাচন করব না; তাই সিইসির ভাগিনা সংক্রান্ত তৎপরতা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা অনুভব করিনি। অধিকন্তু তাকে কোনো দিন দেখিনি- তার নামও শুনিনি। একাদশ সংসদ নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণা হলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের চাপে আমি দলীয় মনোনয়নপত্র ক্রয় করলাম। কিন্তু যখন দেখলাম, সিইসির ভাগ্নে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছে তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, দেশে ২০১৪ সালের চেয়েও অভিনব একটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে। আমি প্রথমে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, চুপচাপ থাকব। কিন্তু ড. কামাল গং-এর তৎপরতা এবং নু-হুদা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতার জন্য তখনো মনে করতে থাকলাম, নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হবে। এ অবস্থায় এলাকাবাসীর চাপে বিএনপি থেকে মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনী মাঠে গিয়ে টের পেলাম যে, নু-হুদার কমিশন সারা দেশের নির্বাচনী মাঠে কত মারাত্মক মরণফাঁদ তৈরি করে রেখেছে।

নির্বাচনের পুরোটা সময় আমাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। নু-হুদার অধীনস্থ কর্তারা আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে স্থানীয় বখাটে যুবকদেরকে লেলিয়ে দিত আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার জন্য। আমার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে- মহিলাদের লাঞ্ছিত করা হবে ইত্যাদি আদিম ও পাশবিক শব্দমালা দুর্বৃত্তরা আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যখন বলত, তখন সেখানে যে কী ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হতো তা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি ডিসিকে ফোন করলে জবাব মিলত- আমি নাকি উল্টো গালিগালাজ করছি। এসপি-ডিআইজি ফোন ধরতেন না। ওসি-ইউএনও মাঝে মধ্যে ধরতেন এবং বলতেন আমরা দেখছি। আমার সেই দুর্বিষহ দিনে আমি স্ত্রীর পরামর্শে নু-হুদাকে একদিন ফোন দিলাম। কিন্তু তিনি ফোন ধরলেন না। আমি জায়নামাজ বিছিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলাম- ইয়া আল্লাহ! আমি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই নির্বাচনী মাঠে এসেছি, তুমি জানো। এমপি হিসেবে কী করেছি, তা-ও জানো। তুমি আমাকে এই জাহেলদের হাত থেকে উদ্ধার করো এবং আমাকে যারা বেইজ্জতির চেষ্টা করছে তুমি তাদের এমনভাবে বেইজ্জতি করো যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তারা তাদের কুকর্মের ফল ভোগ করে।

উল্লিখিত অবস্থায় আমার ঘটনাটি সর্বোচ্চ মহলের দৃষ্টিতে নিয়ে আসেন আমার জনৈক বন্ধু। জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর নির্দেশে আমার নিরাপত্তার জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেয়া হয়। ডিবি পুলিশের দশ-বারোজনের একটি দল বড়সড় একটি মাইক্রো বাসে করে আমার বাসার সামনে ২৪ ঘণ্টা পাহারায় থাকত এবং মহান আল্লাহর দয়ায় আমি নিরাপদে ঢাকা পৌঁছাই রাতের ভোটের পরের দিন অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ২০২০ সালে। ঢাকা ফেরার পর নু-হুদা সম্পর্কে আমার মোহ ভঙ্গ হয় এবং কেন যেন নামটি শোনার পর অন্তরের গভীরতম স্থান থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। একাদশ সংসদ নির্বাচনের কলঙ্কজনক অধ্যায় এবং তৎপরবর্তী সব নির্বাচনে নু-হুদা গং যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন তা পৃথিবীর কোনো প্রান্তে আগামীতে কেউ তৈরি করতে পারবে না। যে বিরল উপায়ে তাদের বিদায় হতে হয়েছে এবং বিদায় বেলায় তিনি যেভাবে নির্বিকারভাবে বলেছেন যে, তিনি যা করেছেন তা সঠিক করেছেন, আইন মেনে করেছেন, তিনি সফল তার কোনো অনুশোচনা নেই এবং কোনো রকম বাহ্যিক চাপ ছাড়া তিনি স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে স্বাধীনভাবে সব কিছু করেছেন, তা দেখে শুনে দর্শক-শ্রোতারা লজ্জায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

একসময়ের অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব নুরুল হুদা তার কর্মকান্ডের জন্য এখন সামাজিক মাধ্যমে নু-হুদা অথবা নুহু নামে রীতিমতো মহা ভাইরালে পরিণত হয়েছেন। যাকে আমি ভালোবেসে হুদা ভাই বলে সম্বোধন করতাম সেই মানুষটি কিভাবে নুরুল হুদা থেকে নু-হুদা হয়ে গেলেন তা চিন্তা করলে একরাশ বেদনা আমাকে পেয়ে বসে। সিইসি হিসেবে শেষ কর্মদিবসে তিনি যে ভাষায় তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন তা দেখে শুধুই মহান আল্লাহর কথা মনে হয়েছে। আল্লাহ কেন এবং কিভাবে কিছু মানুষের মনে মোহর মেরে দেন- কিভাবে কিছু মানুষের জন্য হেদায়েতের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং দুনিয়া-আখেরাতে এসব মোহরযুক্ত অন্তরধারীরা কী পরিণতি ভোগ করে সেই চিন্তার সাথে যখন মহাকালের ইতিহাসের বিভিন্ন উপাখ্যান স্মরণ করি, তখন সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

যুক্তরাষ্ট্র-চীন দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত আমিরাত



মো: বজলুর রশীদ

সংযুক্ত আরব আমিরাত তার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ বছরের ঝলমলে উন্নয়ন এবং আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরছে। এ উপলক্ষে এক্সপো ২০২০ নামে সিরিজ ইভেন্ট এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এক্সপো গত বছর ২১ অক্টোবর শুরু হয়েছিল এবং এ বছর ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলবে; এই গ্লোবাল গালা প্যাভিলিয়নগুলোতে তাদের সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও শ্রেষ্ঠত্বের সেরা প্রতীকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এই কনক্লেভের অত্যাশ্চর্য দিক, যা দাবি করা হয় যে বিশ্বের সেরাকে এক জায়গায় নিয়ে আসা, তা হলো অলৌকিক ঘটনা ও বিস্ময়, যা ভূমি, মানুষ এবং ৯টি রাজ্যের মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে। এটি গঠনের আগে তাদের জীবন প্রধানত মরুভূমিতে যাযাবর আচার-অনুষ্ঠান, সমুদ্রে মাছ ধরা ও কিছু মূল্যবান পাথরের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। উন্নত জীবন ও চিকিৎসা সুযোগ ছিল কল্পনার বাইরে, দারিদ্র্য ছিল নিত্য সহচর।

মাথাপিছু আয়, মানব উন্নয়ন সূচকে যেটি ৬২তম স্থানে ছিল, সেটি এখন ৩৫তম স্থানে উঠে এসেছে। পাকিস্তান এখনো ১৫৪তম স্লটে ক্রলিং করছে, ভারত ১৩১ ও বাংলাদেশ ১৩৩তম স্থানে রয়েছে। আমিরাতের এই স্কোর আপেক্ষিক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্পর্কে বেশ স্পষ্ট ধারণা দেয়। এখন মরুভূমির এ দেশটির ভূমি ও আকাশসীমার পুরো চেহারাই বদলে গেছে। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের পরিকল্পনাগুলো আরো ভালো স্বাস্থ্য সুবিধা, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, টেকসই উন্নয়ন, অনুপ্রেরণাদায়ক ও প্রজ্ঞাময় নেতৃত্বের সাথে বিশ্বের সেরা, সবচেয়ে দক্ষ সরকারকে বিকশিত করতে পারে। উন্নত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, মহাকাশ বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স, হাইড্রোজেন ফুয়েল এবং অন্বেষণ ও উদ্ভাবনে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। আমিরাত নিজেকে আবিষ্কার এবং নকশার ইনকিউবেটর করে তুলতে চায় এবং তাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে চায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সামাজিক সংহতি বাড়াতে আমিরাতি নীতি ও মূল্যবোধ লালন করাও একইভাবে তাদের প্রত্যাশিত।

জাতিসঙ্ঘ নির্ধারিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য সমন্বিত এজেন্ডা ২০৩০ অর্জন করা অভীষ্ট এটি সবার জানা। এসব লক্ষ্যের অনেকগুলোই এরই মধ্যে অর্জন করেছে দেশটি।

সহনশীলতা ও সহাবস্থানের বৈশ্বিক মরূদ্যান হিসেবে আমিরাতের বিশিষ্টতা এক অনন্য মডেল। আজ সৌদি আরব, ভারত, মিসর, তুরস্ক, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ অনেক দেশ আমিরাতের সাথে সুসম্পর্ক গড়তে চায়। দেশটি মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার অন্যতম প্রাচীন ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র। কয়েক দশক ধরে আমিরাতের অভিজাতরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষিত হয়েছে। দেশটি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের আমেরিকান অস্ত্র কিনেছে এবং তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আমেরিকা প্রশিক্ষিত করেছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বেশ চাপে পড়েছে।

চীনের বিস্ময়কর উত্থান এবং আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশে ক্রমবর্ধমান প্রসার আমেরিকার প্রাধান্যকে বড় চ্যালেঞ্জে ফেলেছে। মিসর ও সিরিয়ার সাথে জোট করে রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করলেও তা অনেকটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত। রাশিয়া সিরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করলেও চীন আমিরাতভিত্তিক অঞ্চলে মার্কিন প্রাধান্যের জন্য অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

গত এক দশকে চীন-আমিরাত সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে লাভজনক ও পরিপূরক ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য সম্পর্ক একটি ক্রমবর্ধমান কৌশলগত অংশীদারিত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছে। দেখা যায়, ২০২১ সালে আমিরাত-চীন দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য একই সময়ে আমিরাত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যের দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। ২০২১ সালের প্রথম ৯ মাসে কোভিড মহামারী সত্ত্বেও আমিরাত ও চীনের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩৮.১ শতাংশ বেশি। চীন প্রাথমিকভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে অপরিশোধিত তেল ও সংশ্লিষ্ট পণ্য আমদানি করে এবং যন্ত্রপাতি, নির্মাণসামগ্রী ও টেক্সটাইল রফতানি করে। একই সময়ের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের জন্য খুবই প্রয়োজন ও মূল্যবান। সংযুক্ত আরব আমিরাতের মানবাধিকার রেকর্ডও মাঝে মধ্যে পশ্চিমাদের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। এসব রাজনৈতিক উৎপীড়নে আমিরাত চীনকে মিত্র হিসেবে দেখছে।

ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সামরিক কর্মকর্তারা সামরিক শিক্ষার জন্য এখন পশ্চিমের চেয়ে বেশি পরিমাণে চীনে যেতে শুরু করেছে। দুই দেশ গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান, সন্ত্রাসবাদ দমন ও সামুদ্রিক নিরাপত্তার মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরো বাড়িয়েছে।

২০২১ সালের নভেম্বরে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের বৃহত্তম প্রতিরক্ষা সংস্থা এজ, আবুধাবিতে বিমান সরবরাহের জন্য প্রথম আঞ্চলিক বিতরণহাব তৈরি করতে চীনা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি চায়না ন্যাশনাল অ্যারো-টেকনোলজি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কো-অপারেশনের সাথে যৌথ উদ্যোগ কাজ করার ঘোষণা দিয়েছে। চুক্তির অধীনে উভয়পক্ষ বিভিন্ন সামরিক প্রকল্পে বেশ কয়েকটি প্রযুক্তির উন্নয়নে অচিরেই কাজ করবে। সংযুক্ত আরব আমিরাত পশ্চিমের পরিবর্তে চীন থেকে প্রচুর সশস্ত্র ড্রোন কিনেছে।



সংযুক্ত আরব আমিরাতের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ছিল ১৭.১ বিলিয়ন ডলার, যা চীনের অর্ধেকেরও কম।

চীনা কোম্পানিগুলো অবকাঠামো খাতে বড় বড় প্রকল্প জিতেছে যেমন দুবাই এক্সপোর ২০২০-এর জন্য একটি লজিস্টিক সেন্টার তৈরি করতে চীনা পাইকারি কোম্পানি ইয়ু ২.৪ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি করে। ২০১৯ সালে চীনা কোম্পানি ইস্ট হোপ গ্রুপ ঘোষণা করেছে যে তারা আবুধাবির খলিফা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে।

পারস্পরিকভাবে লাভজনক অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের পথ প্রশস্ত করেছে এমন একটি সময়ে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা চীনের মানবাধিকারের রেকর্ড নিয়ে কঠোর সমালোচনা করছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত সম্প্রতি হংকং ও তাইওয়ানের মতো ইস্যুতে চীনের অবস্থানের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে।

জিনজিয়াং ইস্যুতে আবুধাবির সমর্থনকে চীন বিশেষভাবে প্রশংসা করেছে। আমিরাত একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি মুসলিম দেশ। জিনজিয়াংয়ের জাতিগত উইঘুররাও সুন্নি মুসলমান, যাদের বিরুদ্ধে নিপীড়নের জন্য পশ্চিমারা চীনকে অভিযুক্ত করছে। সুতরাং বর্তমান সময়ে একটি মধ্যপন্থী ও সমৃদ্ধ মুসলিম জাতির সমর্থন বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সামরিক খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে চীনকে প্রতিস্থাপন করায় ওয়াশিংটন মারাত্মক ক্ষুব্ধ। বেইজিংয়ের সাথে আবুধাবির ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সম্পর্ক ওয়াশিংটনে বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। অর্থনৈতিক ফ্রন্টে চীনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পেরে যুক্তরাষ্ট্র চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মন্থর করতে আমিরাতের ওপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করছে। যেমন, ২০২১ সালের নভেম্বরে প্রকাশ পায় যে, আমিরাতে চীনের একটি বন্দর সুবিধা নির্মাণ বন্ধ করে দেয় এ জন্য যে, ওয়াশিংটন অভিযোগ করেছে যে সুবিধাটি সামরিক উদ্দেশ্যে ছিল।

যদিও আবুধাবি বন্দর সুবিধার ওপর মার্কিন চাপে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে, সেটি ওই অঞ্চলে আমেরিকান নৌ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। ইরানকে বাগে আনা গেলে বা ইরান-আমিরাত সম্পর্ক হয়ে গেলে বন্দর সুবিধা সৃষ্টির বিষয়টি নতুন পরিস্থিতিতে পরিবর্তন হবে। অন্যান্য অনেক দেশের মতো যুক্তরাষ্ট্র সংযুক্ত আরব আমিরাতে হুয়াওয়ের উপস্থিতির বিষয়টিও উত্থাপন করেছে। আমেরিকান সরকার দাবি করেছে যে আমিরাত সরকারের হুয়াওয়ে পণ্য ব্যবহার আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কের জন্য হুমকি হতে পারে। চীন থেকে ড্রোন সংগ্রহের পর আবুধাবিকে চাপ দেয়ার জন্য ওয়াশিংটন ড্রোন ও স্টিলথ ফাইটারের মতো সংবেদনশীল প্রযুক্তি বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। আরো জানা যায়, আমিরাত গোয়েন্দা সূত্রে ইসরাইল থেকে স্টিলথ ফাইটার প্রযুক্তির খুঁটিনাটি সংগ্রহ করেছে। সম্প্রতি অনেক ইহুদিকে আমিরাতে পিআর বা স্থায়ী বাসিন্দার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

জবরদস্তিমূলক কূটনীতির কৌশলগুলো মার্কিন সহায়তার ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছোট দেশগুলোতে কাজ করলেও আরব আমিরাতের মতো একটি ধনী ও উন্নত জাতির বিরুদ্ধে এর উপযোগিতা অনেকটা প্রশ্নবিদ্ধ। পানামায়, মার্কিন চাপে সেই দেশ এবং চীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত বহু বিলিয়ন ডলারের অবকাঠামো প্রকল্প বাতিল করা হয়েছিল। কিন্তু সমৃদ্ধ সংযুক্ত আরব আমিরাতের বেলায় ওয়াশিংটনের এই কৌশল কাজ করবে না।

সশস্ত্র ড্রোন বিক্রি করতে ওয়াশিংটনের অস্বীকৃতিতে আরব আমিরাত হতবাক হয়ে পড়েছিল। সাথে সাথে আমিরাত চীন থেকে আধুনিক প্রযুক্তির ড্রোন সংগ্রহ করে। আজ চীনে বিশ্বের অন্যতম উন্নত ড্রোন শিল্প রয়েছে এবং কিছু সামরিক ড্রোন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত ড্রোনের থেকেও উন্নত। চাইনিজ ড্রোনগুলো সস্তাও। তুরস্ককে এফ-৩৫ সরবরাহ না করায় যেমন দেশটি মস্কোর দিকে ঝুঁকে পড়ে এস-৪০০ সংগ্রহ করেছিল, এটিও তেমন একটি বিষয়। তুরস্কের মোচড় দেয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্র ড্রোন পর্ব থেকে তার পাঠ শিখতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ক্ষতের উপশম না করে বাইডেন প্রশাসন কাতারকে বিশেষ বন্ধু হিসেবে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে এবং বলেছে ন্যাটো জোটের বাইরে কাতার বিশেষ বন্ধু। আরব আমিরাতের বিমানবাহিনী ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এক চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫০টি এফ-৩৫ ক্রয় করতে চায়। তবে চীন ও হুয়াওয়ের সাথে আমিরাতের সম্পর্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বেশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ওয়াশিংটন যদিও এসব উদ্বেগকে বৈধ বলে মনে করতে পারে, সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষ এটিকে 'অহঙ্কারী অনুপ্রবেশ' এবং তার 'সার্বভৌমত্বের প্রতি অসম্মানজনক' বলে মন্তব্য করেছে। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বেশ কয়েকটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর, আবুধাবি ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ঘোষণা দেয় যে, এফ-৩৫ চুক্তি থেকে বেরিয়ে গেছে।

আমিরাতের ঘটনাটি প্রমাণ করে যে বেইজিংয়ের সম্প্রসারণ মোকাবেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর নিছক জবরদস্তি ও হুমকির ওপর নির্ভর করতে পারছে না। চীন কোনো সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়। অতএব, পুরনো স্নায়ুযুদ্ধের জবরদস্তিমূলক কৌশল এখন আর কাজ করবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে অস্ত্র এবং নিম্নমানের ভোগ্যপণ্য ছাড়া মিত্রদের অফার করার মতো তেমন কিছু নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু সেসব দেশকে সহায়তা দিয়েছিল যারা তার মতাদর্শ ভাগ করে নিয়েছে বা পশ্চিমাবিরোধী ছিল। চীনা কোম্পানিগুলো মতাদর্শ বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে পশ্চিমে এবং পূর্বে, উত্তর ও দক্ষিণে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। বিআরআইর মতো বিশাল বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা ও বিনিয়োগে পশ্চিমারা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। বাইডেন প্রশাসন এ পর্যন্ত চারটি অর্থনৈতিক জোট শুরু করার প্রস্তুতি নিয়েছে, যেগুলো ফল দিতে দিতে এক যুগের বেশি সময় লাগতে পারে। চীন তার কর্মসূচি ১৫ বছর আগে শুরু করে বিশ্ব জোট করার প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে। পশ্চিমাদের ফসল ঘরে তোলার সময় হলে দেখা যাবে ওই সব জোট আর হালে পানি পাচ্ছে না।

চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মার্কিন মিত্রদের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে চীন কোনো দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ব্যবসা না করার জন্য চাপ দিচ্ছে না। চীন বরং তার নিজের খেলায় যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজিত করছে। আমেরিকানরা নিজেদের পুঁজিবাদের মডেল হিসেবে প্রচারে গর্ববোধ করে, ফলে যারা বড় প্রস্তাব দেয় তারা চুক্তি পায়। চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরো ভালো চুক্তি এবং কম হুমকির নীতি প্রয়োগ করতে হবে। ইন্দোনেশিয়ার জনৈক মন্ত্রীর পর্যবেক্ষণ হলো, 'পশ্চিমাদের গাজর অথবা লাঠি' নীতি রয়েছে, কিন্তু আমেরিকানদের সমস্যা হলো তারা অনেক বেশি লাঠির ব্যবহার করে এবং খুব কম গাজর দেয়।'

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

উগ্র হিন্দুত্ববাদ ও মুসলিমবিদ্বেষ ভারত ও বাংলাদেশের জন্য হুমকি

জামালউদ্দিন বারী

এশিয়া মহাদেশকে সভ্যতার পাদপীঠ বা সূতিকাগার বলা যায়। অর্থনৈতিকভাবে, জ্ঞানবিজ্ঞানে ও ঐতিহাসিকভাবে এশিয়ায় ভারতের অবস্থান যেখানেই থাক না কেন, চলমান বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তথা ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রে ভারত গুরুতপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিশেষত ভারতের শতকোটি জনসংখ্যা, বিশ্বব্যাপী এর বিশাল ডায়াসপোরা এবং হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতি, বৃটিশ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও গণতান্ত্রিক সংবিধানের কারণে বিশ্ব পরিমন্ডলে ভারতের একটা বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে। ভারতের শাসকরা কি সে গুরুত্ব এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন? স্বাধীনতার সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতারা যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশটিকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পৃক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা ছিল চিরায়ত ভারতের অনিবার্য বাস্তবতা। হিন্দুত্ববাদীদের চরম মুসলমান বিদ্বেষ এবং রক্তাক্ত দাঙ্গার কারণে ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের জন্ম হলেও এখনো ভারতে বিশ্বের একক বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই মুসলমানরাই ভারতের স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করেছে এবং জীবন দিয়েছে। হাজার বছর আগে অবিভক্ত ভারত নামে কোনো একক রাষ্ট্রশক্তির অস্তিত্ব ছিল না। তুরস্ক, আফগানিস্তান ও পারস্য থেকে আসা মুসলমান দিগ্বিজয়ী সুলতান ও মুঘল বাদশারাই শতধাবিভক্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে সালতানাত ও মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটিয়েছিলেন। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ইউরোপ-আমেরিকার কাছে ভারত নামক রাষ্ট্র ও তার জনমানুষের পরিচয় গবেষণামূলক তথ্য-উপাত্তসহ যে ব্যক্তি প্রথম তুলে ধরেছিলেন তার নাম আল বেরুনি। তার ভারততত্ত্বই বিশ্বের দেশে দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত সম্পর্কিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারতের শিল্পায়ন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে মুসলমানরাই পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিল। মূলত হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও সম্মিলন ছাড়া ভারতের অগ্রযাত্রা ও বিকাশ কল্পনা করা যায় না। আজকের ভারতের হিন্দুত্ববাদী মুসলিম বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি ভারতের ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রার বিপ্রতীব অবস্থানে ঘুরপাক খাচ্ছে। শত শত বছরের সুলতানি ও মুঘল শাসনের ধারাবাহিকতায় দুইশ বছরের বৃটিশ শাসনে ভারত থেকে ইউরোপে সম্পদের পাচার ও লুণ্ঠনের মচ্ছব ঘটলেও ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির বৃটিশ শাসনও ভারতকে এতটা দেউলিয়া ও অন্তঃসারশূন্য করে দিতে পারেনি, যতটা ঔপনিবেশোত্তর ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি এবং মাত্র দেড়-দুই দশকের হিন্দুত্ববাদী শাসনে আজ ভারত ভেতর থেকে বিপর্যস্ত ও আক্রান্ত হয়েছে।

আল্লামা ইকবাল লিখেছিলেন, সারা জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা। ভারতের প্রতিটি মুসলমান এখনো এভাবেই ভাবতে অভ্যস্থ। ভারত স্বাধীনতা লাভের প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে কবি ইকবাল এই কবিতা লিখেছিলেন। এটি এখনো ভারতের অন্যতম জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত। ১৯০৪ সালের ১৬ আগস্ট ইত্তেহাদ পত্রিকায় তারানায়ে হিন্দ নামে পরিচিত 'সারা জাঁহাসে আচ্ছা' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার এক বছর পর ১৯০৫ সালে বৃটিশ সরকার ভারতের পূর্বাংশের যোগাযোগ ও প্রশাসনিক অবকাঠামোগতভাবে অনুন্নত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার উন্নয়ন ও প্রশাসনিক সেবা সহজ করতে ঢাকাকে রাজধানী করে বাংলার পূর্বাংশ ত্রিপুরা ও আসাম প্রদেশ নিয়ে নিয়ে একটা নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেছিল। এই উদ্যোগের পেছনে একদিকে যেমন পিছিয়ে পড়া বাঙালী মুসলমানের বড় স্বার্থ নিহিত ছিল, সেই সাথে এখানকার অবকাঠামো উন্নয়ন, রেললাইন সম্প্রসারণ, পাটকল স্থাপনসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহের সাথে বৃটিশদের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের স্বার্থও জড়িত ছিল। তবে ঢাকায় প্রাদেশিক রাজধানী এবং কোর্ট-কাচারি স্থাপিত হলে কলকাতার গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক প্রবাহে ভাটা পড়বে, বেনিয়া আইনজীবী ও জমিদারদের স্বার্থহানি ঘটবে সম্ভবত এমন আশঙ্কাকে সামনে রেখেই কলকাতা কেন্দ্রিক রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও কবি-সাহিত্যিকরা একাট্টা হয়ে বাংলাভাগের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সেই আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গমায়ের অঙ্গচ্ছেদের বিরোধিতা করে 'আমারা সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গীতি কবিতাটি রচনা করেছিলেন। পাকিস্তানীদের সাথে যুদ্ধ করে স্বাধীন হওয়ার পর সেই কবিতাকেই আমরা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। হিন্দুত্ববাদীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে বৃটিশ সরকার ঢাকাকেন্দ্রীক পূর্ববাংলার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ রদ করে ১৯১১ সালে আবারো কলকাতার সাথে একীভূত করতে বাধ্য হয়েছিল। পূর্ববাংলার মুসলমানদের প্রত্যাশার আলো মাত্র ৫ বছরেই নিভে যায়। হতাশ ও বিক্ষুব্ধ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের দাবির প্রেক্ষিতে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করেছিল কলকাতার বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকরা। সেই আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্মুখসারিতে দেখা গেছে। তবে চল্লিশের দশকের নতুন বাস্তবতায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কলকাতায় মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং দেশভাগের প্রেক্ষাপটে কলকাতার বাবুদের রূপ আমূল পাল্টে গিয়েছিল। তাদের অনেকের মূল দাবি ছিল, আর কিছু ভাগ হোক বা না হোক, বাংলা ভাগ হতেই হবে! লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো গণভোট বা জনমত অনুসারে, স্বাধীন অথবা ভারত ও পাকিস্তানের যেকোনো একটি ইউনিয়নে যোগ দিতে পারবে। সে হিসেবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ থাকলেও হিন্দুমুসলমানর ভেদাভেদের কারণে ঐতিহাসিক ও ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা ভুলে দুইভাগে ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তানে যুক্ত হয়েছিল। দুই বাংলা একীভূত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হলে সেটি হয়তো উপমহাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়ে ওঠার সমুহ সম্ভাবনা ছিল।

(বাকি অংশ ২০ পাতায়)

শাবাশ মুশকান, হিজাবের পক্ষে যার বজ্রকণ্ঠ আওয়াজ 'আল্লাহু আকবার'

মোবায়েদুর রহমান

শাবাশ মুশকান। হ্যাটস অফ টু দিস কিশোরী মুশকান। শুধুমাত্র পত্রপত্রিকার রিপোর্ট পড়ে নয়, যখন ভিডিও ফুটেজ দেখলাম, কয়েকজন গোঁড়া হিন্দু ছাত্র যখন 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগান দিয়ে নেকাব এবং বোরকা পরা কলেজছাত্রী মুশকানকে প্রায় অবরুদ্ধ করেছিল, তখন সে একা একাই ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত উর্ধ্বে তুলে উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ তুলেছিলেন, 'আল্লাহু আকবার'। আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতে দিতে সে কলেজ বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। তার ঈমানী শক্তি এবং দুর্জয় সাহস দেখে কলেজের এক শ্রেণির হিন্দু স্টাফ এবং শিক্ষক চমকে উঠেছিলেন, থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের কারো কারো এবং অন্যান্য মুসলমান শিক্ষার্থীর সহায়তায় সে গেরুয়া বসনধারী কট্টর হিন্দু ছাত্র এবং বহিরাগত গুন্ডাদের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পায়।

কণ্ঠে শ্রীরাম শ্লোগান আর অঙ্গে গেরুয়া বসনধারীদের এই লাঞ্ছনা অসীম সাহসী মুশকানের দুঃসাহসকে দমন করতে পারেনি। গেরুয়াবসনধারীদের কয়েকজন হিন্দুত্ববাদী ছাত্র এবং বহিরাগত গুন্ডা দক্ষিণ ভারতের কর্নাটক রাজ্যে এই উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার জিগির তোলে। এই অবাঞ্ছিত ঘটনায় এতটুকু ঘাবড়ে যায়নি মুশকান। সে বলেছে, ওরা তার প্রতি অশোভন ব্যবহার করেছে। তার জন্য বিচলিত নয় সে। হিজাব পরার এই অধিকার রক্ষায় লড়াই চালিয়ে যাবে সে।

মুশকানের এই দুঃসাহসিক কাজ স্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করেছে। যে ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের একটি কলেজে, সেই ঘটনাটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় বিশাল ভারতে। শুধুমাত্র ভারতেই নয়, ভারতীয় সীমান্তের বাইরেও এই ঘটনার ফুটেজ ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে ড. আসিফ নজরুল তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, 'ভারতের কর্নাটকের কলেজ ছাত্রী মুশকান একদল হিন্দু ধর্মান্ধ ও উত্যক্তকারীকে প্রশ্রয় না দিয়ে, ভয় না পেয়ে মুখের ওপর 'আল্লাহু আকবার' বলে প্রতিবাদ করেছে। এটা আমাদের বহু মানুষকে আনন্দ দিয়েছে, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।' মুশকান পরে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তাকে উত্যক্তকারীদের কোনো শাস্তি দাবি করেনি। শুধু তাদের প্রতি এগুলো না করার আহ্বান জানিয়েছে। এই মহানুভবতা তাকে উত্যক্তকারীদের অনেক ওপরে স্থান দিয়েছে। হিজাব পরা সংক্রান্ত তার বক্তব্য আর অবস্থানকে মানুষ অনেক বেশি সহনশীলভাবে দেখছে।

একজন মাত্র কিশোরীর এই দুঃসাহস বলিউডের বিশাল সিনেমা জগত এমনকি বিজেপির অভ্যন্তরেও নাড়া দিয়েছে। ভারতের শাসক দল বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা, নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুর ভাতিজা চন্দ্র কুমার বসু বলেছেন, মুসলিম মেয়েদের হিজাবে আপত্তি তোলা হলে স্কুল-কলেজে, শাঁখা, পলা, সিঁদুর নিষিদ্ধ করা হোক। পাগড়ি, ধাগা, মাদুলি কিংবা কাড়া পরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। এই দাবি উত্থাপনের সময় তিনি আরো বলেছেন, যতদূর জানা আছে, শিক্ষা প্র তিষ্ঠানে পোশাক যেন শালীনতা রক্ষা করে, সম্ভ্রমপূর্ণ হয়। হিজাব কোনো অশালীন পোশাক নয়। হিজাবে নিষেধাজ্ঞা হলে শাঁখা, সিঁদুর, পলা, পাগড়ি, ধাগা, কাড়া মাদুলিতেও হোক। সেটিই সঙ্গত হবে।

॥দুই॥

হিজাব ইস্যু ভারতীয় সিনেমা জগতেও ঢেউ তুলেছে প্রখ্যাত বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর প্রশ্ন তুলেছেন, 'পাগড়ি পরার চয়েস থাকলে হিজাব নয় কেন?' বিজেপির পাঁড় হিন্দুরা যখন মুশকানের হিজাব পরার বিরোধিতা করে, তখন তাদের বিরোধিতা করেছিলেন দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত অভিনেতা কমল হাসান, গীতিকার এবং সুরকার জাভেদ আখতার প্রমুখ। সোনম কাপুর জোরের সাথে প্রশ্ন তুলেছেন, শিক্ষাঙ্গনে পাগড়ি পরার চয়েস থাকলে হিজাব পরার চয়েস থাকবে না কেন? এই অভিনেত্রী ইনস্টাগ্রামে পাশাপাশি দুটি ছবি দিয়েছেন। একটিতে পাগড়ি পরা এক শিখ ভদ্রলোকের ছবি। অপরটিতে হিজাব পরা এক মহিলার ছবি। তারপরেই প্রশ্ন তুলেছেন, পাগড়ি পরার চয়েস থাকলে হিজাবে থাকবে না কেন?

উল্লেখ্য, সম্প্রতি কর্নাটকের উদুপির শহরের এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব পরিধানকারীদের ক্লাস করতে না দেওয়ার ঘটনা ঘটে। প্রতিবাদে মুসলমান ছাত্ররা রাস্তায় নামে। প্রতিবাদীদের দমনের জন্য পুলিশ লাঠিচার্জ করে। প্রতিবাদীরাও পুলিশের প্রতি পাল্টা ইট পাটকেল ছোঁড়ে। উত্তেজনা চরমে উঠলে কর্নাটক হাইকোর্ট তিনদিনের জন্য স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেয়। প্রখ্যাত অভিনেতা কমল হাসান বলেছেন, ৪ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিষ পুঁতে দেওয়া হচ্ছে। কমল হাসান একজন তামিল। তিনি হুঁশিয়ারী দিয়েছেন, কর্নাটকে যা হচ্ছে তা যেন তামিল নাড়ুতে না ঘটে। জাভেদ আখতার উত্যক্তকারীদের বলেন, 'তারা যা করছেন, সেটাই



কি তাদের পুরষত্ব?'

মালালা ইউসুফজাই একজন পাকিস্তানী কিশোরী। তালেবানরা তাকে গুলি করেছিল। যতদূর মনে পড়ে, লন্ডন নিয়ে গিয়ে তার অপারেশন করা হয় এবং তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। অতঃপর তাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। তারপর থেকেই তিনি নারী অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার। সেই মালালা ইউসুফজাইও কেরালার এই হিন্দু সাম্প্রদায়িক উগ্রতাকে 'ভয়ানক' বলে চিহ্নিত করেছেন। এ ব্যাপারে টুইটারে মালালা লিখেছেন, 'হিজাব পরে মেয়েদের স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এটা ভয়ঙ্কর ঘটনা।' ভারতীয় রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, 'ভারতীয় মুসলিম নারীদের কোনঠাসা করার চেষ্টা এবার আপনারা বন্ধ করুন।'

॥তিন॥

পোশাক পরার স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে এসেছেন শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় নেতারাও। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩নং নেতা, রাজীব গান্ধীর কন্যা এবং রাহুল গান্ধীর ভগ্নি প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, তারা কী পোশাক পরবেন তা তাদের নিজেদের পছন্দের বিষয়। বিকিনি হোক, ঘোমটা হোক, জিনস হোক বা হিজাব হোক– তিনি কী পরতে চান, তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একজন নারীর। এই অধিকার ভারতীয় সংবিধানের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। নারীদের হয়রানি বন্ধ করুন।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দানব ভারতে মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠেছে। তারই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ হিজাব বিরোধী গেরুয়া অভিযান। কিন্তু গেরুয়াদের এই বিষবাষ্পে কেঁপে উঠেছে সুদূর ম্যানচেস্টারও। কর্নাটকের স্থানীয় ছাত্রীদের দাবি, হিজাব ও বোরকা তাদের সংস্কৃতির অংশ। তাই ঐ পোশাক পরেই ক্লাস করতে চান তারা। তাদের এই দাবির সাথে একাত্মতা জানিয়েছেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ী তারকা ফুটবলার পল পগবা। গত ৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার নিজের ইনস্টাগ্রামের স্টোরিতে প্রতিবাদরত ছাত্রীদের ছবি পোস্ট করেন পগবা। সাথে তিনি লেখেন, 'হিন্দুত্ববাদী উম্মত্ত জনতা ভারতের কলেজে মুসলিম নারীদের হিজাব পরা নিয়ে উত্যক্ত করা অব্যাহত রেখেছে।' পগবার এই টুইট মুসলিম নারীদের আরও শক্তি যোগাবে বলে মনে করেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছে আমাদের পাশের প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গেও। পশ্চিমবঙ্গের পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী, গত ৯ ফেব্রুয়ারী বুধবার থেকে লাগাতার আন্দোলনে নেমেছে কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। বুধবার মুসলিম ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল বের করে। তাদের দাবি, হিজাব ব্যক্তিগত পছন্দের পোশাক। এটা পরা থেকে কেউ আটকাতে পারে না। শুক্রবার কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা হিজাবের সমর্থনে রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন। কংগ্রেসের দাবি, সরকার কোনো মহিলাকে তার পছন্দের পোশাক পরতে বাধা দিতে পারেন না। চুরিদার পরবেন, না হিজাব পরবেন, তা একান্তই মহিলাদের ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। একই দিন সন্ধ্যায় ধর্মতলায় হিজাবের সমর্থনে মৌন মিছিল বের করা হয়। বলা হয়, ভারতীয় সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শরীর ঢাকার অধিকার রয়েছে মহিলাদের। 'হিজাব আমার পছন্দ, আমার অধিকার'- এই শ্লোগানে উৎকীর্ণ প্ল্যাকার্ড বহন করা হয় মিছিলে। কলকাতার অন্যত্র মোমবাতি নিয়ে মৌন মিছিল করেন মহিলারা।

ভারতে মুসলিমদের স্বার্থের মশাল বরদার হয়ে উঠেছেন হায়দারাবাদের আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি। অল ইন্ডিয়া মজলিশে ইত্তেহাদুল মুসলেমিনের প্রেসিডেন্ট আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি। মুসলমানদের স্বার্থে আপসহীন হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকের ক্যাডাররা তাকে তিনবার হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। মুশকানের সাহসের তারিফ করে তিনি বলেছেন, 'তার (মুশকানের) নির্ভীক অবস্থান আমাদের সবার কাছে সাহসের উৎস হয়ে থাকবে।'

উদুপির ঘটনার পর দেখা যায় যে বিজয়পুর, চিক্কাবল্লপুর, চিক্কামাগালুরু এবং হাবেরি এলাকার মুসলিম ছাত্রীরা অধিক সংখ্যায় বোরকা পরে এসেছে। খোদ উদুপিরে ছাত্রীরা দল বেঁধে হিজাব পরে এসেছে এবং নিজেদের জন্য আলাদা ক্লাস রুমের দাবি করেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ সেই দাবি মেনে নিয়েছে। ভারতের এনডিটিভিসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় দেখা যায় যে, কর্নাটকের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় এক মাস ধরে হিজাবকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক রেষারেষি চলছে।

হিজাব প্রশ্নে কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর পুত্র রাহুল গান্ধীও টুইট করেছেন। টুইটে তিনি লিখেছেন, 'হিজাব পরে ছাত্রীদের ঢুকতে না দিয়ে ভারতের মেয়েদের ভবিষ্যৎ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।' হিজাব ইস্যুটি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। ৭ দিন আগে কর্নাটক হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল যে, যতদিন পর্যন্ত হিজাব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি না হচ্ছে তত দিন পর্যন্ত হিজাবসহ কোনো ধরনের ধর্মীয় পোশাক স্কুল ও কলেজে পরা যাবে না। কর্নাটক হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে দ্রুত ভারতের সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হয়। আপিলের আর্জিতে বলা হয় যে, হাইকোর্টের এই রায় মুসলিম ছাত্রীদের বিরুদ্ধে যাবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই আপিল খারিজ করে দিয়েছে। বলেছে, সঠিক সময়ে মামলার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট শুনবে।

হিজাবের বিরুদ্ধে ভারতের হিন্দু সাম্প্রদায়িক উস্কানি সীমান্তের ওপারে পাকিস্তানে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ১১ ফেব্রুয়ারী ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাস প্রতিনিধিকে পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠিয়ে বলা হয় যে, ভারতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করায় পাকিস্তান গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। পাক পররাষ্ট্র দফতরের এক বিবৃতিতে বলা হয়, কর্নাটকে মুসলিম মহিলাদের হয়রানির সাথে জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে এবং মুসলিম মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

শেষ করার আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা। কর্নাটকে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করা নিয়ে আমেরিকাও যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, সেটি বাংলাদেশের প্রধান পত্রপত্রিকাসমূহ চেপে গেছে। বস্তুত শুধু আমেরিকান প্রতিক্রিয়া নয়, হিজাবের বিরুদ্ধে মুশকানের লড়াই এবং মুসলমানদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রধান প্রধান গণমাধ্যম তো বটেই, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহও কোনো বক্তব্য রাখেনি। তথাকথিত অসাম্প্রদায়িকতার জুজু তাদের এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, ইসলাম এবং মুসলমানিত্বের ওপর আঘাত এলেও ওরা খামোশ থাকে। কিন্তু হিন্দুদের গায়ে আঁচড় না পড়লেও ঐ সম্প্রদায়কে তোয়াজ করার জন্য ওরা পেরেশান হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একজন অ্যামবাসেডর অ্যাট লার্জ নিয়োগ দিয়েছেন। তার নাম রাশাদ হোসেন। তিনি বলেছেন, হিজাবের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেটা ভারতের মুসলিম নারীগণকে কোনঠাসা করবে। আল জাজিরার খবরে বলা হয়, হিজাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা বিজেপির মুসলিম বিরোধী এজেন্ডারই আংশিক বাস্তবায়ন।

Email: journalist15@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্র-চীন দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত আমিরাত

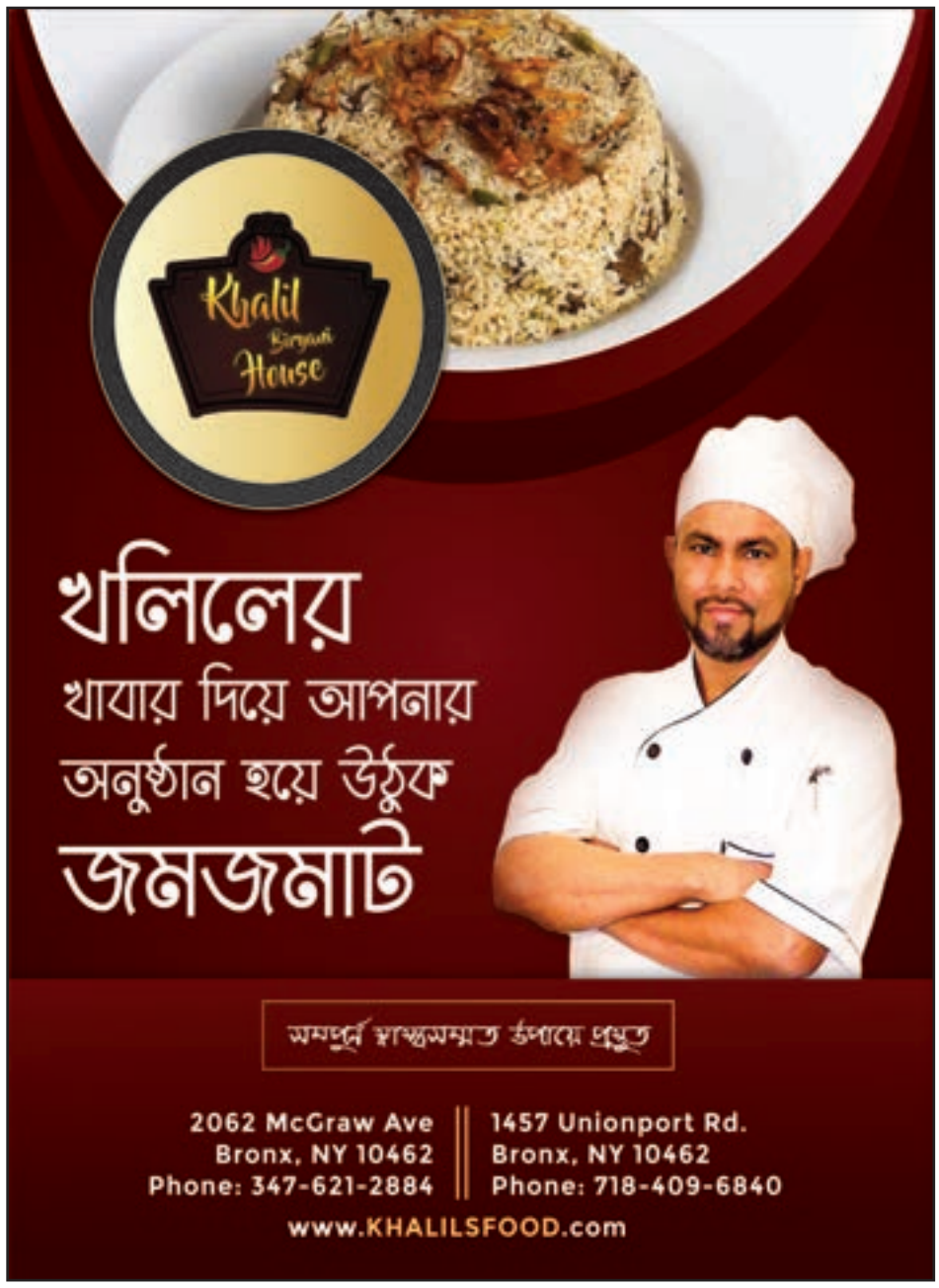
ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ লেখক-ইতিহাসবিদ লর্ড অ্যাক্টন লিখেছিলেন, 'পাওয়ার টেন্ডস টু করাপ্ট, অ্যাবসুলিউট পাওয়ার করাপ্টস অ্যাবসুলিউটলি।' আর অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে দার্শনিক ভলতেয়ার লিখেছিলেন, 'গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রিসপন্সিবিলিটিজ।' ইতিহাসের বড় বড় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদী শক্তি তাদের সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণে একেকটি সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তির পতন ঘটেছিল। উসমানীয় খেলাফত, মুঘল সাম্রাজ্য, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে শুরু করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উত্থান-পতনের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সত্য বেরিয়ে আসে। কট্টর জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমের আস্ফালন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ফ্যাসিবাদে পরিনত করতে পারে। গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে জার্মানীতে হিটলারের নাজি পার্টির উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা কিভাবে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইউরোপসহ পুরো বিশ্বকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। রাষ্ট্রশক্তি যদি জনমতের স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রত্যাশাকে হীন রাজনৈতিক স্বার্থে বিভক্ত করে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে চায় তা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের সম্ভাবনাকে শেষ করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের ফাউন্ডিং ফাদাররা যেসব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে এসে সেসব বিষয়গুলো যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তির উপর আঘাত হানতে শুরু করেছিল। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং সিস্টেম ও কারেন্সি নিয়ন্ত্রণের মত বিষয়গুলো আমেরিকান জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার যে আশঙ্কা ফাউন্ডিং ফাদাররা করেছিলেন, তা এখন বাস্তব রূপে আবির্ভূত হয়েছে। কর্পোরেট পুঁজিবাদ আমেরিকান জনগণকে দেউলিয়া করে গুটি কতেক ব্যক্তি ও পরিবার সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। অর্থনৈতিক মহামন্দায় শেয়ার বাজার ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সম্পদ হারিয়ে, বাড়িঘর ও চাকরি হারিয়ে এখন হাজার হাজার আমেরিকান নাগরিককে 'উই আর ৯৯%' প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করতে দেখা যায়। অর্থনৈতিক কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বঞ্চনার ঢেউ বিশ্বের দেশে দেশে বহুমাত্রিক সংকট সৃষ্টি করেছে। অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য বহুজাতিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো দেশে দেশে ধর্মীয় ও জাতিগত বিভাজন ও রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বিভাজনকে উগ্রতার দিকে উস্কে দিতে নেপথ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করেছে। বিশেষত শতকোটি মানুষের বড় দেশ ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের উগ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে কমিউনিটিতে ও প্রতিবেশিদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে শাসকদের দুর্বল অবস্থানে ঠেলে দিয়ে স্বার্থ হাসিলের তৎপরতা চলছে কি না তা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞরাই ভাল বলতে পারবেন।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া স্বাধীন রাষ্ট্র ইউক্রেন এখন রাশিয়ার সাথে ন্যাটোভুক্ত ইউরোপ-আমেরিকার দ্বন্দ্বের 'অ্যাপল অব ডিসকর্ড' হয়ে উঠেছে। যেকোনো সময় ভয়াবহ যুদ্ধের আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশে রাশিয়া বা পশ্চিমাদের তেমন কোনো নিবিড় ভূ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ না থাকলেও এখানে ভারত ও চীনের মত পারমানবিক পরাশক্তির যুদ্ধ-সংঘাত এবং নীরব লড়াইয়ের চলমান ইতিহাস রয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক কারণে এই দুই শক্তির পশ্চাতে আমেরিকা ও রাশিয়ার নেপথ্য ইন্ধন থাকা খুবই স্বাভাবিক। একই বাস্তবতায় ইউরোপের ইউক্রেনের মত উপমহাদেশের রাজনীতিতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার গুরুত্বপূর্ণ। নিরীহ অসামরিক রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর মিয়ানমার বাহিনীর গণহত্যা ও জাতিগত নির্মূল অভিযান চালিয়ে ইতিহাসের ঘৃণ্যতম মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরও ভারত, চীন বা পশ্চিমাদের নীরব ভূমিকার নেপথ্যেও মিয়ানমানের খনিজসম্পদের উপর তাদের লোলুপ দৃষ্টি ও গোপণ সমঝোতার আভাস অনেকটাই স্পষ্ট। এখন বাংলাদেশের ভবিষ্যত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে চীন-মার্কিন কূটনৈতিক রশি টানাটানি তেমন জোরালো হয়ে না উঠলেও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাবেক ও বর্তমান শীর্ষ ৭ কর্মকর্তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত গার্মেন্টস ক্রেতারা বাংলাদেশী রফতানিকারকদের ঋণপত্রের উপর নতুন শর্ত আরোপ করতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক কারণে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অত:পর বহুজাতিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্বার্থান্বেষী মহলের দাবার গুটি হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টির ভুরি ভুরি উদাহরণ সাম্প্রতিক ইতিহাসে রয়েছে। মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের স্বার্থে খোদ যুক্তরাষ্ট্রও কর্পোরেট জায়নবাদের ক্রীড়নকে পরিনত হয়ে ওয়ার অন টেররিজমের নামে মধ্যপ্রাচ্যে একের পর এক দেশ দখল ও প্রক্সি ওয়ারের মাধ্যমে আমেরিকান জনগণের রাজস্ব থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার লোপাট করা হয়েছে। এসব যুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অর্জন ছাড়াই পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাক-আফগানিস্তান ও সিরিয়া ছাড়তে হয়েছে।

বাণিজ্য, জ্বালানি ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের বোঝাপড়ার নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে রাশিয়া-আমেরিকার মত রাজনৈতিক পরাশক্তি দেশগুলো গত ৭ দশক ধরে পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। তবে রাশিয়ার পাশের মধ্য এশিয়া বা আমেরিকার পাশে মেক্সিকো বা পানামা বা কানাডার সাথে কোনো উত্তেজনার কথা শোনা যায়না। যতক্ষণ না আরেক পরাশক্তি সেখানে হস্তক্ষেপ করছে ততক্ষণ বড় কোনো উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরী হয় না। দুই পরাশক্তির মাঝখানে জনগণের ঐক্যই কেবল বিজয়ের নিয়ামক হতে পারে। ষাটের দশকে কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আফগানিস্তান, সিরিয়া বা ইউক্রেনের চলমান বাস্তবতা থেকে এই সত্য বারবার প্রমানিত। তবে ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির যে ভূমিকা দেখা যাচ্ছে, তা আমাদের উপমহাদেশকে ইতিহাসের এক ভয়াবহ পরিনতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক, মানবাধিকার সংস্থা ও জেনোসাইড বিশেষজ্ঞরা ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুসলিম কাউন্সিল আয়োজিত অনলাইন সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্ষীয়ান মার্কিন অধ্যাপক ও গবেষক, আন্তর্জাতিক গণহত্যা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'জেনোসাইড ওয়াচে'র প্রতিষ্ঠাতা ড. গ্রেগরি স্ট্যান্টন ভারতের মুসলমানরা রুয়ান্ডার মত গণহত্যার শিকার হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে রুয়ান্ডায় গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার কয়েক বছর আগেই প্রফেসর স্ট্যান্টন সেই গণহত্যার ভবিষ্যদ্বানি করেছিলেন। ভারতের মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রফেসর স্ট্যান্টনের পিলে চমকানো ভবিষ্যদ্বানির পর এবার আমেরিকান প্রফেসর এমিরেটাস, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত বর্ষীয়ান দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক নোয়ম চমস্কি বলেছেন, ভারত সরকার মুসলমানদেরকে বিশ্বের বৃহত্তম নিপীড়িত জনগোষ্ঠীতে পরিনত করেছে। তিনি কাশ্মিরের উপর ভারতের নির্মম দখলদারিত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এর সাথে ফিলিস্তিনের উপর ইসরাইলের দখলদারিত্বের তুলনা করেছেন। একই অনলাইন সেমিনারে ভারতীয় লেখক ও ওয়েস্টমিনিস্টার ইউনিভার্সিটির লেকচারার অন্নপূর্ণা মেনন বলেছেন, বিজেপি সরকার যেভাবে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ চালাচ্ছে বিশ্বসম্প্রদায়ের উচিৎ সে দিকে নজর দেয়া। ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া এডভোকেসি ডিরেক্টর জন সিফটনের মতে, ভারতের সংবিধান লঙ্ঘন করে সেখানে সংখ্যালঘুদের দমন করে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মীয় পক্ষপাত অনেক বড় হুমকি। এই হুমকি একদিকে যেমন ভারতের ২৫ কোটির বেশি মুসলমানের প্রতি, ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রতি, অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশগুলোর নাগরিকদের প্রতিও।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রতির হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিজেপি রাতারাতি পাল্টে দিয়ে ভারতের মুসলমানদের উপর হিন্দুত্বের দীক্ষা চাপিয়ে দিতে চাইছে। পশ্চিমাদের উপর জায়নবাদীদের চাপিয়ে দেয়া ইসলামোফোবিয়া ভারতে স্থান পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, ভারতের মুসলমানরা হাজার বছর ধরে ভারত শাসন করেছে এবং ভারতের জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ভারতেই জায়নবাদী প্রপাগান্ডায় ছড়িয়ে দেয়া ইসলামোফোবিয়া সবচেয়ে আক্রমনাত্মক (নোয়ম চমস্কির মতে, 'মোস্ট লিথ্যাল ফর্ম') রূপে আর্বিভূত হয়েছে! বিজেপি শাসিত কর্নাটকে শিক্ষাঙ্গনে মুসলমান নারীদের হিজাব পড়া নিষিদ্ধ করে সেখানকার মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার পন্থা বলে বিবেচিত হচ্ছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশসহ প্রতিবেশি দেশগুলোর উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। গতবছর ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া মাফলার পড়া একদল যুবক 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' 'বাংলাদেশ মুর্দাবাদ' শ্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা পায়ের নিচে ফেলে মাড়িয়ে অবমাননা করছে। ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে আপত্তির-ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য ও আক্রমণে বিক্ষুব্ধ হলেও বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় গোষ্ঠী ভারতের পতাকা নিয়ে এমন আচরণ করেনি। প্রতিবেশি বড় দেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের উগ্রপন্থী কর্মীদের প্রতিবেশি দেশের প্রতি এমন বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ খুব খারাপ বার্তা বহন করছে। আমরা বিশ্বাস করি, ভারত একটি সুসভ্য মহান রাষ্ট্র আর সনাতন ধর্ম বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন-অহিংস ধর্ম। জায়নবাদীদের সাথে যেমন জুদাইজমের পার্থক্য রয়েছে, তেমনি হিন্দুত্ববাদীরাও অহিংস হিন্দু নয়। অতএব হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বী বা ভারত রাষ্ট্রের প্রতি বাংলাদেশের মুসলমানদের কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। ভারতের হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সন্ত্রাস শুধু ভারতকেই বিভাজন ও অশান্তির নিগড়ে নিক্ষেপ করছে না, বাংলাদেশসহ প্রতিবেশিদের প্রতিও ক্রমাগত হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

e-mail: bari_zamal@yahoo.com





IRS Enrolled Agent



Md. Chowdhury Nizam, CEO
BS in Accounting (CUNY)
MBA in Finance (CU)

Contact
917-856-8809
718-350-1323
info@itradeincs.com
www.itradeincs.com

37-66, 72nd St, 3FL
Jackson Heights
New York- 11372

iTrade Inc

আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

আমাদের সেবাসমূহ: IRS e-file



- ট্যাক্স ফাইল
- একাউন্টিং এন্ড পেরোল
- সিটিজেনশীপ ফরম পুরন
- ইমিগ্রেশন ভিসা আবেদন
- গ্রীনকার্ড নবায়ন আবেদন
- হাউজিং এর আবেদন
- সিটি, স্টেট ও ফেডারেল জব সহায়তা

AICPA Member of American Institute of CPAs®

IRS ENROLLED AGENT





ব্রঙ্কসের খলিলে দেশী স্বাদে বিদেশী মাছ

(শেষের পাতার পর)

ক্যালসিয়ামের একটি ভাল উৎস এবং এটি প্রোটিন, ফস-ফরাস এবং সেলেনিয়ামের একটি খুব ভাল উৎস ।

আমরা মাছ খেতে ভালবাসি ঠিকই । কিন্তু চেনা পরিচিত মাছের বাইরে বেরতে চাই না । কিন্তু মাঝে মধ্যে নিয়মভাঙা পথে চলতে মন্দ লাগে না । তাই বিদেশী মাছ যদি বিদেশী কায়দায় বান্না করা যায় তা এক কথায় বলা যায় অপূর্ব ।

রেড স্নেপার মুলত একটি সামুদ্রিক মাছ । এটি মেক্সিকো উপসাগর এবং আমেরিকার উভয় উপকূলেই এই সুস্বাদু মাছটি পাওয়া যায় । এ্যই চর্বিহীল সুস্বাদু মাছ টি সব ধরনের ভোজনরসিকদের কাছে প্রিয় খাদ্য ।

সম্প্রতি এই মাছের একটি বিশেষ পদ চালু করেছে ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী হাউস । স্টীমড রেড স্নাপার সাথে নান । মাছের ঝোলটাকে করা হয়েছে স্যুপের মত সুপেয় বলা যায় প্রথম দিনেই বাজিমাত । যারা খেয়েছেন তারা এর স্বাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ।

এ প্রসঙ্গে খলিল বিরিয়ানী হাউসের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান বলেন, আমরা খাবারে নতুনত্ব আনতে বিশ্বাসী । সে লক্ষেই কাজ করে যাচ্ছি । স্টিমড রেড স্নাপার তারই একটি । এটি সামুদ্রিক মাছ হলেও একে দেশীয় স্বাদ দেবার চেস্টা করছি । বিদেশীদের জন্য একরকম এবং দেশীয়দের জন্য একরকম- এই দুভাবে পরিবেশন করা হবে । আগামীতে আমরা আরও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ দেশীয় স্বাদে আমাদের গ্রাহকদের সামনে তুলে ধরার চেস্টা করবো ।

খলিলুর রহমান "স্টিমড রেড স্নাপার" সহ অন্যান্য বিভিন্ন মাছের ব্যতিক্রমি স্বাদ আস্বাদনের জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ।

নিউইয়র্কে হালাল জাপানি রেস্টুরেন্ট

(শেষের পাতার পর)

হালাল হারাম প্রশ্ন যাদের মনে উদয় হয় তারা ইচ্ছে থাকলেও সেই হিবাচি রেস্টুরেন্টের মজাদার খাবার গ্রহন থেকে বন্চিত থাকেন । তবে তাদের জন্য সুখবর!

আমি আপনাদের সে মনোকস্ট দূর করতে এ সপ্তাহে নিয়ে যাবো একটি হালাল হিবাচি রেস্টুরেন্টে । তার আগে চলুন জেনে নেই "হিবাচি" কি?

জাপানে 'হিবাচি' শব্দের অর্থ 'আগুনের বাটি' । এটি একটি গোলাকার ধারক সহ একটি গ্রিলিং ডিভাইসকে বোঝায় । এক কথায় হিবাচিকে বলা যায়-জাপানি স্টাইল কুকিং । তবে কুকিং এর স্টাইলটি ভিন্ন । একটি হিবাচি গ্রিল বুফে রেস্তোরাঁর গ্রাহকরা বসে শেফকে খোলা আগুনের গ্রীলে খাবার রান্না করতে দেখেন ।

লং আইল্যান্ডের "জা জা জাপান" নামের হিবাচি রেস্টুরেন্টটি একটি এশিয়ান বিস্ট্রো এন্ড স্টেক হাউস । এদের হালাল সার্টিফিকেট আছে । এবং নিউইয়র্কে আমাদের বাংলাদেশী অথবা মুসলিম গ্রোসারীগুলোতে যারা মাংস সরবরাহ করেন এই দা জা রেস্টুরেন্টটি সেসব প্রতিষ্ঠান থেকেই মাংসের সরবরাহ নেন ।

আমি তাদের ম্যানেজ্যারের সাথে কথা বলেছি । তিনি সে সব সার্টিফিকেট আমাকে দেখতে দিয়েছেন যা আমি কপি করে এনেছি । যারা হালাল হিবাচী বা জাপানি খাবার খেতে চান তারা সন্দেহাতীত ভাবে এই রেস্টুরেন্টের খাবার টেস্ট করতে পারেন । রেস্টুরেন্টটিতে খাবারের ভ্যারাইটি চয়েজ রয়েছে ।

সুসি এপিটাইজার, নানা রকম, চিকেন, বিফ আইটেম, স্যুপ, সালাদ, নুডুলস, রাইস, আইসক্রিম, চিজ কেক, সিসিমি চিকেন, সীফুড, শ্রীম্প, পাইন আপন ফ্রায়েড রাইস, ভেজিটেবল, গ্রীন স্যালাড, রেড লবস্টার, স্যালমন, কালামারি ইত্যাদি ।

বলা হয় জাপানি খাবার মানেই স্বাদ আর স্বাস্থ্যের মেলবন্ধন । সেই সাথে যদি "হালাল" শব্দটা যোগ হয় তাহলে তা হবে সোনায় সোহাগা । হিবাচি জাপানি খাবারের একটা স্টাইল হলেও জাপানি অন্যান্য খাবারগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে পরিবেশন করা হয় ।

জাপানে একটি প্রবাদ আছে তাহলো-'খাদ্য, একজন



ব্যক্তির মতো, একটি শালীন সমাজে নগ্ন অবস্থায় উপস্থিত হতে পারে না ।'

জাপানে জনসংখ্যার খুব অল্প শতাংশই স্থূল প্রকৃতির ।কারণ জাপানির্দের বেশীরভাগই তাজা ফলমূল, শাকসবজি এবং সামুদ্রিক খাবার পছন্দ করে । জাপান চারদিকে সমুদ্র এবং মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত । এজন্য তাদের পক্ষে মাছ এবং আরও অনেক সামুদ্রিক খাবার তৈরি করা সহজ হয় ।আর এসব খাবার তৈরিতে তারা বিশেষভাবে দক্ষও ।জাপানিরা বিভিন্নভাবে মাছ রান্না করতে পারে ।বলা হয় তারা দুই শতাধিক পদ্ধতিতে মাছ রান্না করতে পারে ।তারা রান্নায় বিভিন্ন মাছ, যেমন স্কুইড, অক্টোপাস, শেলফিশ, চিংড়ি, কাঁকড়া, গলদা চিংড়ি এবং আরও অনেক ধরনের মাছ ব্যবহার করে । যেজন্য জাপানি রেস্টুরেন্টগুলোতে মাছের ভ্যারাউটি পদ পাওয়া যায় ।

তাই ইঙ্গ-বঙ্গ মিলিয়ে প্রিয়জনদের নিয়ে আপনার পছন্দের খাবারটি উপভোগ করতে ঘুরে আসুন "জা জা জাপান" থেকে ।তবে যাবার আগে ফোন করে টেবিলটা হুকুম করে নিন ।তাহলে এখানে গিয়ে আর অপেক্ষার প্রহর গুনতে হবেনা । ঠিকানা: জা জা জাপান, ৪০০০ জেরিকো টার্নপাইক,

ইস্ট নর্থপোর্ট, নিউইয়র্ক । ফোন:৬৩১-৪৯৯-৩৯৩৯ ।

ভিটে মাটি হারানোর আশংকায় এক নিউইয়র্ক প্রবাসী

(শেষের পাতার পর)

সম্প্রতি তিনি বাংলা পত্রিকা'র প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে জানান **(বাকি অংশ ০০ পাতায়)**

(শেষের পাতার পর)তার উদ্বেগের কথা । পেশায় ব্যবসায়ী আজিজুর রহমান দেশে অবস্থান কালে সাহায্য করতেন বিপদে পড়া মানুষদের । এখন তিনি নিজেই রয়েছেন বিপদের মধ্যে ।

সিলেটের জগন্নাথপুর উপজেলার সেরা মোহাম্মদপুর এলাকার বাসিন্দা আজিজুর রহমানের অভিযোগ তারই এলাকার আরেক বাংলাদেশী চেরাগ আলীর বিরুদ্ধে । আজিজুর রহমান জানান, চেরাগ আলী একজন পেশাদার সন্ত্রাসী তার বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে । চেরাগ আলী আজিজুর রহমানের ২০ ডিসিমেল জমি দখলে নিয়েছে আরো জমিজমা ভিটে-মাটি দখলের জন্য নানা তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে । চেরাগ আলীর কাছে আজিজুর রহমানের শতবর্ষী বাবা মছদ্দর আলী এবং এক ভাই জিম্মী হয়ে পড়েছেন বলে জানান তিনি । চেরাগ আলী বেপরোয়াভাবে তার পরিবারকে ভয়-ভীতির মধ্যে রাখেছে এমন তথ্য দিয়ে আজিজুর রহমান বলেন, তিনি থানা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, ডিআইজি বরাবরে অভিযোগ করেও কোন সাহায্য পাননি । সংশ্লিস্ট বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগের পাশাপাশি একজন প্রবাসী হিসেবে তিনি প্রবাসী সেলে বিষয়টি অবহিত করেন, লিখিত আবদন জমা দিয়েছেন ।

পরিবারের সদস্যদের চেরাগ আলী এবং তার সহযোগীদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে এবং জমিজমা রক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের দূতাবাস, কনসাল জেনারেল অফিস সহ প্রবাসী কল্যান মন্ত্রী এবং প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি । তার জমা দেয়া আবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগ তদন্তের জন্য পুলিশ প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন আজিজুর রহমান ।

স্টক মার্কেট নিয়ে বাংলাদেশীদের হতাশা এখন চরমে

(শেষের পাতার পর)

সব শেয়ারের দাম কমেছে বিস্ময়কর ভাবে । একই অবস্থা ক্রিপটো কারেন্সি বাজারে । যারা কয়েনবেইজ প্লাটপরমে ট্রেড করে তারাও রয়েছেন হতাশায় । সবগুরো শেয়ারের দাম কমছে । বাড়ার তালিকায় হাতেগুনা কিছু কোম্পনী রয়েছে । ফেইসবুকের শেয়ার তিনশো থেকে নেমে দুইশোত বাকী কোম্পানীগুলোর অবস্থা একই,এদিকে বিট কয়েন নেমেছে সপ্তাহ শেষে প্রতিটি ৪০ হাজারে । বাংলাদেশী গৃহিনী, স্কুল, কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী, ডাক্তার, ব্যবসায়ীসহ নানা শ্রেনী পেশার মানুষ এখন স্টক মার্কেট এর সাথে জড়িত,এই ব্যবসার বড় একটি অংশ আছেন বিভিন্ন বেইসের ড্রাইবার । সবাই এখন ক্ষতির হিসাব করছেন আর অপেক্ষা করছেন কবে থামবে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ- ঘুরে দাড়াবে স্টক মার্কেট,ফিরে পাবেন হারিয়ে যাওয়া বিনিয়োগ ।

ক্রমেই বাড়ছে যুক্তরাস্ট্রের স্টক মার্কেটে বাংলাদেশীদের অংশগ্রহন আর এর ফলে এই ব্যবসা নিয়ে বাড়ছে আগ্রহ, পাশাপাশি উদ্বেগের কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক পরিবারে । কয়েক সপ্তাহজুড়ে স্টক মার্কেট ছিল নিম্নমুখী । সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্লাটফরম ফেইসবুক । এখানে আলোচনা হয় দেশ-বিদেশের নানা বিষয় নিয়ে,তবে এখন আলোচনা হচ্ছে ফেইসবুক নিয়েই । এর কারন হঠাৎ করে ফেইসবুকের অস্বাভাবিক দরপতন হয়েছে । ১০০ ডলার দাম কমেছে ফেইবুকের প্রতিটি শেয়ারে । শুধু ফেইসবুক নয় শেয়ার বাজারে ধ্বস নামে গত মাসজুড়ে. এখনো সেটি অবাহত আছে ।

বুঝে না বুঝে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী এখন স্টক মার্কেটের ব্যবসার সাথে জড়িত,অনেকে এই সেক্টরকে বুঝে উঠার আগেই হারিয়ে ফেলেছেন হাজার হাজার ডলার আবার লাভবান হয়েছেন অনেকে । শেযার বাজারে যে সব শেযারকে নির্ভরযোগ্য শেয়ার মনে করা হয় এবং বিনিয়োগ মোটামোটি নিরাপদ হিসেবে ধরে নেয়া হয় সে তালিকায় রয়েছে গুগল, মাইক্রোসফট, আপল, ফেই-সবুক, টুইটার ইত্যাদি । গত সপ্তাহে এ ধরনের শীর্ষ প্রতিস্টানের শেয়ারের পাশাপাশি অনেকগুরো বহুজাতিক কোম্পানীর শেয়ারের দাম কমে যায় । বিশ্লেষকরা মনে করেন এই মুহূর্তে শেয়ার ধরে রাখতে হবে, প্রয়োজনে এসব শেয়ার আরো কেনা যাবে,তবে বিক্রি না করার পক্ষে সবার মতামত । এদিকে ইলেক্ট্রনিক মোটর যানবাহন কোম্পানী টেসলার শেয়ার গত একমাস যাবত উঠা নামার মধ্যে আছে । গতমাসে প্রতিটি শেয়ার ১২শ ডলারে উঠলেও গত সপ্তাহের শুরুতে সেটি নেমে যায় ৮৫০ ডলারে । সপ্তাহ শেষে টেসলা প্রতি শেয়ার ৯৫০ ডলারে উঠেছে এবং এটি উর্ধ্বমুখী হওয়ার আশা করছেন সংশ্লিস্টরা ।

শেয়ারবাজারে যারা বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার কিনে রোকসানে আছেন তাদেরকে অপেক্ষায় থাকার পরামর্শ দিয়েছেন এই খাতে যারা পূরনো বিনিয়োগকারী তারা নতুন বিনিয়োহকারীদের কয়েকটি বিষয়ে তথ্য জানার অনুরোধ করেছেন অভিজ্ঞ স্টক মার্কেট বিশ্লেষকরা । স্টক মার্কেটের ব্যাপারে গণমাধ্যমে প্রচার হওয়া খবর জানা, যে সব প্রতিস্টানডিভিডেন্ট দেয় তাদেও তালিকা জানা,শেযারের নিচে এনালাইসেস পড়া এবং বিবেচনায় রাখা সর্বোপরী তড়িগড়ি করে কোন শেয়ার বিক্রি না করা ।

Utshob Group

Rtv

বাংলার গায়েন

গাইবে তুমিও

USA

যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হচ্ছে লোকগানের
জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো
UtshobGroup প্রেজেন্টস
আরটিভি বাংলার গায়েন-ইউএসএ

রেজিস্ট্রেশনের জন্য আজই আপনার খালি
গলায় গাওয়া যেকোন একটি লোকগান
মোবাইলে ভিডিও করে পাঠিয়ে দিন
আমাদের কাছে।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য ভিজিট করুন
Rtvonline.com/banglargayen
অথবা
Facebook.com/rtvbanglagayen

রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ
১০ মার্চ, ২০২২ইং







হবিগঞ্জ জেলা আ. লীগের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর চৌধুরীকে নিউইয়র্কে সংবর্ধনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র সফররত হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও নবীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এডভোকেট মোঃ আলমগীর চৌধুরীকে নিউইয়র্কে এক নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী হবিগঞ্জবাসীর আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রাণঢালা ভালবাসায় সিক্ত করেন তাকে। এসময় সংবর্ধিত আলমগীর চৌধুরী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বলেন, হবিগঞ্জ এখন আর অবহেলিত জনপদ নয়। শিক্ষা, চিকিৎসা আর অবকাঠামোগত উন্নয়নে সারাদেশের মধ্যে এক দৃষ্টান্ত। শিল্প বিকাশের ফলে মাধবপুর থেকে বাহুবল পর্যন্ত এখন দেশের খ্যাতনামা শিল্প প্রতিষ্ঠানে ভরপুর। এর ফলে এখানে লাখ লাখ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বেকারত্বের হারও অনেক কমে এসেছে।

তিনি বলেন, জীবনের সবটুকু মূল্যবান সময় রাজনীতিতে ব্যয় করেছি। বাকী জীবনও মানুষের কল্যাণে বিলিয়ে দিতে চাই। আলমগীর চৌধুরী প্রবাসীদের আশ্বস্ত করে বলেন, দেশে যে কোনো প্রয়োজনে তাকে কেউ স্মরণ করলে যথাসাধ্য তিনি তার পাশে থাকবেন।

নাগরিক সংবর্ধনা কমিটির আহবায়ক এম উদ্দিন আলমগীরের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আমেরিকার নিউজ ম্যাগাজিন দিনবদল-এর প্রধান সম্পাদক সেলিম আজাদ। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য ডা. মাসুদুল হাসান. যুক্তরাষ্ট্র ল সোসাইটির সভাপতি এডভোকেট মোঃ নাসির উদ্দিন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডিজিএম ফজলুর রহমান চৌধুরী, বৃন্দাবন কলেজ এলামনাইর প্রেসিডিয়াম সদস্য শাহ মোঃ সাদেক, মাহবুব সামাদ নেছার, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আব্দুল হাসিব মামুন ও প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া (এনাম), নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, সহ সভাপতি শেখ আতিক, মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান রফিক, সহ সভাপতি সাইকুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের আহবায়ক একেএম তারিকুল হায়দার চৌধুরী, কানেকটিকাট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন মোঃ আবুল কাশেম মজুমদার, শফিকুল ইসলাম লুতু, নাজমুল আলম রোমেন, মোঃ নরুল ইসলাম নজরুল, প্রফেসর আবদুর রহমান, মিয়া মোঃ আছকির, আবু সাঈদ চৌধুরী কুটি, নাগরিক সংবর্ধনা কমিটির প্রধান সমন্নয়কারী শেখ জামাল হোসেন, বিশ্বজিৎ বাবু, যুবলীগ নেতা মোঃ সেবুল মিয়া, কামরুজামান মুরাদ, রিয়াজুল কাদির লস্কর মিটু, শেখ মোস্তফা কামাল, জাহিদুল ইসলাম খন্দকার, ফরহাদ হাসান।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক মোঃ আবদুল মালেক, মহিবুর রহমান মিয়া, সামছু মিয়া, লিটন চৌধুরী, আব্দুল গাফফর চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার জয়নাল আবেদীন খান, দেওয়ান মুতাচ্ছির মনজু, মোঃ শামসুল আলাম শামীম, আব্দুল হামিদ, আশিকুর রহমান খান লিটন, সমন্নয়কারী আমির আলী, বিষ্ণুপদ সরকার, এম ফয়সাল আহমেদ, সুকান্ত দাস হরে, শাহ রহিম শ্যামল, ইমরান আলী টিপু, আবুল কালাম, মিজানুর রহমান, মাহফুজ হায়দার, নাফিজুর রহমান তুরান, ইসমত হক খোকন, কামাল হোসন রাকিব, মাসুম আবেদীন, নোবেল আমিন, সোহাগ আফছার, মুসা মান্নান, আবু বক্কর সিদ্দিকী, সাফাত রহমান, মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার আকাশ, গোলাম মাওলা চৌধুরী, তহিদুর ইসলাম রনি, সৈয়দ মোশাররফ হোসেন শাহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

'টুকু-মুনির' নেতৃত্বে জেবিবিএ'র পাল্টা কমিটি

নির্বাচনী ফল বাতিলে মামলা, মোশনের ওপর শুনানী ১৬ মার্চ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ) নিউইয়র্ক-এর নির্বাচনী ফল প্রত্যাখ্যান করে ওই ফলাফলের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নিয়েছে 'টুকু-মুনির' নেতৃত্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বি প্যানেল। এ সংক্রান্ত মামলা ও তাদের আনীত মোশনের ওপর আগামী ১৬ মার্চ শুনানী অনুষ্ঠিত হবে। মামলায় নির্বাচনে অনিয়ম, অসাধুতা ও দূর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৯ জানুয়ারী বিভক্ত জেবিবিএ'র একাংশের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে 'গিয়াস-তারেক' প্যানেল জয়লাভ এবং এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শপথ গ্রহন করে।

জেবিবিএ'র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'টুকু-মুনির' নেতৃত্বাধীন প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী মাহবুবর রহমান টুকু বলেন, গত ৯ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত জেবিবিএ'র নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির জন্য কুইন্স সুপ্রিম কোর্টে আমি একটি মামলা দায়ের করেছিলাম। ওই মামলায় মূলতঃ আদালতের স্টে-অর্ডার চেয়েছিলাম যাতে করে বেআইনিভাবে নির্বাচিতরা শপথ নিয়ে জেবিবিএকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে না পারে। কিন্তু করোনার জন্য আদালতের কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ওই সময় মাননীয় বিচারক হিয়ারিং ছাড়াই আমাদের অর্ডার টু শোকজ ডিনাই করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আমাদের এটর্ণী পুনরায় অর্ডার টু শোকজ ফাইল করেন। আদালত সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে গত ১৪ ফেব্রুয়ারী আমাদের অর্ডার টু শোকজ গ্র্যান্ট করেন। তবে শপথ গ্রহণ শেষ হয়ে যাওয়ায় তার উপর স্টে দেননি। আগামী ১৬ মার্চ উক্ত মামলা ও আমার আনীত মোশনের উপর হিয়ারিং হবে।

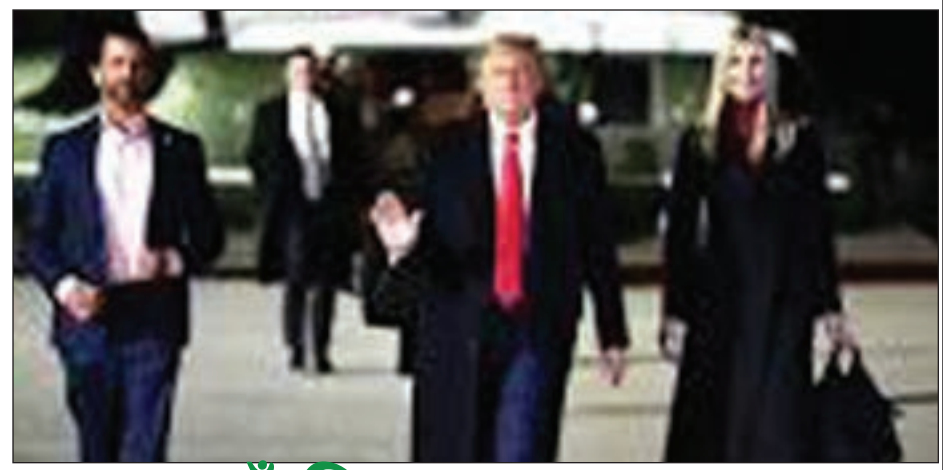
এদিকে, গত ১০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে 'টুকু-মুনির' নেতৃত্বাধীন জেবিবিএ'র পক্ষ থেকে অভিযোগ করে বলা হয়, ৯ জানুয়ারীর নির্বাচনে যে কোন উপায়ে জয়লাভের লক্ষ্যে 'গিয়াস-তারেক' প্যানেল অবৈধ তৎপরতার আশ্রয় নিয়েছিল। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনেই সকল অপতৎপরতা চালানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন 'টুকু-মুনির' প্যানেলের সভাপতি মাহবুবর রহমান টুকু। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সাধারণ সম্পাদক মুনীর হাসান, সহ সভাপতি মোঃ সোলেয়মান আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আল ফারুক ও সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, জেবিবিএ'র নির্বাচনে অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ, দুর্নীতি ও ব্যাপক অনিয়মের প্রেক্ষিতে নির্বাচনের ফলাফল কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না। তাই প্যানেলে অংশগ্রহনকারী সকলের সিদ্ধান্তে আমরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছি। ওই নির্বাচনে ব্যবহৃত ইভিএম মেশিন ও সফটওয়্যার ম্যনিপুলেশন, প্রকৃত ভোটারদেরকে ভোট প্রদানে বাধা এবং নন ভোটারদেরকে ভোটদানের সুযোগ সহ বিভিন্ন অপতৎপরতা চালানো হয়েছিল। এই অপতৎপরতাকে বৈধ করার লক্ষ্যে এনওয়াইপিডি'র অফিসারদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছিল।

সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন, আমাদের দায়েরকৃত মামলা এখন আদালতে বিচারধীন রয়েছে এবং অবৈধভাবে নির্বাচিতরা সব সমস্যা বাদ দিয়ে লোক দেখানো শপথ গ্রহণের আয়োজন করেছে। এধরনের অপতৎপরতাকারীদের হাতে জেবিবিএ'র মত একটি সংগঠনকে তুলে দেয়া ব্যবসায়ী কমিউনিটিকে চরমভাবে অপমানের সামিল বিধায় সকলের পরামর্শে প্রকৃত ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ে আমরা জেবিবিএ'র নতুন কমিটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় যে, জেবিবিএ'র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'টুকু-মুনির' প্যানেলের সকলকে স্ব স্ব পদে নতুন কমিটিতে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ কমিটি দায়িত্ব পালন করে যাবে।



কর ফাঁকির তদন্তের মুখে ট্রাম্প ও তার দুই সন্তান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কর ফাঁকিসহ ব্যবসা সম্প্রসারণে জালিয়াতির অভিযোগে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার দুই সন্তানকে তদন্তের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে তাদের তদন্তের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে নিউ ইয়র্কের একটি আদালত। আদালতের বিচারক আর্থার এনগোরন ট্রাম্পসহ বড় ছেলে ট্রাম্প জুনিয়র ও তার মেয়ে ইভাঙ্কা ট্রাম্পকে এসব জবাব দেওয়ার ব্যাপারে এই নির্দেশ দেন। নিউ ইয়র্কের উচ্চ আদালতের বিচারক ট্রাম্পকে জবাব দেওয়ারর জন্য ২১ দিন সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার এনগোরন দুই ঘণ্টার শুনানির পর ট্রাম্পের আইনজীবীদের দেওয়া যুক্তিখ-ন শেষে বলেন, সাবেক প্রেসিডেন্টকে দেওয়ানি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত নয়, কারণ তথ্যটি তার বিরুদ্ধে চলমান ফৌজদারি মামলায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

কর ফাঁকি দিতে সম্পদের বিবরণীতে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে বলে ট্রাম্প ও সন্তানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বহুদিনের পুরোনো। বারবার সমন পাঠালেও আদালতে হাজির হননি তারা।

অভিযোগ রয়েছে, ট্রাম্পের পরিবার নিউইয়র্ক রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিটিয়া জেমসের কাছ থেকে নথি, তথ্য এবং সাক্ষ্যের দাবি বন্ধ করার চেষ্টা করছে। তিনি তদন্ত করছেন ট্রাম্পের সংস্থা সম্পত্তির দাম বেশি দেখিয়ে ঋণ সুবিধা নেওয়া ও কম দেখিয়ে আয়কর কম দেওয়ার জন্য সম্পদের 'প্রতারণামূলক বা বিভ্রান্তিকর' তথ্য দিয়েছেন কি না, তা নিয়ে।

সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ
দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।

মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল
কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট,
স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার
ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে
আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.
Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

মাঝ ফেব্রুয়ারিতে ঝরে পড়ল তিন নক্ষত্র

বিনোদন ডেস্ক: ভারতীয় সঙ্গীত জগতে ফের শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কণ্ঠের জাদুতে গত কয়েক দশক ধরে সঙ্গীত জগৎকে মাতিয়ে রেখেছিলেন যারা। মৃত্যু যেন হঠাৎ করেই নাড়া দিয়ে বসেছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। একে একে ঝরে পড়ছে নক্ষত্রগুলো। তবে খুব কাছাকাছি সময়ে এমন চলে যাওয়া একটু বেশিই বেদনাদায়ক। তেমনটাই ঘটল উপমহাদেশের তিন কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও বাপ্পী লাহিড়ী ক্ষেত্রে। যাদের কণ্ঠের যাদুতে মুগ্ধ ছিলেন কোটি কোটি মানুষ।

লতা মঙ্গেশকর: গত ৬ ফেব্রুয়ারী রোববার লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। ভারতের ইতিহাসে সর্বকালের সবচেয়ে সফল গায়িকা তিনি। ১৯৪২ সালে ১৩ বছর বয়সে তার গানের ক্যারিয়ার শুরু হয়। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি গেয়েছেন ৩০ হাজারের বেশি গান। তার কণ্ঠে সুর পেয়েছে বিভিন্ন ভাষা। বরেণ্য এই শিল্পী ভারতের সর্বোচ্চ সম্মাননা ভারত রত্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন। এছাড়া দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ সব প্রাপ্তিই যুক্ত হয়েছে তার ঝুলিতে।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়: উপমহাদেশের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী গত ১৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ভারতের তৃণমূল সংসদ সদস্য শান্তনু সেন টুইট করে এ তথ্য জানান। গত ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রবাদ প্রতিম সংগীতশিল্পী। ওই দিনই তাকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাস-পাতাল সূত্রে জানা যায়, ফুসফুসে সংক্রমণ হয়েছিল তার। ঘটনাচক্রে তার দু'দিন আগেই কেন্দ্রের পদ্মশ্রী পদক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

১৯৩১ সালের ৪ অক্টোবর দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। তার সংগীত শিক্ষার মূল কান্ডারি ছিলেন দাদা রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯৪৫ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে প্রথম গান রেকর্ড করেন তিনি।

১৯৪৮ সালে প্রথমবার প্লেব্যাক করেন, সিনেমার নাম অঞ্জনগড়। ওই বছর তার কণ্ঠে আরও তিনটি গান প্রকাশিত হয়। যার সুবাদে গায়িকা হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যান। ১৯৫০ সালে মুম্বাই পাড়ি দিয়েছিলেন বাংলা বেসিক আধুনিক গানের সম্রাজ্ঞী সন্ধ্যা। ১৭টি হিন্দি ছবিতে প্লেব্যাক করেন তিনি। শচীন দেব বর্মনের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল তার বম্বে সফর। তবে সেখানে



সন্ধ্যার প্রথম প্লেব্যাক করিয়েছেন সুরকার অনিল বিশ্বাস। সিনেমার নাম তারানা।

বাপ্পী লাহিড়ী: গত ১৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শেষ রাতে ৬৯ বছর বয়সে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। গত বছর (২০২১) এপ্রিলে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাস-পাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি।

১৯৭০ থেকে ৮০-এর দশকে হিন্দি ছায়াছবির জগতে অন্যতম জনপ্রিয় নাম বাপ্পী লাহিড়ী। হিন্দিতে ডিস্কো ডান্সার, চলতে চলতে, শরাবি, বাংলায় অমর সঙ্গী, আশা ও ভালোবাসা, আমার তুমি, অমর প্রেম প্রভৃতি ছবিতে সুর দিয়েছেন। গেয়েছেন একাধিক গান।

২০২০ সালে তার শেষ গান বাগি-৩ এর জন্য। কিশোর কুমার ছিলেন বাপ্পির সম্পর্কে মামা। বাবা অপরেশ লাহিড়ী ও মা বাঁশরী লাহিড়ী দু'জনেই সংগীত জগতের মানুষ। ফলে একমাত্র সন্তান বাপ্পী ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। মা-বাবার কাছেই পান প্রথম গানের তালিম। অনেকেই মনে করতেন বাপ্পী লাহিড়ী মানেই হয়তো শুধু ডিস্কো কিং আর ঝলমলে গয়না। কিন্তু তার এই জীবন রঙিন হওয়ার পেছনেও রয়েছে সংগ্রামের গল্প।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে ১৯৫২ সালে বাঙালী পরিবারে জন্ম নেন বাপ্পী লাহিড়ী। তার পারিবারিক নাম অলোকেশ লাহিড়ী, ডাক নাম বাপি। তার গানের হাতেখড়ি হয়েছিল পরিবার থেকেই।

বাপ্পী লাহিড়ী মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রথম গানের কণ্ঠ দিয়েছিলেন। বাংলা সিনেমা দাদুতে ১৯৭২ সালে কণ্ঠ দেন তিনি। কিন্তু মন টেকেনি কলকাতায়। ইচ্ছে ছিল প্রতিষ্ঠিত হওয়া, চোখে ছিল সোনালি স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন নিয়ে মাত্র ১৯ বছর বয়সে পাড়ি জমান মুম্বাইয়ে। ছেলের কারণে, তার বাবা-মাও মুম্বাইয়ে চলে যান।

বাপ্পিকে মুম্বইয়ে প্রথম কাজের সুযোগ করে দিয়েছিলেন এক বাঙালী। তিনি পরিচালক শমু মুখোপাধ্যায়। ১৯৭৩ সালে তার নির্মিত নানহা শিকারী সিনেমায় প্রথম গান রচনা করেন বাপ্পি। ১৯৭৪ সালের দিকে রাহুল দেব বর্মণ বেশ ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তার শিডিউল পাওয়াই কষ্টকর প্রযোজকদের কাছে। প্রযোজক হুসেনের সিনেমা মদহোসে গানের সুর দিলেন আর ডি বর্মণ। কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করার সময় ছিল না তার। এই কাজের অফার যায় বাপ্পী লাহিড়ীর কাছে।

বাপ্পী রাজি থাকলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার বাবা অপরেশ লাহিড়ী। প্রযোজক তাহির হুসেনকে তিনি বলেন, আর ডি বর্মনের সুর দেয়া সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক তার ছেলে করতে পারেন তবে এক শর্ত রয়েছে, আর ডি' র কাছ থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে।

তার কথা মতোই কাজ হলো। ১৯৭৫ সালে তাহির হুসেনের জখমী চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করেন বাপ্পি। তার হিট হিসেবে এই সিনেমাকেই ধরা যায়। কিশোর কুমারের গলায় জালতা হ্যায় জিয়া মেরে অথবা লতার গলায় বাপ্পির সুরে আভি আভি থি দুশমানি আজও মানুষের মনে গেথে আছে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।

বাপ্পী লাহিড়ীকে ডিস্কো কিং বলা হতো। রোমান্টিক গান থেকে শুরু করে কাওয়ালি, রাগাশ্রয়ী গান সবকিছুই রপ্ত করেছিলেন তিনি। ১৯৮৬ সালে ৩৩ সিনেমায় ১৮০টি গান রেকর্ড করে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নিজের নাম তুলে নিয়েছিলেন বাপ্পি।

ভারতীয় মিউজিক ডিরেক্টরদের মধ্যে একমাত্র তিনিই জোনাথন রসের লাইভ পারফরম্যান্সে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ১৯৮৯ সালে। তার আইকনিক গান জিমি জিমি আজা আজা হলিউডের সিনেমা ইউ ডোন্ট মেস উইথ দ্য জোহান-এ ব্যবহার করা হয়েছিল।

কালো চশমা আর গলায় বেশ কয়েকটি সোনার হার পরে থাকতেন বাপ্পী লাহিড়ী। কেন তার এমন বেশভূষা ছিল সে উত্তর দিয়েছিলেন এই গায়ক-সংগীত পরিচালক নিজেই। তিনি বলেছিলেন, তাকে প্রথম সোনার চেন উপহার দিয়েছিলেন মা, এরপর স্ত্রী গণেশের লকেট দেয়া এক চেন উপহার দেন। তিনি মনে করেন, সোনা তার জন্য বেশ লাকি। আর এই কারণেই সোনা পরে থাকার সিদ্ধান্ত ছিল তার।

স্মরণ

আসলাম তালুকদার থেকে যেভাবে হয়ে উঠলেন মান্না

বিনোদন ডেস্ক: টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গায় ১৯৬৪ সালের ১৪ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন সৈয়দ মোহাম্মদ আসলাম তালুকদার। কিন্তু তিনি মান্না নামেই সবার কাছে পরিচিত। সৈয়দ মোহাম্মদ আসলাম তালুকদারের ছোটবেলা থেকে সিনেমার প্রতি ছিল প্রচন্ড ঝোঁক। কলেজে পড়ার সময় প্রচুর সিনেমা দেখতেন। নায়ক রাজ্জাকের সিনেমা হলে তো কথাই নেই। স্বপ্ন দেখতেন তিনিও একদিন অভিনয় করবেন। অনেকের ইচ্ছা থাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার; কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল নায়ক হওয়ার। একদিন বলাকায় সিনেমা দেখতে গিয়ে চোখে পড়ে 'নতুন মুখের সন্ধানে' বিজ্ঞাপন। তারপর টিভি আর পত্রিকায় দেখে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ইন্টারভিউ দেন। সুযোগও পেয়ে যান।



১৯৮৪ সালে 'নতুন মুখের সন্ধানে' কার্যক্রমের মাধ্যমে চলচ্চিত্র অঙ্গনে পা রাখেন আসলাম তালুকদার। এ কার্যক্রমে সুযোগ পেয়েই কিন্তু আসলাম থেকে নায়ক মান্না হতে পারেননি তিনি। এর জন্য অনেক ত্যাগ, কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে তাকে। এফডিসির অফিস পাড়ায় ঘোরাঘুরি আর নিয়মিত পরিচালকদের কাছে ধরনা দিতে হতো।

যে রাজ্জাককে দেখে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের স্বপ্ন দেখার শুরু, সেই রাজ্জাকই এক সময় তাকে সুযোগ করে দেন চলচ্চিত্রে অভিনয়ের। ১৯৮৬ সালে 'নায়করাজ' রাজ্জাকের এক বন্ধুর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্মিত 'তওবা' সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ ঘটে মান্নার। আর এভাবেই শুরু হয় নায়ক মান্নার চলচ্চিত্র জীবনের যাত্রা। এরপর একের পর এক ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রে অভিনয় করে নিজেকে সেরা নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন মান্না। সেসঙ্গে চলচ্চিত্র অঙ্গণে নিজের শক্ত অবস্থান গড়ে তোলেন তিনি। চব্বিশ বছরের অভিনয় জীবনে তিন শতাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন মান্না। তার সিনেমাq বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের কথা উঠে এসেছে বারবার। বঞ্চিত মানুষের কথা সিনেমার পর্দায় সুনি-পুণভাবে তুলে ধরে তিনি সবার মন জয় করেন। তাই তিনি ছিলেন আপামর জনসাধারণের প্রিয় নায়ক।

চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি চলচ্চিত্র-বিষয়ক নানা কর্মকান্ডেও মান্নার ছিল অগ্রণী ভূমিকা। দেশের চলচ্চিত্র যখন অশ্লীলতা নিয়ে সংকটে পড়েছিল, তখন সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে মান্না গঠন করেন 'কৃ তাঞ্জলী চলচ্চিত্র' নামে একটি প্রযোজনা সংস্থা। তার প্রযোজনায় তৈরি হয় 'লুটতরাজ', 'স্বামী-স্ত্রীর যুদ্ধ', 'দুই বধূ এক স্বামী', 'মনের সাথে যুদ্ধ'সহ অনেক ব্যবসাসফল ও প্রশংসিত সিনেমা।

'বীর সৈনিক' (২০০৩) সিনেমার জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন মান্না। তার অভিনীত 'আম্মাজান' চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের সর্বাধিক ব্যবসাসফল ও জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই সিনেমাটির জন্য তিনি ১৯৯৯ সালে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে বাচসাস পুরস্কার পান।

মান্না অভিনীত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে- দাঙ্গা, লুটতরাজ, তেজী, আম্মাজান, আব্বাজান, বীর সৈনিক, শান্ত কেনো মাস্তান, বসিরা, খল নায়ক, রংবাজ বাদশা, সুলতান, ভাইয়া, টপ সম্রাট, চাঁদাবাজ, ঢাকাইয়া মাস্তান, মাস্তানের উপর মাস্তান, বিগবস, মান্না ভাই, টপ টেরর, জনতার বাদশা, রাজপথের রাজা, এতিম রাজা, টোকাই রংবাজ, ভিলেন, নায়ক, সন্ত্রাসী মুন্না, জুম্মান কসাই, আমি জেল থেকে বলছি, কাবুলিওয়ালা ইত্যাদি।

মান্না তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করার পাশাপাশি আমৃত্যু বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দেশের চলচ্চিত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন।

১৪ বছর আগের ১৭ ফেব্রুয়ারী মাত্র ৪৪ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যান ঢালিউডের এই মহাতারকা।

এই পরিচয়টা কোনোদিন ভুলবো না -রোজিনা



বিনোদন ডেস্ক: এক সময়ের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা রোজিনা। তার মনোযোগ চলচ্চিত্র ও ব্যক্তিজীবন নিয়ে। এই নায়িকা প্রথমবারের মতো একটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করছেন। সরকারি অনুদানে নির্মিত এ ছবির নাম 'ফিরে দেখা'। পরিচালনার পাশাপাশি এতে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ও করছেন। তার সঙ্গে সহশিল্পী হিসাবে জুটি বেঁধেছেন ইলিয়াস কাঞ্চন। অন্য দুটি কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যাবে চিত্রনায়ক নিরব ও অর্চিতা স্পর্শিয়াকে। 'ফিরে দেখার কাজ কোন পর্যায়ে আছে? রোজিনা বলেন, ছবির শুটিং এবং পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ অনেকটাই শেষ।

মার্চে ছবিটা মুক্তির পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু মনে হয়ে না এই সময়ে মুক্তি দিতে পারবো। কারণ ইমন সাহার কাছে ব্যকগ্রাউন্ড মিউজিক করতে দিয়েছি। ও তো ফ্লোরিডায় থাকে। পুরোপুরি কাজ শেষ হতে সবমিলিয়ে সময় লাগবে। তারপর সেন্সরবোর্ডও দেখবেন। তাহলে কবে মুক্তি দেওয়ার সম্ভাবনা আছে? এ অভিনেত্রী বলেন, দেখি সুবিধাজনক একটা সময়ে মুক্তি দিব। একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। আপনি তো নিজের জন্মস্থান রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নানার বাড়িতে একটা আধুনিক মসজিদ নির্মাণ করেছেন? রোজিনা বলেন, হ্যাঁ। এখনও উদ্বোধন হয়নি। তবে মসজিদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভাবছি রোজার আগেই মসজিদটা উদ্বোধন করবো। আয়োজন করেই করবার ইচ্ছে। মিডিয়া ও আমার চলচ্চিত্রের মানুষদের দাওয়াত দিব।

সম্প্রতি নির্বাচনে জয়ী হয়েও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির কার্যকরী সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তার মানে আপনাকে কি আর কোনো কার্যক্রমে পাওয়া যাবে না? রোজিনা বলেন, এখন আসলে সমিতিতে সময় দিতে পারবো না। তাই পদত্যাগ করেছি। অন্য কোনো কারণ নেই। আমি চলচ্চিত্রের মানুষ। যত দূরেই থাকি না কেন, আমি চলচ্চিত্র থেকেই কিন্তু রোজিনা হয়েছি। এই পরিচয়টা কোনোদিন ভুলবো না। আমি সমিতিতে থাকবো না। তার মানে এই না যে কার্যক্রমেও থাকবো না। আমাকে কোনো প্রয়োজনে ডাকলে অবশ্যই ছুটে আসবো।

হাসপাতালে ডলি জহুর

বিনোদন ডেস্ক: হাসপাতা লে ভ র্তি করা হ য়ে ছে বরেণ্য অভিনয় শিল্পী ড লি জহুর কে। বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতা লে ভ র্তি করা হয় তা কে। অভিনয় শিল্পী সং ঘের সাধারণ সম্পাদক রওনক হাসান এ তথ্য নি শ্চিত ক রে ব লেন, আমাদের সবার প্রিয় অভিনয় শিল্পী ডলি জহুরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অক্সিজেন সেচুরেশান ঠিক আছে। করোনা টেস্ট করা হয়েছে। নেগেটিভ এসেছে। আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সব কিছু বোঝা যাবে। আপনারা সবাই দোয়া করবেন।



হাসপাতা লের বিছানায় ধারণ করা এক টি ভি ডিও ফেসবু কে পোস্ট ক রে ছেন রওনক হাসান। তা তে নি জের শারী রিক অবস্থার কথা জা নি য়ে ড লি জহুর ব লেন, আমার তেমন কিছু হয় নি, অল্প ঠান্ডা লে গে ছে। দ্রুত সুস্থ হ য়ে উঠ বো।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ দুই বছর পর গত জানুয়ারী মা সে ঢাকায় ফিরেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ডলি জহুর। তার একমাত্র ছেলে রিয়াসাত অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস ক রেন। বিশ্বব্যাপী করোনা সংকট শুরু হওয়ার আগে তিনি চলে গিয়েছিলেন ছেলের কাছে। সেখা নে পুত্র-পুত্রবধূ এবং না তি-নাত নির স ঙ্গে দারুণ সময় কাটান এই অভি নেত্রী।

শরীরে কোথায় ব্যথা হলে বুঝবেন অমিক্রন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাধারণ উপসর্গের মধ্য থেকে করোনার অমিক্রন ধরনের উপসর্গ আলাদা করা অসম্ভব একটা কাজ। প্রথমত, অমিক্রনে আক্রান্ত রোগীদের কাশি, জ্বর ও গন্ধ হারানোর মতো সাধারণ উপসর্গগুলো দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, অমিক্রনে সংক্রমিত রোগীর অনেক উপসর্গ দেখা যায়, যেগুলো একটি অপরটির থেকে বেশ স্বতন্ত্র।

গত বছরের শেষ দিকে প্রথম শনাক্ত হওয়ার পর অমিক্রন ধরন নিয়ে একাধিক গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, যাঁরা অমিক্রন ধরনে আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের অধিকাংশই পা ও কাঁধে মারাত্মক ব্যথায় ভুগছেন। এ দুই বিষয়কে অমিক্রন ধরনে সংক্রমিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান উপসর্গ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।



অমিক্রনের স্বাভাবিক উপসর্গগুলো কী

বেশ কিছু গবেষণায় অমিক্রনের প্রধান উপসর্গ হিসেবে গলা ও শরীরব্যথা, বিশেষত কাঁধ ও পায়ে ব্যথার বিষয়টি উঠে এসেছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক করোনা ট্র্যাকার অ্যাপ জো কোভিডের গবেষণায় দেখা যায়, অমিক্রনে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে নাক দিয়ে পানি পড়া, মাথাব্যথা, ক্লান্তি (হালকা বা গুরুতর) ও হাঁচি দেখা গেছে।

ব্যথা কতটা গুরুতর

ব্যথা অবিরাম হতে পারে এবং পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত যা সংক্রমিত রোগীকে অস্বস্তিতে রাখবে। এ ছাড়া রোগীরা পায়ের অসাড়তা ও দুর্বলতায় ভোগেন। অনেকে কাঁধ শক্ত হয়ে যাওয়া ও ঘাড় অসাড় হয়ে যায় বলেও জানান।

এত ব্যথা কেন

বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যায় বলছেন, মায়ালজিয়া বা পেশিতে ব্যথা ভাইরাসজনিত যেকোনো রোগের একটি সাধারণ লক্ষণ এবং অমিক্রনও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।

তবে অমিক্রনের ক্ষেত্রে এমন উপসর্গের কথা অনেক রোগী বলছেন। বেশ কিছু কারণে এটা হতে পারে। এটা প্রদাহের কারণে, নয়তো অন্যান্য ধরনের তুলনায় পেশিকে বেশি প্রভাবিত করার কারণে হচ্ছে। ভাইরাসটি যখন পেশিতে আক্রমণ করে, তখন রোগীরা অস্থিসন্ধি, হাড় ও লিগামেন্টে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন।

অমিক্রনের আর কী কী উপসর্গ দেখা যাচ্ছে

জো কোভিড অ্যাপের গবেষণায় আরও দেখা গেছে, অমিক্রনে সংক্রমিত ব্যক্তিদের অনেকে ডায়রিয়া, খাবার খেতে অনীহা ও তলপেটে ব্যথার মতো উপসর্গে ভোগেন। করোনার আগের ঢেউয়ের তুলনায় অমিক্রনের অনেক উপসর্গ এবং এগুলো মৃদু হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ টিকার আওতায় এসেছেন। এর আগের ধরনে আক্রান্ত হয়ে অনেকের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। এসব বড় কারণ হতে পারে।







সাহিত্য সাময়িকী

মুহূর্ত ভেঙে
মাহবুব হাসান

মুহূর্তকে ভেঙে গুড়িয়ে দিলাম,
আর মুহূর্তেই আগুনের শিখা হয়ে উঠলো ফিনিক্স ।
আমি ওই ফিনিক্স পাখিতে সওয়ার হয়ে নতুন মানুষ হয়ে উঠি ।
আমি যে মানুষ ছিলাম এতোকাল সে ছিলো অচেনা
নতুন মানুষ আজ সূর্যের সারথি হয়ে জ্বলে উঠলো ।
আমি পৃথিবীর সমস্ত আলোর উৎসের কাছে জানতে চাই
আমার জন্মের মুহূর্তটিকে আমাকে দাও ।
আমি চাইছি,
তুমি আমাকে ফেরাতে পারো না ।
ঢাকা, বাংলাদেশ

ভাষার মাস
মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান শাহীন

ভাষার মাসে মনের মাঝে
শহীদ ভায়ের স্মৃতি,
ফুলে ফুলে ভরে উঠে
শহীদ মিনার প্রীতি ।

ভাষার তরে জীবন দানে
এমন নজির নাই -রে,
ধরার বুকে উচু শিরে
মহাসম্মান পাই -রে ।

সাহস যোগায় বাংলা আমায়
ন্যায়ের ছবি আঁকতে,
সবুজ শ্যামল আলোর ঝিলিক
সাম্য -ঐক্য রাখতে ।
হ্যামট্রামাক, মিশিগান, ইউএসএ

একটা সময় ছিল
তমিজ উদ্‌দীন লোদী

একটা সময় ছিল সুররিয়ালিজম, ডাডাইজম আর এক্সপ্রেশনিজম ইত্যাদি শব্দে আকীর্ণ
জাক দেরিদা, জাঁ-লুক গোদার, ইমানুয়েল কান্ট কিংবা বের্টোল্ট ব্রেশট ছিল আলোচ্য বিষয়
এলিয়েনেশন বা পারক্যবোধের তর্কে তোলপাড় ।
তখন তুমি দালি আর লোরকায় বুঁদ
দুই পাবলো, পিকাসো ও নেরুদায় যুগপৎ বিস্মিত ও মগ্ন
গ্রীষ্মের উষ্ণতা আর জলপাই স্মৃতি নিয়ে হাঁটছো ।
খরশান অদম্য বোধ আর অন্তর্লীন শিল্পের আনন্দের ভেতর
উসকে উঠছিল নবতর প্রতীতি, শতজলঝরণার তরঙ্গরাশি
বিস্ময়, অনুসন্ধিৎসা আর কৌতূহল মিলিত হয়েছিল
একই সমান্তরালে ।
নিউইয়র্ক, ইউএসএ

একুশের চেতনা
বিচিত্র কুমার

একুশ আমাদের জাগ্রত চেতনা
এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা,
একুশ মায়ের দুঃখ বেদনা
একটি জাতির উদ্দীপনা ।

একুশ আমাদের দমকা হাওয়া
বাহান্নর ঘুর্ণিঝড়,
একুশ মানে বদলে যাওয়া
আকাশ পাতাল তেপান্তর ।

একুশ আমাদের প্রথম বিদ্রোহ
জলে ভাসা নীলপদ্ম,
একুশ মানে শপথ নেয়া
পদ্য আর গদ্য ।

একুশ আমাদের রক্তে কেনা
মায়ের মুখের ভাষা,
একুশ মানে বাঙালীর অধিকার
একাত্তরের স্বাধীনতা ।

একুশ আমাদের ভাইয়ের স্মৃতি
ফেব্রুয়ারীর গান,
বিশ্ব মানচিত্রে রক্তে লেখা
বাংলা অভিধান ।
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া, বাংলাদেশ

ভোরের কোকিল তৈরি থেকো
আহম্মদ হোসেন বাবু

(উৎসর্গ- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকল শহীদদের স্মরণে)

ফাগুনের ডাকে বাহান্ন আসে, আসে মুক্তির গান
বিজয়ের স্বাদে নদীতে জোয়ার, শোষণের অবসান,
সন্তানহারা দুখিনী মায়ের সেই প্রতিবাদী নীতি
পৃথিবীতে বয়ে আনে মর্যাদা, আনে দেশপ্রেম খ্যাতি ।

মাতৃভাষার জন্যে মিটিং মিছিলের গর্জন
মায়ের মুখের ভাষা আমাদের অধিকার অর্জন,
সেই সময়ের সেই অধিকার, বর্তমানের বল
বৈরিতা যত রুখে দিয়ে, ফাল্গুন বলে- 'চল চল' ।

অন্যায় আর অত্যাচারের বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে
ফাল্গুন এলো পূর্ণতা আর সকল সমতা নিয়ে,
ভাষার শত্রু দেশের শত্রু, শত্রু স্বাধীনতার
পনের আগস্টেও ছিল ওরা, জাতির কুলাঙ্গার ।

তৈরি থাকুক আযানের ধ্বনি ভোরের কোকিল যতো
তৈরি থাকুক ক্ষুদিরাম আর ধানমন্ডির ক্ষত,
আমার 'মায়ের জায়নামাজের উদার জমিনে' বসে
সেজদায় পড়ে বৃক্ষরা কাঁদে পাতারা পড়িছে খসে!

চর্যাপদের অক্ষরে লেখা রয়েছে মায়ের নাম
রয়েছে পিতার প্রিয় নাম শেখ মজিবুর রহমান ।
তুমি ভাষা তুমি আশা তুমি দেশ তুমি রঙ পতাকার
তুমি রবি তুমি ছবি, তেরশত নদী এই বাংলার,

আট-ফাল্গুন এই বাংলার সদা রক্ষাকবচ
বিশ্ব চিনেছে মাতৃভাষার রূপ-রস পঙ্কজ,
আট-ফাল্গুন যতদিন আছে বাংলাদেশের ঘরে
বিশ্ববাসীরা করবে বরণ-স্মরণ, শ্রদ্ধাভরে॥
মামুদপুর, পত্নীতলা, নওগাঁ ।

একুশ মানে
এম.আবু বকর সিদ্দিক

একুশ মানে মাতৃভাষা রক্ষা করার পণ,
একুশ মানে রক্ত দিয়ে প্রতিবাদের ক্ষণ ।
একুশ মানে ছেলে হারা মায়ের অঝোর কান্না,
একুশ মানে ঢাকা শহর রক্তে ভাসা বন্যা ।

একুশ মানে আপন সুরে পাখপাখিলীর গান,
একুশ মানে ন্যায় লড়াইয়ে বিজয় হওয়া মান ।
একুশ মানে ভাষার জন্য জীবন দেয়ার স্মৃতি,
একুশ মানে বিশ্ব জুড়ে মাতৃভাষা প্রীতি ।

একুশ মানে মায়ের বুলি কেড়ে নেয়ার গুলি,
একুশ মানে বাংলা ভাষায় চিত্র আঁকার তুলি ।
একুশ মানে রফিক জব্বার শফি বরকত ছালাম,
বিশ্ববাসী মুগ্ধ হয়ে করছে তাদের প্রণাম ।
বাসাবাটি, বাগেরহাট পৌরসভা



জ্যামাইকায় 'লিটল বাংলাদেশ

(শেষের পাতার পর)

দাবীর মুখে অবশেষে সিটি প্রশাসন হিলসাইড এভিনিউ থেকে হোমলন এভিনিউ পর্যন্ত 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' নামকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির পাচ বরোর মধ্যে কুইন্সের জ্যামাইকা অন্যতম। যদিও অপর দুই বরো ব্রুকলীন ও ব্রঙ্কসেও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীর বসবাস। ব্রঙ্কসে ইতিমধ্যেই একটি সড়কের নাম 'বাংলা বাজার' নামকরণ করা হয়েছে। অনুরূপ প্রক্রিয়া চলছে ব্রুকলীনেও। তবে কুইন্সের জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর সাতফিন থেকে শুরু করে কুইন্স ভিলেজ সহ আশপাশের এলাকায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীর বসবাস চোখে পড়ার মতো। হিলসাইড এভিনিউ তো রীতিমতো বাংলাদেশীদের দখলে।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' সংক্রান্ত বিলটি পাস হয়। এই বিল পাশে স্থানীয় কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারোর উদ্যোগ ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। একাধিক কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান, বাংলাদেশ বা দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামে জ্যামাইকায় একটি রাস্তার নামকরণ হোক। সেই দাবীর লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারোর মাধ্যমে কুইন্স বরো হল ও সিটি প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন পর্যায়ে লবিং চলছিলো। সূত্র জানায়, এজন্য একটি মহল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নামে এবং অপর একটি মহল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরোত্তম-এর নামে একটি রাস্তার নামকরনের দাবী উঠেছিলো। এই দুই মহলের বাইরে অপর একটি মহল 'বাংলাদেশ' নামে রাস্তার নামকরণের দাবী করেন যাতে কোন রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি না হয়। পরিশেষে 'লিটন বাংলদেশ এভিনিউ' নামকরণ চুড়ান্তকরণ করা হয় সিটি হলে। এজন্য সিটি হলেও পাস হওয়া বিলের নম্বর হচ্ছে- আইএনটি ২৪৭৭-২০২১। সিটি কাউন্সিলে বিলটি উত্থাপন করেন স্থানীয় কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারো।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে সিটির ১৯৯টি রাস্তার নাম বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও দেশের নামে রি-নেমিং করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' রয়েছে।

এদিকে 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' রি-নেমিং অনুষ্ঠান সফল করতে গত ১৪ ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে স্থানীয় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এক সভায় মিলিত হন। সভায় ২১ ফেব্রুয়ারী 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা সহ অনুষ্ঠানটি সফল করতে সকলেই ঐক্যমতে উপনিত হয়ে সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন বলে জানা গেছে। সভায় মোহাম্মদ আলী, রেজাউল করিম চৌধুরী, ড. দিলিপ নাথ, সাইফুল ইসলাম, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সৈয়দ রাব্বী, মোহাম্মদ তুহিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানটি সফল করার বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারোর সাথেও বৈঠক হয়েছে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৮-৩৮৩৪

১৯৪৫ সালের পর সবচেয়ে বড় যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে রাশিয়া: জনসন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন, তথ্য বলছে, রাশিয়া ১৯৪৫ সালের পর ইউরোপে সবচেয়ে বড় যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে। শনিবার বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, সব লক্ষণ বলছে, রাশিয়ার পরিকল্পনাটি কিছু ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

জনসন বলেন, গোয়েন্দা তথ্য বলছে, রাশিয়া একটি আগ্রাসন শুরু করতে চায়, যা ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভকে ঘিরে ফেলবে। খবর বিবিসির

তিনি বলেন, মানুষের জীবনে যে নিছক ক্ষতি হবে, তা মানুষকে আগে থেকে বুঝতে হবে। এবং এটি সংশ্লিষ্ট অনেককে জড়িত করতে পারে বলেও মনে করেন তিনি। শনিবার জার্মানির মিউনিখ থেকে এ কথা বলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। মিউনিখে বিশ্ব নেতাদের বার্ষিক নিরাপত্তা সম্মেলন চলছে।

নিরাপত্তা সম্মেলনে জনসন বলেন, পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারলে তাইওয়ানসহ গোটা বিশ্বে তা ক্ষতিকর পরিণতি ডেকে আনবে।

তিনি বলেন, আমরা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের অভিপ্রায় কী, তা পুরোপুরি জানি না। কিন্তু লক্ষণ ভাল নয়।

জনসন বলেন, পশ্চিমা দেশগুলোর মন্ত্রীরা ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে ভ্রমণ করার সময় প্রতিবারই সে দেশের জনগণ এবং নেতাদের আশ্বাস দিয়ে বলে এসেছেন, তাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌত্বের ক্ষেত্রে আমরা বলিষ্ঠভাবেই পাশে আছি। আর এখন ইউক্রেন বিপদগ্রস্ত হলে, সেই অভিঘাতের অনুরণন ঘটবে পূর্ব এশিয়া, তাইওয়ানসহ বিশ্বজুড়ে। আর লোকে তখন বলবে, আগ্রাসনেই ফল হাসিল করা যায়, শক্তি প্রয়োগই ঠিক।

তাইওয়ানের ভূখ-কে নিজেদের অংশ বলে দাবি করে থাকে চীন। দরকার হলে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও তাইওয়ান দখল করে নেওয়ার সম্ভাবনা চীন নাকচ করেনি।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।





দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School



- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!

SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available

30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate

6 HOURS DDC CLASS 35%

SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

হিজাবের প্রাসঙ্গিকতা

ডা. মীরা মমতাজ সাবেকা

আজকের পৃথিবীতে হিজাব কোনো বিশেষ পোশাক বোঝায় না। পর্দাপ্রথা নানা ধরন, নানা সীমানায় আবদ্ধ। কুরআনে এর মূলনীতি বর্ণিত। আল্লাহ নারীদের নির্দেশ করছেন মাথার কাপড় দিয়ে ঘাড় ও বুক আবৃত করতে। বাংলাদেশে এ ধরনের চর্চা শুধু বয়স্কদের মধ্যে দেখা যেত। তারা বোরকা পরতেন, আর অল্প বয়স্করা সালোয়ার কামিজ বা শাড়ি পরত, কাউকে মাথায় স্কার্ফ অথবা হিজাব পরতে দেখা যেত না। গত দুই দশকে মেয়েদের হিজাব পরিধানের প্রবণতা অধিকহারে লক্ষ করা যায়। বেশির ভাগ ইসলামী চিন্তাবিদ পর্দাপ্রথাকে অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেন। তবে পোশাকের সীমা ভিন্ন আঙ্গিকে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। আবার এ-ও সত্য যে, হিজাব বা পর্দা ইসলামের কোনো বুনিয়াদি স্তম্ভ নয়।

তারজমানুল কুরআনে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ধর্মের প্রকৃতি বর্ণনা করেন। ইসলামের আধ্যাত্মিকতার দু'টি রূপ- একটি অন্তরের, আরেকটি বাইরের। প্রথমটি মুখ্য আর একেই আরবিতে বলা হয় 'দ্বীন'। দ্বিতীয়টি গৌণ, আরবি রূপ 'শারা' বা 'মিনহাজ' ও 'নাস্ক'। শারা ও মিনহাজ অর্থ- পথ, 'নাস্ক হলো পথপরিক্রমা। সহজ কথায়, দ্বীন মানুষকে যে পথে পরিচালিত করে, যে দিকনির্দেশনা দেয়, তাই আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই। যুগে যুগে যত পথপ্রদর্শক এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন, তারা সবাই একই দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, তবে শারা ও মিনহাজ ভিন্ন থাকতে পারে।' আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের একটি নিয়মকানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক না করে। তুমি তাদের পালনকর্তার দিকে আহ্বান করো। নিশ্চয় তুমি সরল পথেই আছো। (২২ : ৬৭)

সুতরাং দ্বীন বহিঃপ্রকাশ দাবি করে। দ্বীনের পূর্ণতা আসে কর্মে। ধর্মীয় আচার অনুশীলনের দ্বারা দ্বীন পরিস্ফুটিত হয়। রন্ধনশিল্পী রান্নার উপকরণ জেনেই ক্ষান্ত হন না, সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে খাবার রান্না আর পরিবেশনেই পরিতৃপ্তি অর্জন করেন। তেমনিভাবে দ্বীন কেবল জ্ঞানার্জনে অথবা বিশ্বাসকরণে সীমাবদ্ধ থাকলে, দ্বীন বা ধর্মের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন সম্ভব নয়। শুধু নিয়মিত চর্চা আর অনুশীলনের দ্বারাই সঙ্গীতসাধক তার অপূর্ব সুর মূর্ছনায় নিজে যেমন আপ্লুত হন, তেমনি পারিপার্শ্বিক আবহ তৈরি করেন, অন্যজনকে বিমোহিত করেন। ধার্মিক ব্যক্তি তেমনি নিয়মিত জ্ঞান অনুশীলন আর ব্যবহারিক চর্চায় নিজেকে পরিশুদ্ধ করেন, পাশাপাশি অন্যকে আকৃষ্ট করেন। মুসলিম নারীর পোশাক দ্বীনের এমন এক বহিঃপ্রকাশ, যা অন্যকে ভাবায়, মুহূর্তকালের জন্য হলেও।

হিজাব কেবল ধর্মীয় অনুশীলন নয়, হিজাব নারীকে এক নতুনরূপে সত্যায়িত করে, এক ভিন্ন আমেজে উপস্থাপিত করে। প্রতিবিম্ব প্রতিস্থাপনে এই সম্ভার অবমাননা করা হয়; অর্থাৎ এ চর্চা নিয়মিত হওয়া জরুরি। আল্লাহ নিয়মিত ইবাদত পছন্দ করেন। অন্য দিকে হিজাব নিয়মিত না হলে তা অন্যকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে, সে ক্ষেত্রে নারী ব্যক্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়। হিজাব নারীর মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আনে। গবেষণায় দেখা গেছে, হিজাব পরিহিতা নারী নিজেকে নিরাপদ ভাবেন। যুক্তরাজ্যের গবেষক ক্যাথারিন বুল্লক তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, নারী সাতটি কারণে হিজাব পরেন। (সূত্র : রিথিংকিং মুসলিম উইমেন অ্যান্ড দ্য ভেইল)

আলজেরিয়ার স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়, আর ইরান বিপ্লবে, সেই দেশের নারীরা মাথায় হিজাব টেনেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ আর পাশ্চাত্যের মদদপুষ্ট শাসকের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক প্রতিবাদস্বরূপ। পাশ্চাত্যকরণের ও নব্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ভাবধারায় প্রভাবিত নারী হিজাবের প্রচলন ঘটান।



ধর্মপ্রাণা নারী ইসলামী পোশাকবিধি অনুসরণের নিমিত্তে হিজাব পরেন। তারা মনে করেন, উন্নত সমাজ গঠনে শালীন পোশাক নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নারীসমাজ একসময় মনে করে হিজাব ও শালীন পোশাক সামাজিক অবক্ষয় রোধে সক্ষম। মিসর, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়।

কিছু নারী মনে করেন, ঢিলেঢালা শালীন পোশাক ও হিজাব ঘরের বাইরে তাদের চলাফেরাকে সহজতর করে। যেমন- বাংলাদেশে গার্মেন্টে নারী পোশাককর্মীদের মাঝে হিজাব-বোরখা পরার প্রবণতা দেখা যায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, তারা হিজাব-বোরখা পরে নিজেদের অধিকতর নিরাপদ বোধ করে।

হিজাব নারীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে। এ ধরনের মানসিকতা ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় অভিবাসীদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের (ংবপড়হফ/ঃযরৎফ মবহবৎধঃরড়হ) মাঝে পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক নিয়ম ও রীতিনীতি রক্ষার্থে কিছু নারী হিজাব-বোরখা পরিধানে অনেক সময় বাধ্য হন। মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব দেশগুলোতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক সময় নারীকে কোনো কোনো রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক আইনের বলে হিজাব পরতে বাধ্য করে। ইরান, আফগানিস্তান এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হিজাব যুগে যুগে, দেশে দেশে বিভিন্নভাবে বিরাজমান থেকেছে। আমাদের বাঙালি নারীরা শ্রেণী ধর্ম নির্বিশেষে শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে নিতেন। বেগম রোকেয়ার এ ছবিই আমাদের স্মরণে প্রোথিত। ঊনবিংশ শতকের পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান নারী একধরনের ক্লোক পরতেন, যাকে 'বোরখা' বললে অত্যুক্তি হয় না। তারা মাথায় পরতেন বনেট, যা বিশেষ ধরনের টুপি, আজকের হেড স্কার্ফের সমার্থক।

আমেরিকার ঝঃড়হু ইৎড়ড়শ টহরাবৎংরঃু-এর এক গবেষণায় ঘরপযড়ষধং জ ঊধঃড়হ দেখিয়েছেন, ঢিলেঢালা পোশাক পরিধানকারী নারীরা বিষন্ণতা ও উদ্বিগ্নতায় কম ভোগে। ধর্মপ্রাণ নারীদের মধ্যেও এই মানসিক সমস্যা তুলনামূলক কম। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, ঢিলে পোশাক যেহেতু নারীর আকর্ষণীয় অবয়ব ঢেকে রাখে; সেহেতু মুসলিম নারী তা পরিধানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তিনি আরো বলেন, হিজাব নারীর মুসলিম পরিচয়কে সামনে নিয়ে আসে। মুসলিম সংখ্যালঘু সেই সমাজে হিজাব নারীর প্রতি ইসলামবিদ্বেষী আক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। অন্য দিকে ইংল্যান্ডের গবেষণায় ভিন্ন রকম তথ্য উঠে এসেছে। ব্রিটিশ পুরুষরা হিজাবি নারীকে কম আকর্ষণীয় অথচ মেধাবী ও দক্ষ মনে করে (ঝধিসর, ২০১২).

হিজাব নারীকে এক অভিনব সত্তায় ভূষিত করে। নারীর যৌন আবেদনকে গৌণ করে, তাকে সৌন্দর্যের অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা থেকে মুক্তি দেয়। ঘরে ও বাইরে নারী আপন সত্তায় বিকশিত হয়। মেধা, মনন ও পরিশ্রমের অর্জন তাকে স্বমহিমায় মহিমান্বিত করে। নারী উদ্ধত তরবারি হাতে নিতে পিছপা হয় না, অবরোধ তাকে অন্তঃপুরে নির্বাসিত করে না। শালীন পোশাক তাকে নারীসুলভ দুর্বলতা থেকে মুক্তি দেয়, সর্বত্র তার অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে। বিদ্যার্জনে অথবা কর্ম ব্যাপদেশে নারীর বিচরণ ঘটে পৃথিবীজোড়া।

পুরুষের কুদৃষ্টিতে মুসলিম নারী পিছপা হয় না। দৃষ্টি যার অপরাধ তার। কেননা আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে দৃষ্টি সংযত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। নারীকেও দৃষ্টি অবনত রাখতে তাগিদ দিয়েছেন। রাসূল সা: অন্ধ সাহাবি উম্মে মাকতুমের সামনে হিজাব পরিধানের নির্দেশপূর্বক বলেছিলেন, 'তুমি তো অন্ধ নও'। কুরআন ঘোষণা করে, ধর্মে কোনো জবরদস্তি চলে না। সুতরাং পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীকে হিজাব পরতে বাধ্য করলে তার পরিণতি ভালো হয় না। এর প্রতিফলন ঘটেছে ইরানে ২০১৭ সালে, যখন প্রায় অর্ধশত নারী একযোগে মাথার কাপড় টেনে ফেলে এ ধরনের জোরজুলুমের প্রতিবাদ করেছিল। যুগে যুগে নারী ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। ১৯২৪ সালে তুরস্কে হিজাব নিষিদ্ধ করেন কামাল আতাতুর্ক। ইরানে ১৯৩৬ সালে রেজা শাহ পাহলভি সর্বস্তরে হিজাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ইউরোপের প্রায় ১২টি দেশে কোনো না কোনো আঙ্গিকে হিজাব নিষিদ্ধ। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডে হিজাবে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তাদের যুক্তি হলো- হিজাব সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, ধর্মীয় সহিংসতা বাড়ায়। এ ধরনের চরমপন্থা পরবর্তীকালে কোনো সুফল বয়ে আনেনি। ফ্রান্সের ধর্মীয় সহিংসতা নির্মূল করা অসম্ভব, এর প্রমাণ বিশ্ববাসীর সামনে বিরাজমান।

পোশাক মনকে প্রভাবিত করে, এ কারণেই মহানবী সা: নারীকে পুরুষের পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন। পোশাকের ইসলামী বিধান মনকে কালিমামুক্ত করে, যেমন করে অজু দেহকে পরিচ্ছন্ন করে। সেই পবিত্র মন নিয়ে স্রষ্টার সামনে দাঁড়াতে, নারীকে হিজাব পরতে হয়। সেই পবিত্রতম সত্তা যে বিধান দিয়েছেন, তাই সরল পথ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন, আমিন।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized IRS e file Provider
Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা
EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER
যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ূম
৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ সরকার প্রেরিত ২% প্রণোদনা পাবার সুযোগ।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com



রক্ত দিয়ে কেনা আমার বর্ণমালা
আমার মাসে মহীদদের প্রতি
শ্রদ্ধা

ঘরে বসে এখন App এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই-ফোন অথবা এনড্রয়েড ফোনে App টি ডাউনলোড করতে হবে।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

দুর্নীতিবাজদের ভিত কাঁপানো কর্মকর্তার চাকরিচ্যুতিতে চাঞ্চল্য

ঢাকা ডেস্ক: চট্টগ্রামে দায়িত্ব পালনের সময় একের পর এক অভিযানে ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন দুদক কর্মকর্তা শরীফ উদ্দিন। চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক শরীফ সরকারি-বেসরকারি অন্তত ৫০টি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা করে আলোচ-নায় এসেছিলেন। মামলা করার জেরে তাকে চাকরিচ্যুতিসহ নানা হুমকি দেয়া হচ্ছিল প্রভাবশালী মহলের পক্ষ থেকে। অবশেষে হুমকিদাতারাই জয়ী হয়েছে। তাকে চাকরিচ্যুতি করেছে দুদক। চৌকস এই কর্মকর্তার চাকরিচ্যুতিতে তোলপাড় চলছে খোদ দুদকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বইছে প্রতিবাদের ঝড়। গতকাল দুদক কার্যালয়ের সামনে নজিরবিহীন মানববন্ধন করেছেন কর্মকর্তারা।

তারা বলছেন, যে প্রক্রিয়ায় শরীফকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

চট্টগ্রাম থেকে বদলি হয়ে পটুয়াখালীতে পোস্টিং হওয়া দুদকের আলোচিত কর্মকর্তা শরীফ উদ্দিনের বাসায় গত ৩০শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টার দিকে কয়েকজনকে নিয়ে গিয়েছিলেন কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল) এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আইয়ুব খান। এ সময় আইয়ুব খান শরীফ উদ্দিনের কারণে তার অনেক ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়ে তাকে হুমকি-ধমকি দিতে থাকেন। একপর্যায়ে ১ সপ্তাহের মধ্যে তার চাকরিও 'খেয়ে দিবেন' বলে হুমকি দেন। এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সে সময় বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সেটা নিয়ে শরীফ উদ্দিন থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেন। তবে শরীফ উদ্দিনের সেই জিডি অনুসারে হুমকি দাতাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া না হলেও কেজিডিসিএল এর সাবেক এমডি'র কথা সত্যি হয়েছে। শরীফ উদ্দিনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে দুদক কর্তৃপক্ষ।

গত বুধবার দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আব্দুল্লাহ স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে চাকরিচ্যুতির নোটিশ পান তিনি। আদেশটি ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকেই কার্যকর হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আদেশে বলা হয়, 'দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫৪ (২) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মো. শরীফ উদ্দীন, উপ-সহকারী পরিচালক, দুদক, সমন্বিত জেলা কার্যক্রম, পটুয়াখালীকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক ৯০ দিনের বেতন এবং প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন।'

জানা যায়, গত ২০২০-২০২১ সালে বৃহত্তর চট্টগ্রামে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান করে বেশ আলোচিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর চট্টগ্রাম সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক মো. শরীফ উদ্দিন। এরমধ্যে শরীফের করা তদন্তে উঠে আসে, কেজি-ডিসিএলের সাবেক এমডি আইয়ুব খান চৌধুরী রাষ্ট্রীয় এই প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে তার দুই ছেলে আশেক উল্লাহ চৌধুরীকে ডেপুটি ম্যানেজার পদে ও অপর ছেলে মহিউ-দ্দিন চৌধুরীকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। দুটি নিয়োগের ক্ষেত্রেই দুর্নীতি ও জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হয় বলে শরীফের তদন্তে উঠে আসে।

শরীফ দুদকের চট্টগ্রামে দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রায় ৫০টি মামলা করেছিলেন। কক্সবাজারে কয়েকটি মেগা প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ কয়েকশ' কোটি টাকা আত্মসাৎ, চট্টগ্রাম মেডিকেলে অনিয়ম-দুর্নীতি, কর্ণফুলী গ্যাসে নিয়োগ দুর্নীতি, এনআইডি জালিয়াতি, রোহিঙ্গাদের ভোটার করা নিয়ে দুর্নীতি, ইয়াবা কারবারিদের গোপন সম্পদের অনুসন্ধান এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য। এসব প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নানামুখী চেষ্টায় তাকে গত বছরের জুন মাসে চট্টগ্রাম থেকে বদলি করা হয় পটুয়াখালীতে। এরপর আটকে দেয়া হয়েছিল পদোন্নতিও। সর্বশেষ ১৫ ফেব্রুয়ারী কোনো ধরনের কারণ দর্শানোর নোটিশ না দিয়ে ও কোন ধরনের সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

এই বিষয়ে শরীফ উদ্দিন বলেন, গত ৩০ জানুয়ারী সন্ধ্যায় আইয়ুব খান আরও কয়েকজনকে নিয়ে আমার বাসায় এসে আমাকে হেনস্তা করে ও এক সপ্তাহের মধ্যে আমাকে চাকরিচ্যুত করবে বলে হুমকি দেন। আমাকে হত্যা করবে বলেও জানানো হয়। তখন আমি সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে সেই রাতেই খুলশী থানায় জিডি করি। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উল্টো আইয়ুব খানের কথায় সত্য হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে না পারলেও ১৬ দিনের মাথায় আমার চাকরি ওই প্রভাবশালীরা কেড়ে নিয়েছে। আমি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের পুরস্কার শেষ পর্যন্ত এটাই পেলাম। তিনি বলেন, এরা আমাকে চাকরি থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আমি জীবন নিয়েই শঙ্কিত। যেকোনো মুহূর্তে আমাকে গুম করতে পারে। আমি ও আমার পরিবার গুম আতঙ্কের মধ্যে আছি।

এদিকে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই চৌকস কর্মকর্তা শরীফ উদ্দিনের চাকরিচ্যুতি নিয়ে ক্ষুব্ধ স্বয়ং দুদকের কর্মকর্তারা। তার অপসারণের প্রতিবাদে গতকাল দুপুর ১২টায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে সংস্থাটির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানববন্ধন করেন ও দুদক সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুদক চট্টগ্রামের এক কর্মকর্তা বলেন, 'শরীফ উদ্দিন কাজের ক্ষেত্রে খুবই আন্তরিক ও পরিশ্রমী ছিলেন। সততা ও সাহসিকতার কারণে সাধারণ মানুষেরও আস্থা অর্জন করেছিলেন তিনি। তার সঙ্গে এভাবে ন্যক্কারজনক আচরণ করলে অন্য কর্মকর্তারা আর কাজ করতে সাহস পাবেন না।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর চট্টগ্রাম জেলার সেক্রেটারি আকতারুল কবির বলেন, দুদকের প্রতি মানুষের আস্থা এখন এমনিতেই তলানিতে। আর শরীফ উদ্দিনের এই ধরনের চাকরিচ্যুতি এই আস্থার কফিনের শেষ পেরেকই মনে হচ্ছে। এভাবে করলে এখানে কেউ সততার সঙ্গে কাজ করার সাহস পাবেন না। আমি আশা করছি দুদকের নীতিনির্ধারকরা এই গর্হিত সিদ্ধান্ত থেকে এখনই সরে আসবেন।

ইমিগ্র্যান্টদের সুবিধায় পাবলিক চার্জে আমুল পরিবর্তন

(প্রথম পাতার পর)

অধীনে নগদ সহায়তা এবং সরকারী খরচে স্বল্পমেয়াদী সহযোগিতার কথা রয়েছে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারী আলেজান্দ্রো মায়োরকাস এক বিবৃতিতে বলেছেন, '২০১৯ সালের পাবলিক চার্জের নিয়মটি আমাদের দেশের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।' বাইডেন প্রশাসনের প্রস্তাবিত বিধানে আমরা 'পাবলিক চার্জ' শব্দটির ঐতিহাসিক চেতনায় ফিরে যাব এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুবিধা এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সরকারী পরিসেবা গ্রহনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবো। যারা এই সুবিধা নেবে এজন্য তাদের কোন ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে না। ১৯৯৬ সালে প্রণীত বর্তমান আইনের অধীনে, 'পাবলিক চার্জ' শব্দটিকে এমন সব ব্যক্তিদের উপর প্রয়োগ করা হয়, যারা সরকারী সহায়তার উপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল। যা অভিবাসনে ছিল বড় ধরনের প্রতিবন্ধক। বাইডেন প্রশাসন এটাকে মানবিক প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে সরকারের উপর নির্ভরশীলতার সজ্ঞাকে আরো সহজ করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অভিবাসন কর্মকর্তারা তাদের বিবেচনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একজন অভিবাসন আবেদনকারীর আর্থিক সম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা, পারিবারিক অবস্থা এবং বয়স বিবেচনা করতে পারবেন। যাতে ইমিগ্র্যাশন সুবিধা থেকে খুব কম লোকই প্রত্যাখ্যাত হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দুর্যোগ সহায়তা, মহামারী সহ অন্যান্য সুবিধার ব্যবহারও অভিবাসীদের বিরুদ্ধে গণনা করা হবে না।

নতুন প্রস্তাবিত বিধানে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি যুক্তি দিয়েছে যে ট্রাম্প প্রশাসনের ২০১৯ সালে করা পরিবর্তনগুলো অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। অভিবাসীরা সরকারী সুবিধা ব্যবহার করে যাতে ইমিগ্র্যাশন সুবিধা নিতে না পারেন এমন উদ্বেগের কারণে চিকিৎসা সেবার মতো সু-বিধা নিয়ে আসা হয়েছিল পাবলিক চার্জের আওতায়।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মুলত্নাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্কেট, হ্যালিবু, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
সাধার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারফাইন বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

মুসলমানদের একত্রিত করাতে তৈরি যে রেলপথ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জর্দানের রাজধানী আম্মানের ধূলিধূসরিত প্রধান সড়ক দিয়ে চলার সময় হয়তো হিজাব রেলওয়ে স্টেশন আপনার চোখে পড়বে না। সেখানে যাওয়ার জন্য আপনাকে শহরের ভেতরের সর্পিল পথ দিয়ে বেশ কিছুটা যেতে হবে। আম্মান শহরের ঐতিহাসিক কেন্দ্র, পর্বত আর দুর্গকে কেন্দ্র করে তৈরি করা সেসব রাস্তা গোলকধাঁধার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

শহর থেকে হিজাব রেলওয়ে স্টেশনের দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিলোমিটার হলেও আম্মানের ট্রাফিক জ্যামের কারণে সেখানে পৌঁছোতে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই সময় লাগে। পাথর দিয়ে তৈরি রেলওয়ে স্টেশনের প্রবেশ তোরণ দিয়ে ভেতরে ঢোকার সাথে সাথেই আপনার মনে হবে আপনি হঠাৎ ভিন্ন একটু যুগে, অথবা ভিন্ন এক পৃথিবীতে এসে পড়েছেন। এখানে এখনো স্টিম ইঞ্জিন বা বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত ট্রেন চলে। এই রেল লাইন মুসলিম বিশ্বকে একত্রিত করবে– যারা এটি তৈরি করেছিলেন তারা এমনটাই প্রত্যাশা করেছিলেন। মক্কা নগরীতে সহজে এবং নিরাপদে সফর করার উদ্দেশ্যে ১৯০০ সালে 'দ্য হিজাব রেলওয়ে' প্রকল্প শুরু করেছিলেন দ্বিতীয় আবদুল হামিদ, যিনি ওসমানিয়া সালতানাতের (বর্তমান তুরস্ক) সুলতান ছিলেন। তার আগ পর্যন্ত উটের কাফেলায় কয়েক সপ্তাহ ধরে মক্কায় সফর করতেন মুসলিম পূণ্যার্থীরা। সেসময় দামেস্ক থেকে মক্কায় পৌঁছাতে অন্তত ৪০ দিন সময় লাগতো। যাত্রা পথে শুষ্ক মরুভূমি আর পাহাড়ি পথ পাড়ি দিতে গিয়ে কাফেলার বহু যাত্রীর মৃত্যু হত। রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার পরে এই ৪০ দিনের যাত্রা নেমে আসে মাত্র পাঁচ দিনে।

এই প্রকল্পের অধীনে রেলওয়ে লাইনের দামেস্ক-মদিনা অংশ তৈরি হয়ে যাওয়ার পর তৎকালীন কনস্টান্টিনোপোল পর্যন্ত রেল লাইন তৈরির কাজ শুরু হয়, যা উত্তরে অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী থেকে দক্ষিণে মক্কা নগর পর্যন্ত যোগাযোগের রাস্তা তৈরি করে। তবে ইসলামে এই রেল প্রকল্পের তাৎপর্য কিন্তু স্রেফ এতটুকুই নয়। এই প্রকল্পটি যখন বাস্তবায়ন করা হচ্ছিল, তখন এটি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পুরোটাই জোগাড় হয় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মুসলিমদের অনুদান, অটোমান সালতানাতের আয় ও নাগরিকদের করের টাকায়। প্রকল্পটি তৈরির সময় বিদেশি কোনো বিনিয়োগ বা সহায়তা নেয়া হয়নি।

আর এই কারণেই আজ পর্যন্ত এই রেলপথটিকে 'ওয়াকফ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 'ওয়াকফ' এমন সম্পত্তি যেটিতে বিশ্বের সব মুসলমানের অধিকার আছে। জর্দানে হিজাব রেলওয়ের মহাপরিচালক জেনারেল উজমা নালশিক বলেন, 'এটি কোনো দেশ বা কোনো ব্যক্তির সম্পদ নয়। এটি বিশ্বের প্রত্যেক মুসলিমের সম্পদ। এটি মসজিদের মত এমন এক সম্পদ যা বিক্রি করা যায় না।' 'বিশ্বের যে কোনো দেশের মুসলমান এখানে এসে দাবি করতে পারেন যে, এই সম্পদে তার অংশ রয়েছে', বলেন উজমা নালশিক। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের জন্য এই রেলওয়ে প্রকল্পের ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল। ঐ প্রকল্প শুরুর আগের কয়েক দশকে প্রতিপক্ষ শক্তিগুলো তুরস্কের আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে তাদের প্রভাব বিস্তার করা শুরু করে। তিউনিসিয়া দখল করে নেয় ফ্রান্স, মিসরে আগ্রাসন চালায় ব্রিটিশরা। সেই সাথে রোমানিয়া, সার্বিয়া আর মন্টেনেগ্রো স্বাধীনতা লাভ করে।

ওসমানিয়া সালতানাতের মানুষকে একত্রিত করার মাধ্যমে শুধু বিশ্বের মুসলিমদেরই নয়, সালতানাতকেও একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ। তবে তার সেই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। ১৯০৮ সালে দামেস্ক থেকে মদিনায় প্রথম ট্রেন যাত্রা শুরু হয় এই রেলপথে, আর তার পরের বছরই সুলতান ক্ষমতাচ্যুত হন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ওসমানিয়া সালতানাত সুদূর অতীতের বাস্তব। এই রেলপথটি এখন পাঁচটি দেশের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে (তুরস্ক, সিরিয়া, জর্দান, সউদী আরব ও ইসরাইল)। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বছরে তিন লাখ যাত্রীকে সেবা দিতো হিজাব রেলওয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রেলওয়ে তৈরির এক দশক পর্যন্তই সেটিকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্কের সেনাবাহিনী যখন এই রেলপথটি ব্যবহার করা শুরু করে তখন এটি ব্রিটিশ অফিসার টিই লরেন্স (যাকে 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' খেতাব দেয়া হয়) এবং বিদ্রোহী আরব যোদ্ধাদের আক্রমণের শিকার হয়। যুদ্ধের পর যখন ব্রিটিশ ও ফরাসীরা পূর্ব ভূমধ্যসাগরের লেভান্ত অঞ্চল পুনর্দখল করে, তখন তাদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল এই রেলওয়ে লাইন পুনর্নির্মাণ করা। ফলে, সেসময় রেল লাইনের একটা বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

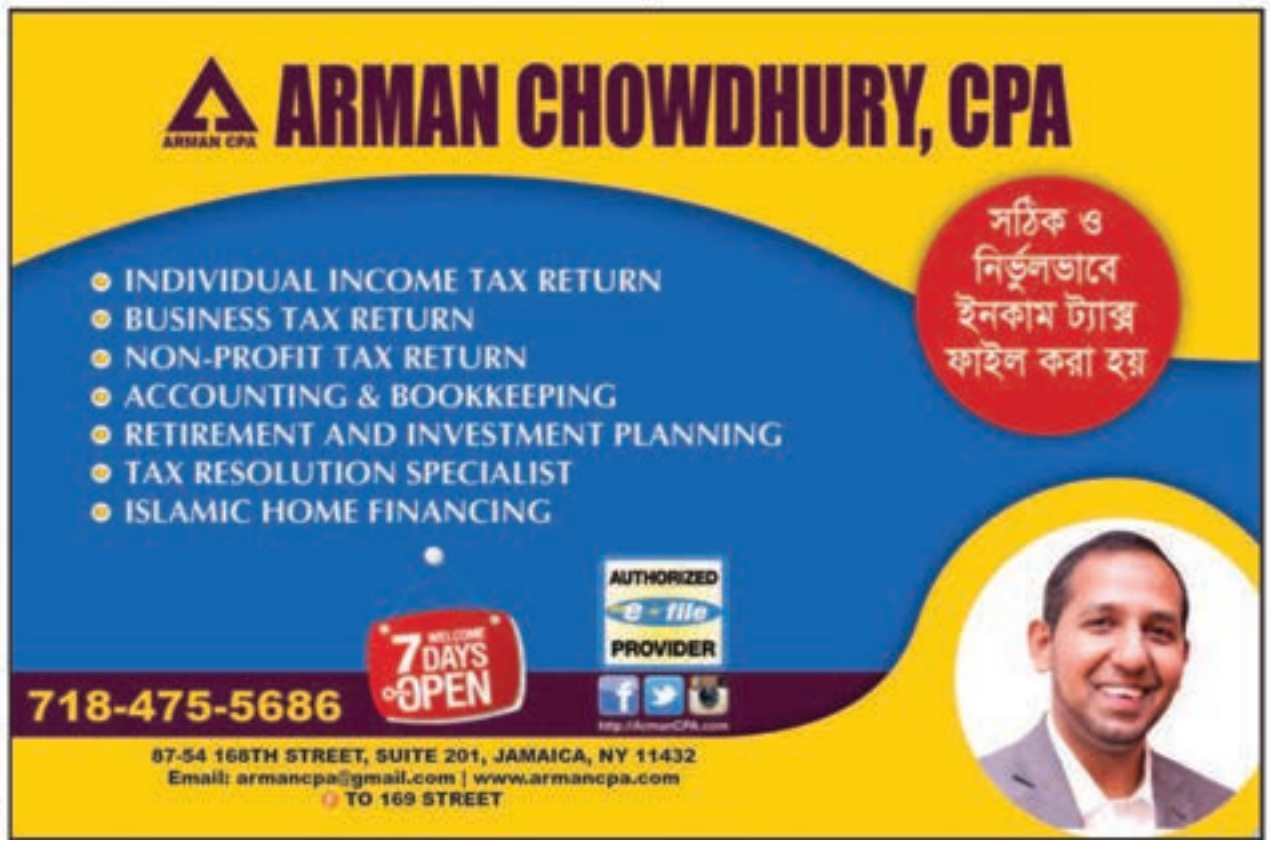
বর্তমানে আম্মানের মূল ট্রেন স্টেশনে 'রঙিন, কিন্তু নীরব' বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিন অলস দাঁড়িয়ে থাকে। এখানকার জাদুঘরে এই রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ জিনিস– যেমন পুরনো টিকিট, ছবি, ট্রেনের বাতি– রয়েছে। বিলাসবহুল ভেলভেট চেয়ার আর সোনালী রংয়ের বাতি দিয়ে সাজানো বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের একটি ট্রেনের বগি এখনো সেই সময়ের ঐশ্বর্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই রেল লাইন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পি-ত শেখ আলী আতানতাভি লিখেছিলেন, 'হিজাব রেলওয়ের গল্পটা আসলেই ট্র্যাজিক। সেখানে লাইন আছে কিন্তু কোনো ট্রেন চলে না, স্টেশন আছে কিন্তু যাত্রী নেই।' তবে এই রেলওয়ের গল্প কিন্তু শুধু ভুল আর হতাশার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সময়ের সাথে সাথে এই রেলওয়ের কিছু কিছু অংশ নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। ২০১৬ সালে এই রেলওয়ের হাইফা থেকে বেইত শিয়ন পর্যন্ত পুনর্নির্মিত অংশে রেল চলাচল শুরু করে ইসরাইল। ২০১১ সালে আম্মান থেকে দামেস্ক পর্যন্ত যখন এই ট্রেন চলতো তখন তা স্থানীয়দের কাছে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সে সময় 'সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে' সিরিয়া যাওয়ার বেশ জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছিল।

এই রেলওয়ে ট্র্যাক বর্তমানে মূলত পর্যটন আর বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হলেও হিজাব রেলওয়ে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে আশা রয়েছে সংশ্লিষ্টদের। প্রতিদিন যারকা থেকে আম্মানের মধ্যে ৩০ কিলোমিটার দূরত্ব পাড়ি দেন ছয় লাখ মানুষ। এই রেলপথের জর্ডান অংশের মহ-াপরিচালক উজমা নালশিক বলেন, যাত্রীদের যাওয়া-আসার চাহিদা থাকলেও এখানে খুব কম সংখ্যক গণ পরিবহণের ব্যবস্থা রয়েছে। হিজাব রেলওয়ে পুনঃসংস্কার করা হলে এই দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি হবে কিনা তা যাচাই করতে গবেষণা শুরু হয়েছে। এই রেলওয়েকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করাও এর পুনঃসংস্কারের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। ২০১৫ সালে এটিকে ইউনেস্কোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রস্তাব করে সউদী আরব (যদিও সউদী আরব জর্দানের মত তাদের অংশের রেল লাইন সংস্কার করে চালু করেনি, তবে এই রেলওয়ে লাইন নিয়ে তাদের একটি ছোট জাদুঘর রয়েছে এবং তারা এটিকে তাদের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়)।

সিরিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে সউদী আরবে কোন ট্রেন যাবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি চিন্তা করা কঠিন। তবে যতদিন হিজাব রেলওয়ের ঐতিহ্য এবং এর ইতিহাস অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে, ততদিন ঐতিহাসিক এই রেলওয়ে সেবা নতুন করে চালু হওয়ার সম্ভাবনা টিকে থাকবে।







বিপিএলের ফটোসেশন বাদ দিয়ে বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে সাকিব



স্পোর্টস ডেস্ক: বিপিএলের ফাইনালের ফটোসেশনে অংশ নেননি ফরচুন বরিশাল অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের অধিনায়ক ইমরুল কায়েসের সঙ্গে থাকার কথা ছিল তার। কিন্তু ফটোসেশনে এলেন নুরুল হাসান সোহান। সংবাদ সম্মেলনও করলেন তিনি। বরিশাল ম্যানেজার সাব্বির খান জানান, সাকিব পেটের পীড়ায় ভুগছেন। তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিপিএলের ফটোসেশনে অংশ না নিলেও বিজ্ঞাপনের শুটিং ঠিকই করেছেন সাকিব।

বিপিএলের ফাইনালের আগে অফিসিয়াল ফটোসেশন নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ। প্রতি বছরই ফাইনালে পৌঁছা দুই অধিনায়ক আনুষ্ঠানিকভাবে শিরোপা উন্মোচন করেন। সাকিব ফটোসেশনের আগে অংশ নেননি অনুশীলনেও। পরে জানা যায়, টিভিসি শুটে ব্যস্ত ছিলেন বরিশাল অধিনায়ক। পরিচালক অমিতাভ রেজার পরিচালনায় একটি কোমল পানীয়ের বিজ্ঞাপনের কাজ করেন সাকিব।

বিপিএলের ফটোসেশনে সাকিবের অনুপস্থিতি নিয়ে ভিন্ন তথ্য দিয়েছে বরিশালের টিম ম্যানেজমেন্ট ও সহ অধিনায়ক সোহান। ম্যানেজার সাব্বি খান বলেছেন, 'পেটের সমস্যার কারণে সাকিব আসতে পারেননি।' ফুড পয়জনিং কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, এমন কিছুই।'

এরপর সংবাদ সম্মেলনে এসে সোহান বলেন, 'গতকাল (বুধবার) ঐচ্ছিক অনুশীলন ছিল, সাকিব ভাই অনুশীলন করেছেন। আজ (বৃহস্পতিবার) জিম করেছেন, সে কারণে হয়তো আসতে পারেননি। তাই আমি এসেছি (ফটোসেশন ও সংবাদ সম্মেলনে)। আর এটা পুরোটাই টিম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার। আমি যখন দেখেছিলাম সকালে তিনি জিম করছিলেন।'

এ বিষয়ে বরিশাল কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন বলেন, 'আসলে তেমন কিছু না। কাল (বুধবার) অনুশীলন করেছে। আজও (বৃহস্পতিবার) জিম করেছে। আমি আসলে অনুশীলনের জন্য জোর দিই না সেভাবে। সে তার খেলাটা জানে। পুরো বিপিএল যদি দেখেন সাকিব ব্যাট করেছেন তিন থেকে চার দিন। নিজের মতো করে কাজ করেছে। আজ বললো, ভালো লাগছে না যাবো না। আমি বলেছি ঠিক আছে।'

এবারের বিপিএলে জৈব সুরক্ষা বলয় নেই। তবে নিয়ম অনুযায়ী, ব্যক্তিগত কারণে কোনো ক্রিকেটার বা কর্মকর্তা হোটেল থেকে বের হলে পুনরায় প্রবেশ করতে অবশ্যই কোভিড নেগেটিভ সার্টিফিকেট প্রদর্শন করতে হবে।



ভারত-পাকিস্তান মহারণে কে জিতবে? যা ভাবছেন সাবেক ক্রিকেটাররা

স্পোর্টস ডেস্ক: দীর্ঘ অপেক্ষার পর এ বছরের ১৭ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে টি২০ বিশ্বকাপ। আর এবারের মূল আসরের প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হতে যাচ্ছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। আর এ দুই দেশের ম্যাচ মানেই যেন একটি স্নায়ুযুদ্ধ। এই ম্যাচটির নানান দিক নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম জি নিউজে কথা বললেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ ও পাকিস্তানের সাবেক পেসার শোয়েব আখতার।

গণমাধ্যমটিতে টি২০ বিশ্বকাপের আবহে 'সবসে বড়া মৌকা' অনুষ্ঠানে কে জিতবে এমন প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ কাইফ জানান, ভারতীয় দল প্রস্তুত। কাইফের এমন মন্তব্য মেনে নিয়েই শোয়েব আখতারের বললেন, ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে ঠিকই। তবে এটিও মনে রাখবেন যে, চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে তৈরি পাকিস্তান দলও।

শোয়েবের লেখা বই 'কন্ট্রোভার্সিয়ালি ইওরস'-এ তিনি শচীন টেন্ডুলকারের দুর্বলতা নিয়ে লিখেছেন ধারণা করা হতো। অনুষ্ঠানে এ বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, এমনটি কখনই লেখেননি তিনি। শচীনের ব্যাপারে এ ধরনের কথা ভাবাও যায় না। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারদের একজন শচীন, এমন মন্তব্য করে জানান তার সঙ্গে শচীনের সুসম্পর্কের কথাও।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে শোয়েবের পছন্দের ক্রিকেটার কে এমন প্রশ্নে শোয়েব আখতার জানান, রোহিত শর্মাকে অনেক ভালো লাগে তার। রোহিতের নাম গ্রেট রোহিত শর্মা হওয়া উচিত বলে

সাকিব শাস্তি পাবেন কী?



স্পোর্টস ডেস্ক: বিপিএল ফাইনালের আগের দিন কুমিল্লার অধিনায়ক ইমরুল কায়েস ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেও ছিলেন না বরিশালের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। তিনি ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে অংশ নেন। নিয়মের তোয়াক্কা না করে বায়ো-বাবল ভেঙে এক পানীয়র বিজ্ঞাপনচিত্রে অংশ নিতে ছুটে যান সাকিব। অথচ পেটের পীড়ার কারণে সাকিব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি বলে জানিয়েছিল তার ফ্রাঞ্চাইজি। এ ঘটনায় বরিশাল ফ্র্যাঞ্চাইজিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নোটিশের একদিন পরেই বিসিবির কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফরচুন বরিশাল।

টুর্নামেন্ট চলার সময় টিম হোটেলের বাইরে গিয়ে সাকিব নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন, স্বীকার করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি। এ ঘটনাকে বরিশাল নিজেদের ভুল হিসাবে দেখছে। তাদের চিঠি পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন বিসিবির এক কর্মকর্তা।

এখন দেখার বিষয়, বরিশাল ও সাকিব শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে কোনো শাস্তি পান কি না। অনুসরণ করা হয়েছে ম্যানেজড ইভেন্ট এনভায়রনমেন্ট (এমইই)। যা টোকিও অলিম্পিকে অনুসরণ করা হয়েছিল।

সাকিবকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। টুর্নামেন্ট শেষে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান তিনি। পাপন বলেছিলেন, টুর্নামেন্টের মাঝে তো কিছু করা সম্ভব না। টুর্নামেন্ট শেষ হয়েছে, এখন যা করার করব নিশ্চিত। আমার কথা হচ্ছে (কারও ক্ষেত্রেই) ভিন্ন হতে পারে না। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের দায়িত্বটা এখানে বেশি ছিল।

তিনি আরও বলেন, সাকিব কীভাবে জৈব সুরক্ষা বলয় ভাঙল! আমরা ফ্র্যাঞ্চাইজিদের নির্দেশনা দিয়েছিলাম, কীভাবে জৈব সুরক্ষা বলয় মানতে হবে। এটা ভাঙা হয়েছে, এ কারণেই কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাদের।

সাকিবকান্ডে সব দায় ফ্রাঞ্চাইজির ওপর দিয়ে বিসিবি প্রধান আরো বলেছিলেন, সাকিবের এমন ঘটনার দায়টা ফ্র্যাঞ্চাইজিরই বেশি, আমি আপনাদের বলি, (এর আগে) যতগুলো সিরিজ বা টুর্নামেন্ট হয়েছে, আমরা কিন্তু ছাড় দিইনি। এবার কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজিদের ওপর দায়িত্ব ছিল। বিসিবির অধীনে এমন হয়নি।বিসিবি দায়ী নয়।

ব্রাজিলের বাইরে গেলেই গ্রেপ্তার হবেন ধর্ষণ মামলার আসামী রবিনহো

স্পোর্টস ডেস্ক: হলুদ-নীল জার্সিতে বিশ্ব মাতিয়েছেন। ক্লাব ফুটবলেও ছড়িয়েছেন দ্যুতি।ব্রাজিল ফুটবলের এক সময়ের হার্টথ্রব রবিনহো এখন খবরের শিরোনাম হন ধর্ষণ মামলার আসামী হিসেবে। গ্যাং রেইপের দায়ে ৯ বছরের কারাদন্ড প্রাপ্ত রবিনহো ব্রাজিলের বাইরে গেলেই হবেন গ্রেপ্তার। রবিনহোর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে ইতালীর বিচারক মন্ত্রণালয়। আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছে তারা।



সাল ২০১৩, ইতালীয়ান সিরি আর দল এসি মিলানে খেলতেন রবিনহো। সেসময় আরও চার জনের সঙ্গে রবিনহো মিলানের একটি নাইটক্লাবে ২২ বছর বয়সী এক নারীকে যৌন নির্যাতন করেন। দোষী প্রমাণিত হওয়ায় ২০১৭ সালের নভেম্বরে ৯ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয় তাকে।খবর অনুযায়ী, নেশাগ্রস্ত থাকায় ধর্ষকদের রুখতে পারেননি ভিক্টিম তরুনী। তিনি যাতে তন্দ্রাছন্ন থাকেন সে জন্য নাকি রবিনহো এবং তার চার বন্ধু তাকে মাদক মেশানো পানীয় পান করায়। যদিও ব্রাজিলিয়ান তারকা তার বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে নিজেকে নির্দোষও দাবি করেন এই এসি মিলান তারকা।

রবিনহো সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিলও করেছিলেন। কিন্তু ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ব্রাজিলিয়ান স্টারের আপিল খারিজ করে দেয় আদালত। পরে ইতালির সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেও কোনো লাভ হয়নি। গত মাসে তার আপিল খারিজ করে শাস্তি বহাল রাখে সর্বোচ্চ আদালত।

বর্তমানে নিজ দেশ ব্রাজিলে অবস্থান করছেন রবিনহো। দেশটি তার নাগরিককে অন্য কোনো দেশে বিচারের জন্য ফেরত পাঠায় না। তাই দেশের বাইরে গেলেই কেবল গ্রেপ্তারের মুখোমুখি হবেন তিনি। দেশেও শাস্তির মুখোমুখি হতে পারেন ৩৮ বছর বয়সী রবিনহো। কারণ, ইতালীতে সংগঠিত অপরাধ যদি ব্রাজিলেও অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় সেক্ষেত্রে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

রবিনহো ২০২০ সালের অক্টোবরে নিজ দেশের ক্লাব সান্তোসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ক্লাব সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলোর চাপে চুক্তি স্থগিত করে সান্তোস। ব্রাজিলের জার্সিতে ১০০ ম্যাচ খেলেছেন রবিনহো। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার গোল সংখ্যা ২৮। ক্লাব ক্যারিয়ারে রিয়াল মাদ্রিদ, এসি মিলান ও ম্যানচেস্টার সিটিতে খেলেছেন রবিনহো। তার মধ্যে এসি মিলানে সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মিলানের ক্লাবটির হয়ে ১৪৪ ম্যাচ খেলেন তিনি। রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ১৩৭ ম্যাচ এবং ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে ৫৩ ম্যাচ খেলেন।



ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে বড় ভাইদের শাসন

ঢাকা ডেস্ক: ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম। খুলনা থেকে রাজশাহী। বরিশাল থেকে সিলেট। সর্বত্রই একই চিত্র। ক্ষমতা যার বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের দখল তাদের। ক্ষমতা বদলায় জমিদারি তালুকের মতো হলের রাজত্বও বদলায়। বছরের পর বছর ধরেই এমন ব্যবস্থা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। হলে কে থাকবে কে থাকবে না এটিও অনেক ক্ষেত্রে ঠিক করে দিচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন।

শুধু কি তাই! বড় ভাই পরিচয়ে তারা নিয়ন্ত্রণ করছে সব কিছু। নিয়োগ, টেন্ডার থেকে নিয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। তাদের কথা না শুনলে নানা হয়রানি আর নির্যাতনের শিকার হতে হয় শিক্ষার্থীদের। সালাম না দিলে, কথামতো কাজ না করলে হল থেকে বের করে দেয়ার ঘটনাও ঘটছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই বড় ভাইদের শাসন নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন আমাদের স্টাফ রিপোর্টার পিয়াস সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার হাসানাত মাহমুদ, ফুয়াদ পাবলো ও রাহাত মাহমুদ খান।

ঢাবির হল নিয়ন্ত্রণ করেন বড় ভাইয়েরা: বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো মূলত দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা শিক্ষার্থীদের নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই তৈরি করা হয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত প্রাধ্যক্ষ মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে সিট বণ্টনের নিয়ম। যেখানে থেকে একজন শিক্ষার্থী পড়াশোনা শিখে নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য যোগ্য করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষে সিট ছেড়ে দেবেন নতুনদের জন্য। হলের এসব লিপিবদ্ধ নিয়ম-কানুন অনেকটা রূপকথার গল্পের মতো শোনায় সমসাময়িক বাস্তবতায়। ঢাবি নিজের জৌলুস হারিয়েছে অনেক আগেই। সঙ্গে হারিয়েছে হলগুলোর ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ। মুষ্টিমেয় কিছু প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা ছাড়া হলগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের খুব একটা ক্ষমতা নেই। হলগুলো এখন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে ছাত্রসংগঠনের কথিত বড় ভাইয়েরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৩ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য হল রয়েছে মাত্র ১৯টি। এর মধ্যে পাঁচটি ছাত্রীদের জন্য, ১৩টি ছাত্রদের জন্য আর একটি হল বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য। বিদেশি শিক্ষার্থীদের হল আর মেয়েদের হলে প্রশাসনের এখনো বেশ খানিকটা নিয়ন্ত্রণ থাকলেও ছেলেদের হলে রাজনৈতিক বড় ভাইয়েরাই সর্বেসর্বা। প্রশাসন সেখানে অনেকটা ঠুঁটো জগন্নাথ। হলগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত নতুন বিজয় একাত্তর হল এতদিন প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে কৃত্রিম গণরুম তৈরি, প্রশাসনিক বরাদ্দ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সিটে উঠতে না দেয়াসহ নানা উপায়ে এই হলও নিজেদের করায়ত্ত করে নিয়েছে ছাত্রলীগ।

শিক্ষার্থীকে হলে রাখা, হল থেকে বের করে দেয়া, ক্যান্টিন, হলের দোকান ইত্যাদিসহ এসব আবাসিক হলের সমস্ত কর্মকাণ্ডই ছাত্রলীগের বড় ভাইদের নির্দেশেই পরিচালিত হয়। একজন শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হওয়ার পর হলে সিট পেতে (গণরুমে) ছাত্রলীগের ভাইদের শরণাপন্ন হতে হয়। হলে ওঠার পর নবীন ছাত্রদের ওপর সাংগঠনিক দীক্ষা ও কথিত ম্যানারে শেখানোর নামে নিয়ম করে প্রতিরাতে নেয়া হয় গেস্টরুমে। এইখানে মূলত রাজনৈতিক বড় ভাইরা শিক্ষার্থীদের ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং হলে তাদের আনুগত্যের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি ম্যানারের নামে হলে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক চলাফেরা করার ওপর আরোপ করা হয় বিধিনিষেধ। এগুলো পালনে কোনোরকম ব্যত্যয় ঘটলে শিক্ষার্থীদের ওপর নেমে আসে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। অনেক সময় বড় ভাইদের ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকার হয়ে 'মিথ্যা অভিযোগে' শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে বাধ্য করা হয়।

করোনা মহামারির দীর্ঘ বন্ধের পর আবাসিক হলগুলোতে গেস্টরুমে নির্যাতন, গণরুম বন্ধে প্রশাসনকে সহায়তাসহ ছাত্রলীগের সার্বিক কর্মকাণ্ডে আরও বেশি ছাত্রবান্ধব করার আশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন সংগঠনটির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। তবে সেটি বাস্তবায়নে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে সংগঠনটি। গত বছরের অক্টোবরে হল খোলার পর থেকে বিগত পাঁচ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে অনন্ত ১০টি শিক্ষার্থী নির্যাতনের ঘটনা দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে এসেছে। তবে শিক্ষার্থী নির্যাতন বেশিরভাগ ঘটনায় জড়িতরা কোনো ধরনের শাস্তি ছাড়াই পার পেয়ে যায়। হলে ছাত্রলীগ করলেই যে সব শিক্ষার্থী নির্বিঘ্নে ও সমান সুযোগ-সুবিধা নিয়ে হলে থাকতে পারে বিষয়টি এমন নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতি মূলত হলকেন্দ্রিক পরিচালিত হয়। হলগুলোতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা সংগঠনটির শীর্ষ চার নেতার (কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ) অনুসারী হিসেবে বিভিন্ন গ্রুপ-সাব গ্রুপে বিভক্ত। এ গ্রুপগুলো নিজেদের মধ্যে হলের কক্ষগুলো ভাগ করে নেয়। সমপ্রতি হলগুলোতে প্রায় পাঁচ বছর পর নিজেদের কমিটি দিয়েছে ছাত্রলীগ। এতে প্রতিটি হলের যেকোনো দু'টি গ্রুপ থেকে নেতা (হল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক) নির্বাচিত হয়েছেন। রীতি অনুসারে এতদিন অন্য নেতাদের পেছনে রাজনীতি করা বাকি গ্রুপগুলো এ সময় কমিটি পাওয়া গ্রুপের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। রুম বণ্টন ও হলে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে পদবঞ্চিত এসব গ্রুপের নেতাকর্মীদের অনেক সময় বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হলের পদবঞ্চিত একটি গ্রুপের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মী জানান, দীর্ঘদিন যেই গ্রুপের রাজনীতি করেছি সেখান থেকে নেতা আসেনি। এখন নেতৃত্বে আসা গ্রুপের নেতাকর্মীদের সমান সুযোগ-সুবিধা না পেলেও তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়েই হলে থাকতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষে ছাত্রলীগের প্রভাব খাটিয়ে সংগঠনের অনেকেই বছরের পর বছর হলে অবৈধভাবে অবস্থান করেন। হলগুলোতে ছাত্রলীগের কর্তৃত্ব যে শুধুমাত্র সিটকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ তা নয়, হলের খাবার দোকান, ক্যান্টিনেও তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। হলের দোকানে কোন খাবার কতটুক তৈরি করা যাবে, কি করা যাবে না সেটি হলের শীর্ষ নেতাকর্মীরাই ঠিক করে দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ক্যান্টিনগুলোয় দিনগুলোর খাবারের মান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। ক্যান্টিন সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকজন কর্মচারী-মালিকের অভিযোগ, মান বৃদ্ধি করতে না পারার পেছনে ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মীর নিয়মিত 'ফাউ' খাওয়া ক্যান্টিনের ইজারা পেতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের 'চাঁদা' দেয়াও এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। এমনকি বিভিন্ন হলে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও হল ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে সরকারসমর্থিত ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের প্রভাব নতুন কোনো বিষয় নয়। এর আগে কম বেশি থাকলেও মূলত বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিগত জোট সরকারের আমল থেকেই এই ধারা শুরু হয়। সে সময় হলে ছাত্রদলের আধিপত্য দেখেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোয় নিজেদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রলীগ। বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে নিজেদের আধিপত্য ধরে রেখে সংগঠনটি হলগুলোতে অনেকটা প্রশাসনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক ড. মাকসুদ কামাল। তিনি এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্যসেন হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। হলের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চাইলে একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করা এই শিক্ষক বলেন, হলগুলোতে বর্তমানে যে প্রশাসনিক অবস্থা সেটি আগের যেকোনো সময়ের থেকে ভালো। তবে এর পরও কিছু দুর্বলতা থাকতে পারে। হলগুলোতে পুরোপুরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণহীনতা দীর্ঘদিনের সমস্যা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা ক্রমান্বয়ে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পদক্ষেপ নিয়েছি। সিট প্রদানের ক্ষেত্রে যেসব প্রভোস্টদের দুর্বলতা ছিল তাদের কেন্দ্রীয়ভাবে বলা হয়েছে। আগে যেভাবে হলগুলোতে তালিকা করে বছরে দু'একবার মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টন করা হতো, আমরা আবার সেই ধারাবাহিকতায় ফেরার চেষ্টা করছি। একটি সহনশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হলগুলোকে দ্রুততম সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরাতে পারবো বলে আমরা প্রত্যাশা করছি।

পরিস্থিতি পাল্টেছে বুয়েটে: প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। দেশের অন্যতম শীর্ষ এই বিদ্যাপীঠে আটটি হলের অধিকাংশই এক সময় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল ছাত্রলীগের। সংগঠনের নেতাকর্মীদের কথা মতো না চললে বা তাদের মতের অমিল হলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর নেমে আসতো অবর্ণনীয় নির্যাতন। এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা খুব একটা মুখ না খোলায় ক্যাম্পাসের ভেতরই থেকে যেত নির্যাতনের ঘটনাগুলো। তবে ২০১৯ সালে ছাত্রলীগের নির্যাতনে শেরে বাংলা হলের আবাসিক শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের মৃত্যুর পর মুখ খুলতে থাকে সবাই। দেশজুড়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ করা হয় ছাত্ররাজনীতি। তখন থেকে হলগুলো প্রশাসনিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথম বর্ষ থেকে হলে সিট পান শিক্ষার্থীরা। হলের বর্তমান অবস্থা নিয়ে জানতে চাইলে তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও তিতুমীর হলের আবাসিক শিক্ষার্থী জুলফিকার সাদিক বলেন, আবরার ফাহাদের ঘটনার পর থেকে হলগুলোতে ছাত্রলীগে বা অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের দৃশ্যমান কোনো ধরনের তৎপরতা চোখে পড়ে না। হলগুলোর আসন খালি থাকা সাপেক্ষে প্রশাসন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিট বণ্টন করে দেয়। প্রথম বর্ষেই প্রায় সবাই হলে সিট পায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট সংলগ্ন দেশের অন্যতম আরেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোও অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে ছাত্রলীগ। তবে রাজনৈতিক চাপ তুলনামূলক কম থাকায় এবং শিক্ষার্থী তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সিট থাকায় এখানে পড়ুয়া মেডিকেল শিক্ষার্থীদের খুব একটা অভিযোগ করতে দেখা যায় না।

রাবির আবাসিক হলের নিয়ন্ত্রণে ছাত্রলীগ: কাগজে কলমে হল প্রভোস্ট দায়িত্বে থাকলেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো মূলত নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। ফলে বৈধ উপায়ে আবাসিক হলে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য রীতিমতো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আবাসিক হলের বিভিন্ন রুমে তালা দিয়ে সিট দখল, প্রভোস্টের তুলে দেয়া শিক্ষার্থীদের হল থেকে নামিয়ে দেয়া ও সিটবাণিজ্যের জন্য ফাঁকা সিটের তালিকাকরণসহ নানা অভিযোগ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য মোট ১৭টি আবাসিক হল রয়েছে। এরমধ্যে ছেলেদের ১১টি আবাসিক হলের প্রতিটিতেই বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের জন্য আলাদা ব্লক রয়েছে। ক্যাম্পাসে 'পলিটিক্যাল ব্লক' নামে পরিচিত এ সকল ব্লকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সিট পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ সকল ব্লকের বাইরেও সাধারণ সিটগুলোও অনেকাংশে ছাত্রলীগের দখলে। অভিযোগ আছে তিন থেকে আট হাজার টাকার বিনিময়ে এ সকল সিট সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রি করছেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। হলগুলোতেও সিট দখলকে কেন্দ্র করে প্রাধ্যক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছেন হলের সিট বণ্টনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

জানা যায়, গত ২০শে অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শামসুজ্জোহা হলের ৩৪৪ নম্বর কক্ষ দখল নিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের পক্ষ থেকে চারটি তালা দেয়া হয়। এ ছাড়া মাদার বখশ হলেও এক শিক্ষার্থীকে নামিয়ে আরেকজনকে তুলে দেন হল ছাত্রলীগ নেতা। পরবর্তীতে শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে তাকে আবার হলে উঠানো হয়। প্রায় প্রতিটি হলেই এ ধরনের চিত্র পাওয়া যায়। ফলে সিট দখল করতে না পারায় আবাসিক কার্ড থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সিটে উঠতে পারেন না শিক্ষার্থীরা।

যদিও সকল অভিযোগের কথা অস্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম কিবরিয়া। তিনি বলেন, সিট দখল বা সিট বাণিজ্যের মতো কার্যক্রমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ জড়িত নয়। তারপরও কেউ যদি উপযুক্ত প্রমাণ নিয়ে আমাদেরকে জানায় তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিবো।

এসব বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার বলেন, আবাসিক হলের সিট দখল নিয়ে আমরা অবগত আছি। কারা কারা সিট দখলের সঙ্গে জড়িত তাদের একটি তালিকা করার কাজ করছি। আমরা দ্রুতই এ সকল বিষয় সমাধানের চেষ্টা করবো। এ ছাড়া হলের সিটের সুষ্ঠু বণ্টনে হল প্রভোস্টদের আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বগিভিত্তিক গ্রুপগুলোর দখলে চবির হল: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর অধিকাংশ কক্ষ ছাত্রলীগের বগিভিত্তিক গ্রুপগুলোর দখলে রয়েছে। মেধার পরিবর্তে ছাত্রলীগ করাই সিট পাওয়ার মাপকাঠি হয়ে উঠছে বর্তমানে। হলে নিয়মিত মাদকের আসর বসা ছাড়াও তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে অস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় নিয়মিত।

বিভিন্ন হলের রুমের দরজা এবং দেয়ালে লিখে দেয়া হয়েছে দখলদার গ্রুপের নাম। এ ছাড়াও স্যার এ এফ রহমান হলজুড়ে দেখা যায় বিজয় গ্রুপের চিকা। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমবেশি সব আবাসিক হল কোনো না কোনো গ্রুপের দখলে রয়েছে। যার ফলে আবাসিক হলগুলোতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পরিমাণ হাতেগোনা কয়েকজন।

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নির্দেশনা থাকলেও বগিভিত্তিক রাজনীতি থেকে বের হতে পারছে না চবি ছাত্রলীগ। বর্তমানে বগিভিত্তিক নয়টি গ্রুপ ক্যাম্পাসে সক্রিয় রয়েছে। গ্রুপগুলোর নাম- সিক্সটি নাইন, সিএফসি ও বিজয় ভিএক্স, আরএস, একাকার, বাংলার মুখ, কনকর্ড ও এফ-পটাফ গ্রুপ।

এদিকে ক্যাম্পাসে বগিভিত্তিক রাজনীতি সক্রিয় থাকায় কিছুদিন পরপরই নিজেদের মধ্যে কোন্দলে জড়ায়। আবাসিক হলগুলোতেও রয়েছে বগিভিত্তিক সিট দখলের প্রথা। অধিকাংশ আবাসিক হলেই কোনো না কোনো বগিভিত্তিক গ্রুপের আধিপত্য রয়েছে। যার ফলে সংঘর্ষে জড়ালে আবাসিক হলের আসবাবপত্র ভাঙচুর ও লুটপাট করে প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রবণতা রয়েছে গ্রুপগুলোর মধ্যে।

২০২০ সালের মার্চে বিজয়, সিক্সটি নাইন ও কনকর্ড গ্রুপের মধ্যে ত্রিমুখী ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সে সময় আলাওল এবং এএফ রহমানের হলের অন্তত ৮০টি কক্ষ ভাঙচুর হয়। আহত হন অর্ধশতাধিক। আটক করা হয় ৫৭ জনকে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৬ লাখ টাকার বেশি। অনেক শিক্ষার্থীর মোবাইল, ল্যাপটপসহ প্রয়োজনীয় ডিভাইস, কাগজপত্র হারিয়ে যায়।

চবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল হক রুবেল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ সব হলে মেধার ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ দেয়া হোক। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ পরপর দুইবার বগিভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছে। এরপরও যারা বগির নামে হলের কক্ষগুলো দখলে রেখেছে, আমরা প্রশাসনকে অনুরোধ করবো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।

হলের সার্বিক বিষয় নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সমপ্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাইস চ্যান্সেলর ড. শিরীন আখতার বলেন, হলে কোনো অছাত্র থাকতে পারবে না। শিগগিরই সব আবাসিক হলে মেধার ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ দেয়া হবে।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন বলেন, হলগুলোতে আমরা শিক্ষার্থী হিসেবে থাকি। প্রশাসনের সঙ্গে দরকষাকষি করে আমরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করি। হলগুলোতে ছাত্রলীগের কমিটি রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনপ্রিয় সাংগঠনিকভাবে ছাত্রলীগ শক্তিশালী। আমরা চেষ্টা করছি ছাত্রলীগের আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম, সোনার বাংলা গড়ার জন্য যে লক্ষ্য এগুলো শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তিনি আরও বলেন, আবাসন সংকটের কারণে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং একাডেমিক কার্যক্রম সমুন্নত রাখার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা এগুলোর কারণে পরিবেশ অনেক উন্নত হয়েছে। ছাত্রলীগের লক্ষ্য আবাসন সংকট দূর করা। শিক্ষার্থীরা সবসময় ছাত্রলীগকে বন্ধু হিসেবে পাশে পায়।



সাক্ষাৎকার

আমি জনগণের লোক



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। তিনি যখন যুক্তরাজ্যের রয়্যাল কলেজ অব সার্জনস-এ এফআরসিএস পড়ছিলেন তখন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জাফরুল্লাহ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার নিমিত্তে চূড়ান্ত পর্ব শেষ না করেই যুক্তরাজ্য থেকে ভারতে এসে আগরতলার মেলাঘরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে গেরিলা প্রশিক্ষণ নেন। তিনি ডা. এম এ মবিনের সঙ্গে সেখানেই ৪৮০ শয্যাবিশিষ্ট "বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল" প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অনেক নারীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য জ্ঞান দান করেন যা দিয়ে তারা রোগীদের সেবা করতেন। জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সেই অভূতপূর্ব সেবাপদ্ধতি পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিশ্বখ্যাত জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী 'ল্যানসেট' এ প্রকাশিত হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের পর দেশের সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে দীর্ঘদিন ধরে জাফরুল্লাহ চৌধুরী কাজ করে যাচ্ছেন। আশির দশকে বাংলাদেশে ওষুধ নীতি প্রবর্তনে তার বড় ভূমিকা ছিল।

এ নিয়ে সে সময় তাকে চিকিৎসকদের সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়। বিভিন্ন সরকারের সময় বিভিন্ন ইস্যুতে সরব জাফরুল্লাহ চৌধুরী বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়মিতভাবেই বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে রাজনৈতিক বক্তব্য রেখে চলেছেন। তাকে বিএনপিপন্থি বুদ্ধিজীবী বলা হলেও বিএনপির নেতাকর্মীদের অনেকেই তার কঠোর সমালোচক। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে ভূষিত জাফরুল্লাহ ফিলিপাইন থেকে 'এশিয়ার নোবেল' খ্যাত র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার, সুইডেন থেকে 'বিকল্প নোবেল পুরস্কার' খ্যাত রাইট লাভলিহুড পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক 'স্বাস্থ্য হিরো', মানবতার সেবায় কানাডা থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট পেয়েছেন। মানবজমিনকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জাফরুল্লাহ চৌধুরী নিজের ব্যক্তিগত নানা বিষয়, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও সংকট এবং সেগুলো থেকে উত্তরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দিয়েছেন:

প্রশ্ন: বলা হয় যে, ডাক্তারদের হাতের লেখা খারাপ হয়। আপনার হাতের লেখা এতো সুন্দর কীভাবে?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: ছোটবেলায় যখন প্রাইমারি স্কুলে যেতাম তখন কঞ্চি দিয়ে লেখার অভ্যাস করাতো। অবশ্য আমার বাবার হাতের লেখাও খুব সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ছিল।

প্রশ্ন: আপনার বাবাতো মাস্টারদা সূর্যসেনের ছাত্র ছিলেন? আপনার কী কখনো তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: না, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে, তিনি আমাদের বাড়িতে থেকেছেন। আমাদের বাড়ি কোয়েপাড়াতে, আর সূর্যসেনের বাড়ি নোয়াপাড়াতে। দুটি ইউনিয়ন পাশাপাশি। নোয়াপাড়াতে আমার বাবার মামাদের বাড়ি। কোয়েপাড়ার বৈশিষ্ট্য হলো, এটা খুবই অসাম্প্রদায়িক একটা এলাকা। বৌদ্ধদের বড় স্থান মহামুনি আমাদের গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরে। আমার বাবারা যখন ছাত্র তখন একমাত্র ওই মহামুনিতেই স্কুল ছিল। বাবা সেখানে পালি ভাষা অধ্যয়ন করেছেন। তখন আমাদের নিয়ম ছিল কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান হলে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান সবাইকেই ডাকতে হতো। বৌদ্ধদের মুসলমানদের সঙ্গে খেতে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু হিন্দুদের জন্য আলাদা খাসি দিতে হতো। আমাদের ওখানে বসেই ওরা খাসি জবাই দিতো। অর্থাৎ আমাদের একটা অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ ছিল। অনেকেই সেখানে আসতেন।

প্রশ্ন: এবার রাজনৈতিক প্রসঙ্গে আসি। সার্চ কমিটির ডাকে বিএনপির 'সাড়া না দেয়া' সঠিক হয়নি বলে আপনি মন্তব্য করেছেন। আপনারা সেখানে গিয়েছেন। বিএনপির যাওয়া কিংবা না যাওয়ার মধ্যে কী ফারাক হয়েছে?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: কমিটিতে প্রস্তাবিত নামগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এর বাইরে থেকে তারা নাম দিতে পারবে না। এখান থেকেই তারা ১০ জনের নাম দেবে। সুতরাং আমরা যদি কোনো প্রতিবাদ করতে চাই, তাহলে নামগুলো আমরা পাচ্ছি। আমরা দুটি প্রস্তাব করেছিলাম। প্রথমত, সবার নাম প্রকাশ করতে হবে। সেটা তারা করেছেন। আরেকটা হলো যেহেতু বিএনপি আসেনি তাদের পুনরায় অনুরোধ জানানো। তারা বললেন, আমরাতো চিঠি দিয়েছি। আমি বলেছি, তাহলেও আপনাদের দায়িত্ব তাদেরকে আনা এবং তাদের বক্তব্য শোনা। কমিটি দ্বিতীয়বারও বিএনপিকে অনুরোধ করেছিল তাদের বক্তব্য জানাতে এবং নামধাম দিতে। এতটুকু আমরা করতে পেরেছি। আমার ধারণা, এতটুকু কমিটিকে আমরা প্রভাবিত করতে পেরেছি।

প্রশ্ন: প্রস্তাবিত নামগুলো প্রকাশ পেলেও 'কারা' কাদের নাম প্রস্তাব করেছেন 'তাদের' নামগুলো প্রকাশেরও দাবি জানিয়েছিলেন অনেকে...

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: এটা আমিও একবার ভেবেছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম যে, সব সময় মানুষকে ছোট করতে হয় না। সেটা প্রকাশ পেলে হয়তো দেখা যাবে, আমার দেয়া সব নামই বাদ পড়েছে। আবার হয়তো কারও দুইটা নামই রাখা হয়েছে। সেটা নিয়ে অহেতুক একটা বিতর্ক সৃষ্টি হবে। তা না হলে, আমিও 'তাদের' নাম প্রকাশের প্রস্তাব করতাম। তারা যেহেতু সব নামই প্রকাশ করে দিয়েছে, তাই কারা কাদের নাম প্রস্তাব করেছে সেটার আর গুরুত্ব নেই। যেমন: ইকবাল করিম ভূঁইয়ার নাম আমিই একমাত্র প্রস্তাব করেছি। সাখাওয়াতের নাম আমি প্রস্তাব করেছি। সাখাওয়াতের নাম আরও অনেকেই প্রস্তাব করেছে।

প্রশ্ন: আপনার প্রস্তাবিত নামগুলোর ব্যাপারে আপনি কী আশাবাদী?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: অনেকেই ভালো ভালো নাম প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু শিক্ষাবিদ হিসেবে যদি আরেফিন সিদ্দিকের নাম রাখা হয় তাহলে লোকে বলবে খাতিরের লোককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সে জায়গায় আবুল কাসেম ফজলুল হককে দিলে কোনো প্রশ্ন থাকবে না। ৩২২ জনের মধ্য থেকে বেছে ১০ জনের নাম প্রস্তাব করা, এটা কিন্তু সহজ কাজ না। অনেক ভালো ভালো 'ক্যান্ডিডেট' আছে। যেমন: অধ্যাপক জাফর ইকবাল কিংবা আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, তাদের একটা সুনাম আছে। কমিটি আমাদের কথা শুনে নামগুলো প্রকাশ করে একদিক থেকে জয়ী হয়েছে। এখন তারা যেই ১০ জনের নাম প্রস্তাব করবেন সেই নামগুলো যদি আগে থেকে প্রকাশ করেন তাহলে আমরা আমাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবো। সেটা করবেন কিনা সে প্রতিশ্রুতি উনারা দেননি। উনারা বলেছেন, চিন্তা করে দেখবেন।

প্রশ্ন: বিএনপির বহু নেতাকর্মী ছাড়াও অনেকেরই আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, আপনারা আবার ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগের মতোই করছেন। তখন যেমন সংলাপে গিয়েছিলেন এখনো যাচ্ছেন। এসবের 'ফলাফল' ঠিক আগের মতোই হবে...

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: অভিযোগ করতেই পারে। আমরা চেষ্টা করেছিলাম একটা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে। তার জন্য আমাদের সবার যতবেশি সক্রিয় হওয়া উচিত, সেটাই আমরা করেছি। একটা কথা বলি। কমিটিতে বিচারপতিদের সামনে বসে আমি তাদেরকে বলেছি, আপনাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু একটা অভিযোগ আছে। বিচারপতিদের সামনে বসে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে কতটা সাহসের প্রয়োজন আশা করি তা আপনারা বোঝেন। যাই হোক, তারা জানতে চাইলেন অভিযোগটা কী। আমি বললাম, ২০১৮ সালের নির্বাচনটা যে সঠিক হয়নি এটাতো আপনারা সবাই জানেন। এখানে বলে রাখি, আমার প্রত্যাশা ছিল বিএনপির ৩০০ জন প্রার্থীই ট্রাইব্যুনালে মামলা করবে। সেটা তারা করেননি। ৭০ জন করেছিলেন। আমি বিচারপতিদের বললাম, ওই ৭০ জনের মামলার শুনানি আপনারা করেন নাই। এর কী জবাব আছে আপনাদের কাছে? এটা আপনাদের ব্যর্থতা। একথার জবাবে তারা বললেন, আমরা এটার উত্তর আপনাকে দিতে চাই। বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান বললেন, ওই ৭০টার মধ্যে ২টা মামলা আমার কাছে ছিল। আমি করেছি। কিন্তু ওই দুইজনের একজন মারা যাওয়ায় সেটা আর এগোয়নি। অন্যদিকে, দ্বিতীয় মামলার বাদী যথাযথ কাগজপত্র জমা দেননি। অর্থাৎ বিএনপিও তাদের 'কেইস পারস্যু' করেনি। আমি বারবার বলেছিলাম, আপনারা কেইস পারস্যু করেন।

প্রশ্ন: কিন্তু তারাতো এই অভিযোগও করেন যে, সেটা করে লাভ কী? তাদের ভাষায়, জুডিশিয়ারি...

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: তাহলে আত্মহত্যা করেন। এটা কোনো কথা হতে পারে! তাহলে মামলা করেন কেন? এটা 'ফাইট' করে দেখাতে হয়। ট্রাইব্যুনালের একটা সুবিধা হলো যে, সব কাগজপত্র কল করতে পারে। এটা কিন্তু 'শর্ট বিচার' না। আজকে তাহলে দেখানো যেতো যে 'এই স্বাক্ষর আমার না'। যেমন: খালেদা জিয়ার বিষয়টা। তারা (বিএনপি) তার জামিনের জন্য কখনো সিরিয়াসলি 'ইয়ে' করে নাই। এখনো তারা বলে, কী রায় হবে? তাহলেতো আমাদের নৈরাজ্যে, বিপ্লবে যেতে হবে এইসব ছুঁড়ে ফেলার জন্য। যাই হোক, কমিটিতে যাওয়াতেইতো তাদের সামনে বসে সব তাদেরকে বলতে পেরেছি। বিএনপিকে বলেছি, সরকার পতনের আন্দোলন বহাল রেখেই আপনারা দেখা করেন। বিএনপি না আসায় কমিটি জানতে চাইলো, আমরা কী করতে পারি? আমি বলেছি, আবার চেষ্টা করেন। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই অনেককে চেনেন, সেভাবেও চেষ্টা চালান। তখন তারা বলেছে, আমরা সেটা করবো, আপনিও চেষ্টা করতে পারেন, আপনার সাথেতো সুসম্পর্ক। (হেসে) আমি বললাম, আমার সাথে সুসম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন: বিএনপিতো বলছে নির্বাচন কমিশন গঠনের গোটা প্রক্রিয়াটাকেই তারা বিশ্বাস করে না। তারা একটা নির্বাচনকালীন সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গোছের কিছুর অধীনে নির্বাচন চায় এবং সেটা তারা আন্দোলন করে আদায় করে ছাড়বে। বিএনপি মহাসচিবসহ ঊর্ধ্বতন নেতারা স্পষ্টভাবেই সেটা বলছেন। এ বিষয়ে আপনার কী মনে হয়?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: আন্দোলন করাতো খুবই দরকার। ভালো। কিন্তু তাতো করছেন না। উনাদের বক্তব্যটা সঠিক, কিন্তু কার্যক্রম নাই।

প্রশ্ন: বিএনপি কী তাহলে আন্দোলনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় বা ক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছে?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: আন্দোলনের সময়ক্ষণ কি আসা লাগে? কবে যে রমজান আসবে- এসবের অপেক্ষা করছে। তারপর বলবে, রমজানে আন্দোলন হয়না। তারপর বলবে, ঈদ আসছে, ঈদে আন্দোলন হয়না। তারপর বলবে, মহররম আছে, দুঃখের মাস, আন্দোলন হয়না। এইসব অজুহাত। এরশাদ সাহেব একটা ভালো কথা বলতেন, 'সকল জাতির দুই হাত আর বাঙালির তিনটা হাত। ডানহাত, বামহাত আর অজুহাত।' বিএনপি এরশাদ সাহেবের বক্তব্যকে সঠিক প্রমাণ করছে।

প্রশ্ন : বাজারে অনেক গুজব ভাসছে। অনেকে দুই দলের বাইরে তৃতীয় শক্তির উত্থানের কথা বলছেন। অনেকে বলছেন, অমুকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে...তৃতীয় শক্তির উত্থান দেখতে পাচ্ছেন?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: কেউ ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে না। তৃতীয় শক্তির উত্থান আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি হতাশা সৃষ্টি করতে চাই না। কিন্তু এটাই মনে হচ্ছে। অন্য যারা আছে তারা মনে করে বিএনপি না থাকলে যুদ্ধে জেতা যাবে না। বিএনপি থাকলে যুদ্ধে জেতাটা সহজ হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই। বিএনপি এতো বড় পার্টি। কিন্তু বিএনপির নেতৃত্বের মধ্যে সঠিক চিন্তা নাই। বিএনপির নেতৃবৃন্দের স্বাধীনতা নাই চিন্তার। লন্ডন থেকে ওহী আসবে, ওই ওহী তারা পরিচালনা করবে। তাদের যাতে আস্থা হয় সেজন্য আমি বলেছিলাম জাইমাকে দেশে পাঠাতে। তাকে দেশে পাঠালেও একটা উৎসাহ সৃষ্টি হতো। সে 'ইয়াং', 'নবীন'। এখনতো সেটাও করছে না।

প্রশ্ন: আপনার এই বক্তব্য নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। বিএনপির নেতাকর্মীদের অনেকের অভিযোগ, আপনি বর্তমান নেতৃত্বকে মাইনাস করার জন্যই এসব বলছেন...

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: নেতৃত্ব কী সারাজীবন থাকবে নাকি? খালেদা জিয়া কী সারাজীবন থাকবেন? তারেক কী সারাজীবন থাকবে? তারেকেরতো জীবনে ওই চেয়ারে বসার স্বপ্নপূরণ হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। আমি খুশি হতাম সে যদি প্রধানমন্ত্রী হতো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সে হবে না। বড় সমস্যা হলো, তার গুণাবলী রয়েছে কিন্তু সেতো দেশে আসতে পারে না। নেতাকে সামনে দেখতে চায়। তার প্রতিভূ হিসেবেও যদি জাইমা আসতো... তাদেরকে নারায়ণগঞ্জের মতো ভুল করা চলবে না। ওই রকম ভুল না করলে তাদের বিরাট সম্ভাবনা আছে। আওয়ামী লীগের অনেক ভুলভ্রান্তি আছে, দুএকটা ভালো কাজও আছে। আজকে আওয়ামী লীগ কৃষক-শ্রমিককে অবহেলা করছে। তারা প্রবাসীদের অবহেলা করছে।

প্রশ্ন: আপনি একদিকে জাইমা রহমানের কথা বলছেন। অন্যদিকে জাতীয় সরকারের কথা তুলে আপনি শেখ রেহানার নাম প্রস্তাব করেছেন। অনেকের প্রশ্ন, আপনি এসব বলার মাধ্যমে কি কার্যত: দুই দল থেকেই বর্তমান নেতৃত্বকে বাদ দেয়ার কথা বলছেন?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: আওয়ামী লীগকে তো বাদ দেয়া যাবে না। জাতীয় সরকার মানে কিন্তু আওয়ামী লীগকে বাদ না। (শেখ) হাসিনাতো মাইনাস হবেন। তিনিতো পার্টির প্রধান। তিনি এখানে থাকতে পারেন না।

প্রশ্ন: দলের প্রধানরা জাতীয় সরকারে থাকতে পারবেন না, এটাই বলতে চাইছেন?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: হ্যাঁ। জাইমার কথা বলি এ কারণে যে, সে থাকলে দেশে আন্দোলনটা গড়ে উঠবে। তার একটা সুবিধা হলো, সে একটা গণতান্ত্রিক দেশে মানুষ হয়েছে, বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, পাস করেছে।

প্রশ্ন: কিন্তু যে দেশে তিনি বড় হননি, সেই দেশেই তিনি রাজনীতি করবেন। এটা নিয়েও অনেকে সমালোচনা করেন...

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: সমালোচনাটা ঠিক আছে। দেশে না এসে সেও যদি তার বাবার মতো ওখানে বসে থাকে তাহলেতো ঠিকই আছে। আমি তার মধ্যে একটা জিনিস দেখি। সে গণতান্ত্রিক দেশে, পরিবেশে বড় হওয়ার ফলে এখানে লোকের কথা শুনবে। সে অনেকটা উন্মুক্ত মনের হবে। তার সামনে আলাপ-আলোচনা করা যাবে। তার বাবার বিরুদ্ধেও বলা যাবে। তার নিজের বিরুদ্ধেও বলা যাবে। সেটাকে সে সহজভাবে নেবে। সে অনেক উদার হবে। আমি মনে করি, পার্টির মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা থাকা উচিত না। আজকে আওয়ামী লীগের দুরবস্থার একটাই কারণ, তা হলো শেখ হাসিনা বিদেশি এজেন্সির নজরদারিতে রয়েছেন। নিজ দলের লোকজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই। তার সম্পর্ক আমলাদের সঙ্গে। সে কথা বলে সব ডিসি সাহেবদের সঙ্গে। তার অনেকগুলো এমপি আছে। তার মানে তিনি তাদেরকে দাম দেন না। উনি মনে করেন, এরাতো ভোট কারচুপির এমপি। সত্য ঘটনাতো উনি জানেন। শেখ হাসিনা যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন তিনি একটা দিন রেখেছিলেন জনগণের জন্য। যে কেউ তার কাছে যেতে পারতো, যে কেউ বক্তব্য রাখতে পারতো, নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানাতে পারতো। আজকে উনার দলের লোকজনের সঙ্গে উনার দেখা হয় না। তারা ভয়ে আছে তারা যদি ক্ষমতাচ্যুত হয় তখন তাদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা হবে। তারা যেভাবে অত্যাচার করেছে, সে অত্যাচার তাদের উপরও হবে। সেজন্য আস্থাভাজনদের এটাই বলতে হবে যে, আমরা অন্যায়ভাবে কোনো কিছু করবো না। সেজন্য আমি মনে করি যে, একটা জাতীয় সরকার হওয়া দরকার। কিছু আইনকানুন পরিবর্তন হওয়া দরকার। পরিষ্কার করতে হবে যে, নির্বাচনকালে কমিশনের কাছেই সকল ক্ষমতা থাকবে। নির্বাচনের তারিখ থেকে তিন মাস আগ পর্যন্ত তারা যে কাউকে বদলি করতে পারবে।

প্রশ্ন: কিন্তু ওই জাতীয় সরকার কবে বা কীভাবে গঠিত হবে?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: সেটাতো রাজনীতিবিদদের উপলব্ধি করতে হবে। একটা হতে পারে আন্দোলনের মাধ্যমে। বিএনপি যদি এটাকে গ্রহণ করতো... যে নামই দিই সেটা দু বছরের জন্য খুব সুবিধা হতো। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমি সবসময় বলি– নেলসন ম্যান্ডেলার এতো নামের কারণ কী? উনি ক্ষমতা পেয়েও দু'বছর ক্ষমতা নেননি। কারণ অশ্বেতাঙ্গদের যে ক্ষোভ, রাগ তাতে তারা সব কেটেকুটে শেষ করে দিবে। এখানেও দু'বছরের একটা 'গ্যাপ' হলে আওয়ামী লীগের প্রতি ক্ষোভটা অনেক কমে আসবে। তারা যে লুটপাট করেছে, অত্যাচার করেছে, দুর্নীতি করেছে, গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে, তেলের দাম বাড়াচ্ছে, ওরাতো বাড়ানো ছাড়া কিছু করে না...তাদের উন্নয়ন মানেই দাম বাড়ানো। এসব কারণে তাদের উপর যে ক্ষোভ সেটা কমে আসবে। আমরা মারপিট চাই না, আর খুনোখুনি চাই না, আর মামলা চাই না। এমনিতেই ৪০ লাখ মামলা পড়ে আছে। আর কতো মামলা হবে? এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করে যদি না টিকে তাহলে সেই পুলিশের বিরুদ্ধে শাস্তি হবে। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট প্রত্যাহার করে নিতে হবে। আমাদের দেশেতো মানহানির মামলা আছেই। দুর্নীতির জন্যেও মামলা দেয়া যায়।

প্রশ্ন: আপনি কী বলতে চাইছেন আলাদাভাবে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এর কোনো প্রয়োজন নেই। বিদ্যমান আইনগুলোই যথেষ্ট?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: হ্যাঁ। জাতীয় সরকার আসলে এ জাতীয় জিনিসগুলোকে বাদ দিতে হবে। আরেকটা বিষয়, র‍্যাব থাকা উচিত নয়।

প্রশ্ন: সম্প্রতি র‍্যাবের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে...

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: সরকার বিষয়টি পরীক্ষা করেনি। তাছাড়া বিদায়ী রাষ্ট্রদূত সবসময় রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাকে বিদায়ী সম্ভাষণ জানানো হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলারের সঙ্গে দেখা না করে শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ করা হয়েছে। প্রাইম মিনিস্টার দেখা করেননি বলে প্রেসিডেন্টও দেখা করেননি। এটাতে আমেরিকা কী ম্যাসেজটা পেলো?

প্রশ্ন: দেখা না করার পেছনে কোভিড বিধিনিষেধের কথাও এসেছে গণমাধ্যমে...

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: এটা কেউ বিশ্বাস করবে? এটা ছেলেমানুষি ছাড়া কিছু না। প্রেসিডেন্ট সাহেব যে বিদায়ী নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে দেখা করলেন তখন কী করোনা উধাও হয়ে গিয়েছিল? সবমিলিয়ে আমি জাতীয় সরকারের কথা বলেছি। জাতীয় সরকার মানে সর্বদলীয় সরকার। প্রায় সবার থেকেই লোক আসবে। একজন দু'জন করে আসবে। ভালো লোক আসবে। হয়তো বিশিষ্ট নাগরিকরাও দু'চারজন আসবেন। কিন্তু এটা করতে হলে সরকারকেই করতে হবে। তাদেরকে এটার প্রস্তাব পাস করাতে হবে।

প্রশ্ন: আপনার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা রয়েছে। বিএনপির অনেকেই বলেন, আপনি অন্য কারও লোক, অমুকের লোক, তমুকের লোক, আমাদের লোক না, উনি আমাদের বিভ্রান্ত করছেন। আবার আওয়ামী লীগের অনেকেই বলেন, উনিতো বিএনপির লোক, সুশীল সেজে থাকেন। আপনি আসলে কার লোক? কাদের লোক?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: আমি জনগণের লোক। আমি বাংলাদেশের জনগণের মানুষ। কে খুশি হলো, কে খুশি হলো না তা দেখি না।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY

Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

জ্ঞান অর্জন করুন আল্লাহভীতি বৃদ্ধি করুন

(শেষের পাতার পর)

গুণাবলী, রেসালাত ও আখিরাতের জ্ঞান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আসল ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞান সম্পন্নরাই তাকে বেশী ভয় করে। নি:সন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং ক্ষমাশীল।"(সুরা ফাতির:২৮) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে যতবেশী অজ্ঞ হবে সে তাঁর ব্যাপারে ততবেশী নির্ভীক হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর শক্তিমত্তা, জ্ঞান প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানময়তা, ক্রোধ, পরাক্রম সার্বভৌম কর্তৃত্ব ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে যে ব্যক্তি যতবেশী জানবে সে ততবেশী তার নাফরমানী করতে ভয় পাবে। কাজেই আসলে এ আয়াতে জ্ঞান অর্থ দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অংক ইত্যাদি স্কুল কলেজে পঠিত বিষয়ের জ্ঞান নয়। বরং এখানে জ্ঞান বলতে আল্লাহর গুণাবলীর জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এ জন্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হবার প্রশ্ন নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না সে যুগের শ্রেষ্ট পি-ত হলেও এ জ্ঞানের দৃষ্টিতে সে নিছক একজন মূর্খ ছাড়া আর কিছু নয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলী জানে এবং নিজের অন্তরে তার ভীতি পোষণ করে সে অশিক্ষিত হলেও জ্ঞানী। এ প্রসংগে একথাও জেনে রাখা উচিত যে, আয়াতে উল্লেখিত উলামা শব্দটির অর্থ এমন পারিভাষিক উলামাও নয় যারা কুর-আন, হাদীস, ফিকাহ ও ইলমে কালামের জ্ঞান রাখার কারণে বা প্রাতিষ্ঠানিক দীনি আলেম বলে পরিচিত। তারা সঠিক তখনই প্রয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত হবে যখন তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি থাকবে। কথাটি এভাবে বলা যেতে পারে যে 'যারা আল্লাহকে বেশী করে তারাই প্রকৃত আলেম বা জ্ঞানী।' অথচ এখানে বলা হয়েছে, 'আলেমরাই বেশী আল্লাহকে ভয় করে'। হ্যাঁ, যিনি বেশী জানেন তিনি বেশী আল্লাহকে ভয় করেন। কিন্তু পৃথিগত আলেম হওয়ার পর যদি তিনি আল্লাহকে ভয় না করেন, তবে বুঝতে হবে তার ইলম তার অন্তরকে স্পর্শ করেননি। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: এ কথাই বলেছেন,"বিপুল সংখ্যক হাদীস জানা জ্ঞানের পরিচায়ক নয় বরং বেশী পরিমাণ আল্লাহভীতি জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।" হাসান বসরীও একথাই বলেছেন,"আল্লাহকে না দেখে যে ভয় করে সেই হচ্ছে আলেম। আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন সেদিকেই আকৃষ্ট হয় এবং যে বিষয়ে আল্লাহ নারাজ সে ব্যাপারে সে কোন আগ্রহ পোষণ করে না।"

আল্লাহ সম্পর্কে যতবেশী জানবেন, তাঁকে ততবেশী ভয় করবেন। একটি উদাহরণ পেশ করা হলে জানতে পারবেন যে, জানার কোন বিকল্প নেই। 'একজন চুল কাটার নাপিত। জনৈক লোক দাড়ি কামানোর তার সেলুনে এলেন। ভদ্রলোকের গালে একটি ফোড়া/মেসতা/ব্রণ ছিল। এর চিকিৎসার জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। নিয়মিত ঔষধও সেবন করে যাচ্ছেন। দাড়ি কামানোর সময় নাপিতকে ফোড়া সম্পর্কে প্রায়শই সাবধান করে দিতেন। কিন্তু আজ তার মনে ছিল না। নাপিত ব্লেড দিয়ে দাড়িসহ পুরো ফোড়াটা কেটে দিলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। সাধারণ ড্রেসিং করে বাসায় চলে এলেন। কয়েকদিন পর সেটি শুকিয়ে গেলো। মানুষ জিজ্ঞেস করা শুরু করলো, ভাই! আপনার গালের ফোড়া গেল কোথায়? উত্তরে উল্লেখিত ঘটনা খুলে বললো।

এবার প্রশ্নকারী লোকটি নিজের এক আত্মীয়ের একই ধরণের ফোড়া সমস্যার কথা জানালো। সেই লোক নাপিতের সন্ধান দিলেন। তাকেও এক টানে কেটে দিলেন এবং সে ভালো হয়ে গেলো। এভাবে নাপিতের সুনামের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এখন মানুষ চুল কাটার পরিরর্তে ফোড়া কাটার জন্য লাইন ধরলো। তার নাম হয়ে গেলো 'ফোড়া কাটা নাপিত'।

বুদ্ধারা পরামর্শ দিলো, তুমি তো ভালই করছো, কাজেই তোমার ব্যবসাকে আরো চাঙ্গা করার জন্য এর উপড় একটি ডিপ্লোমা কোর্স করে আসতে পারো। সে অনুযায়ী ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হলো। যখন সে লেকচারে ছোট ছোট পোষ্ট অপারেশনাল কর্তব্য জানতে পারলো তখন তার অন্তরাত্মা কাঁপতে শুরু করলো। অপারেশন করার আগে রক্তের সেল পরীক্ষা করতে হবে। কারো রক্তে এই এই সেল থাকলে তার অপারেশন করা ঠিক নয় বরং তাকে আগে রক্তের ঔ গ্রুপ উন্নত করার জন্য এই এই ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। এই সেল উন্নত হলে অপারেশন করতে হবে। অন্যথায় রক্তক্ষরণ হতে পারে এবং তা বন্ধ করা সহজ নয় এবং রোগী মারাও যেতে পারে। নাপিত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলো, তার সারা শরীর ঘর্মাক্ত। সেলুনে ফিরে এসে ফোড়া কাটার ব্যবসা বন্ধ করে দিলো এবং আবার সে চুল কাটার দিকে মনোনিবেশ করলো।'

এই গল্পটির দ্বারা কি বুঝলেন। যতবেশী আল্লাহর মহত্ব, বড়ত্ব, আল্লাহর আজিমাত, আল্লাহ কুদরত, মহিমা সম্পর্কে জানবেন ততবেশী আল্লাহকে ভয় করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"(এ ব্যক্তির আচরণই সুন্দর নাকি সেই ব্যক্তির আচরণ সুন্দর) যে অনুগত, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সিজদা করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের আশা করে? এদের জিজ্ঞেস করো যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি পরস্পর সমান হতে পারে? কেবল বিবেক-বুদ্ধির অধিকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে।"(সুরা যুমার:৯)

এখানে দুই শ্রেনীর মানুষের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে। এক শ্রেনীর মানুষ দু:সময় আসলেই কেবল আল্লাহর দিকে ফিরে আসে কিন্তু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে গায়রুল্লাহর দিকে ফিরে যায় এবং গায়রুল্লাহর আনুগত্য করা শুরু করে। আরেক শ্রেনীর মানুষ আল্লাহর ইবাদাত করা তাদের একনিষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ। সুখে থাক বা দু:খে থাক সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছেই ধরণা দেয়। তাদের আশা-ভরসা, আল্লাহর কাছেই সুখ-দু:খ প্রকাশ করে। এর মধ্যে প্রথম দলের লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা বড় বড় কিতাব বা গ্রন্থগার চষে থাকলেও কিছু যায় আসে যায় না। তারা মুর্খদের অন্তর্ভুক্ত বা জ্ঞানহীন বলেই চিহ্নিত হবেন।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ যথাযর্থই বলেছেন, 'বড় বড় জ্ঞানী-গুণী, পি-ত-মহাপি-ত ও বিশেষজ্ঞ যা-ই হোন না কেন, কুরআনের জ্ঞান না থাকলে আমি তাকে একজন নিরেট মুর্খ বলেই আখ্যায়িত করবো।' আর দ্বিতীয় দলের লোকদেরকে জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ক্ষেত্রে একেবারে নিরক্ষর হলেও কিছু যায় আসে না। কারণ, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে সত্য সম্পর্কে জ্ঞান ও তদানুযায়ী কাজ। এর উপরেই মানুষের সাফল্য নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এই দুই শ্রেনীর মানুষ কি করে সমান হতে পারে। কি করে সম্ভব যে, তারা দুনিয়ায় মিলে মিশে একই নিয়ম পন্থায় চলবে এবং আখিরাতেও একই পরিণাম হবে।

সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁর সার্বভৌম সীমারেখায় কাউকে প্রবেশ করানো যাবে না। আল্লাহর গুণাবলী জানার জন্য বেশী বেশী কুর-আন ও রাসুলুল্লাহর সা: সুন্নাহ এর দ্বারস্থ হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"সাচ্চা ঈমানদার তো তারাই আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে উঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের ওপর করে।" (আনফাল:২) যখনই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের হেদায়াত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তখন তার ইচ্ছা আশা-আকাংখা, চিন্তা-চেতনা মতবাদ, পরি-চিত আচার-আচরণ, স্বার্থ, আরাম-আয়েশ, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব বিরোধী হলেও সে গুলো মেনে নিয়ে আল্লাহ ও রাসুলের বিধান পরিবর্তন করার পরিবর্তে নিজেকে বদলে নেয় এবং তা গ্রহণ করতে গিয়ে কষ্ট স্বীকার করে নেয় তখন তার ঈমান তরতাজা ও পরিপুষ্ট হয়। আল্লাহর ভয় তাকে তাড়া করে ফিরে। আল্লাহ সম্পর্কে বেশী বেশী জানুন এবং তাঁকে ভয় করুন।

হৃদরোগের ঝুঁকি

(শেষের পাতার পর)

সাথে মানুষ যখন বার্ধক্যের দিকে যায় তখন শরীরচর্চার অভাবে হৃদরোগের ঝুঁকি আরো বেড়ে যায়।

নিয়মিত ২০ মিনিট ব্যায়াম করলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। ব্যায়াম ওজন নিয়ন্ত্রণ করে, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও কমায়। পাশাপাশি মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয় শরীরচর্চা। যদি আগে থেকে শরীরচর্চার অভ্যাস না থাকে তবুও ৪০-এর পর শুরু করা যেতে পারে ব্যায়াম। হাঁটা, বাগানের পরিচর্যা করা, সাইকেল চালানো কিংবা সাঁতার কাটার মতো কাজেও পাওয়া যাবে সুফল।

ধূমপান হৃদরোগ ও ক্যান্সারের কারণ। তাই ধূমপান ও তামাক বর্জন করতে হবে। নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করতে হবে। চর্বি ও তেলযুক্ত খাবার কম খাবেন। ৪০ বছর হয়ে গেলে প্রতি বছর কমপক্ষে একবার কোলেস্টেরল পরীক্ষা করানো উচিত। ওজন স্বাভাবিক রাখুন। ওজন কমলে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলও কমে। বেশি বেশি আঁশযুক্ত খাবার খাবেন। লবণে একদমই নিষেধ থাকবেন। ভিটামিন ও মিনারেলসমৃদ্ধ খাবার বেছে নিন এবং পর্যাপ্ত ঘুমাবেন।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



বাপ্পি লাহিড়ীর শেষকৃত্যে ছিলেন না মিঠুন

(শেষের পাতার পর)

শ্মশানের উদ্দেশে রওনা হয় শববাহী গাড়ি। ফুল, মালা, বাপ্পি লাহিড়ীর ছবি দিয়ে সাজানো একটি ট্রাকে মহাশ্মশানের উদ্দেশে রওনা হয়। সেই ট্রাককে ঘিরে চারপাশে উপচে পড়ছিল ফ্যানদের ভিড়। কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় পবনহংস শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় বাপ্পি লাহেড়ীকে। সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু এমন দিনেও দেখা যায়নি মিঠুন চক্রবর্তীকে। বাপ্পি লাহিড়ীকে শেষ বিদায় জানাতে যাননি বলিউডের 'ডিস্কো কিং'। অথচ বাপ্পি লাহিড়ী আর মিঠুনের বন্ধুত্ব ছিল মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এ দুজন জুটি গড়ে আশির দশকের ব্লকবাস্টার অনেক ছবি উপহার দিয়েছেন। মিঠুনকে বলিউডের 'ডিস্কো কিং' বানিয়েছেন বাপ্পি লাহিড়ীই। সেই মিঠুন কেন গত ১৫ ফেব্রুয়ারীর দিন উপস্থিত ছিলেন না।

এ নিয়ে সমালোচনা শুরুর আগেই কারণ জানিয়েছেন মিঠুন। জানালেন, প্রিয় 'বাপিদা'র নিথর দেহ দেখার মতো অবস্থায় ছিলেন না তিনি। বাপ্পি লাহিড়ীকে হাসিমুখ ছাড়া আর কোনো রূপে কল্পনাই করতে পারেন না তিনি। তাই শেষকৃত্যের দিনে হাজির হননি।

সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মিঠুন বলেন, 'বাপ্পিদা আমার দীর্ঘদিনের সহযোগী। তিনি যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আমি বেঙ্গালুরুতে ছিলাম। এ খবরে আমি অনেক শোকাহত হয়েছিলাম। আমি তাকে ওভাবে দেখতে চাইনি। আমি বাপ্পি দাকে যেভাবে চিনি, তাকে মনে রাখতে চাই। আমি তাকে এভাবে দেখতে চাই না। বাপ্পি দা চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবেন। এটাই আমার চিন্তা। মহামারীর সময় যখন আমার বাবা মারা যান, আমি আসতে পারিনি। আমি তাকে এভাবে দেখতে চাইনি। আমরা কেমন ছিলাম, সে জন্য আমি তাকে স্মরণ করতে চেয়েছিলাম। একইভাবে আমি বাপ্পিদাকে স্মরণ করতে চাই আমরা কীভাবে বসতাম। একসঙ্গে গান বানাই, গান শুনি। আমি শুধু তার সঙ্গে ভাল দিনগুলো মনে রাখতে চাই।

প্রসঙ্গত, বলিউডে অন্য ধারার নাচ নিয়ে এসেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। তার সে নাচের ধরণ ভালো বুঝতে পারতেন বাপ্পি লাহিড়ী। সিনেমায় মিঠুনের জন্য সেভাবেই গান বানাতেন, কম্পোজ করতেন। আর সিনেপ্রেমীরা মিঠুনের সেসব নাচ গোগ্রাসে গিলত।

বাপ্পি-মিঠুন জুটি 'ডিস্কো ড্যান্সার', 'কসম প্যাদা করনে ওয়ালে কি' এবং 'ডান্স ড্যান্স সিনেমা' উপহার দেয়। যে সব ছবির 'আই অ্যাম এ ডিস্কো ড্যান্সার', 'জিমি জিমি জিমি আজা', 'ইয়াদ আ রাহা হ্যায়', 'কাম ক্লোজার' এর মতো গানগুলো আজও সিনেপ্রেমীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া তুলে।

সালমান খান মাসে কত টাকা

(প্রথম পাতার পর)

পারিশ্রমিক নেওয়াদেরও একজন।

সালমান খান অভিনীত অনেক সিনেমাই ১০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছেছে। যদিও সালমান অভিনীত সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি সিনেমা যেমন-'ভরত', 'রেডিয়ো' একেবারে মুখ থুবরে পড়েছে বক্স অফিসে।

বলিউডের একটি সূত্রে জানা যায়, ২০১৬ সালে বলিউডের প্রথম তারকা হিসেবে সালমান একটি ছবির জন্য ১০০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নেন। এরপর টাইগার জিন্দা হ্যায় সিনেমার জন্য তিনি নেন ১৩০ কোটি রুপি। বর্তমানে এই তারকা ব্যস্ত রয়েছেন টাইগার থ্রি সিনেমার শুটিং নিয়ে। শোনা গেছে, এই ছবির জন্যও তিনি ১০০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। অথচ এই ছবির বাজেটই ৩০০ কোটি রুপি।

সিনেমায় অভিনয় ছাড়াও, সালমানের আয়ের একটি বড় অংশ আসে প্রযোজন সংস্থা এবং অন্যান্য অনেক বিনিয়োগের মাধ্যমে। সালমান দাতব্যেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

জানা গেছে, গত কয়েক বছর ধরে সালমান মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় এক কামরার গ্যাল্যাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। এ ছাড়া অনেক জায়গায় তার সম্পত্তি রয়েছে। বোন অর্পিতার নামে মুম্বাইয়ের কাছে পানভেলে একটি বিলাসবহুল খামারবাড়িও তৈরি করেছেন সালমান। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, সালমানের মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ২২২৫কোটি টাকা।

অনেকেরই প্রশ্ন তাহলে মাসে কত টাকা আয় করেন সালমান খান?

বলিউডের একটি সূত্রে জানা গেছে, সালমান খানের মাসিক আয় প্রায় ১৬ কোটি টাকা।

অনেকেরই হয়তো জানা নেই, সালমানের জীবনে প্রথম রোজগার ছিল ৭৫ রুপি। এক সাক্ষাৎকারে সালমান খান জানান, তাজ হোটেলে একটি অনুষ্ঠানে ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার হিসেবে নাচতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই তাকে ৭৫ রুপি দেওয়া হয়।

তারপর 'ম্যায় নে পেয়ার কিয়া' ছবির জন্য সালমান পান ৩১ হাজার রুপি। সেই সময় সলমানের ছবি 'ম্যায় নে পেয়ার কিয়া' সব থেকে বেশি আয় করেছিল বক্স অফিসে। তবে অভিনেতা হিসেবে সালমানের প্রথম ছবি ছিল 'বিবি হো তো অ্যায়সি'।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

মেয়র দোটানায় ডিও পাঠাচ্ছেন

(৪৬ পাতার পর)

মানুষ গোটা শহরের ময়লা নিয়ে ত্যক্তবিরক্ত। এ কারণে তিনি আজ-কালের মধ্যে সার্বিক বিষয় জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেনের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছেন। সেই পৌরসভার আমল থেকেই সিলেটের নগরের একপাশের পারাইরচক হচ্ছে ময়লা ফেলার ডাম্পিং এলাকা। সিটি করপোরেশন টাকা দিয়ে জমি কিনে ওই এলাকাকে ডাম্পিং স্টেশন বানিয়েছে। এখনো খোলা স্থানেই ফেলা হচ্ছে ময়লা। ফলে চারদিকের এক কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। পাশেই সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ-মৌলভীবাজার সড়ক। প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহন এ সড়ক দিয়ে চলাফেরা করে। পাশ দিয়ে গেলেই মুখে চেপে যেতে হয়। এখন শহরের পরিধি বেড়েছে। পারাইরচকও শহরের অন্তর্ভুক্ত। ফলে ময়লা ফেলার স্থান আর শহরের বাইরে থাকছে না। দ্বিতীয় মেয়াদে মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর কাছে দুর্গন্ধ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন এলাকার মানুষ। পরে বিষয়টি অবগত করা হয়েছিল তৎকালীন সিলেট-১ আসনের এমপি ও অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে। মেয়রের অনুরোধে তখন পারাইরচকে একটি 'গার্ভেজ প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৬৫ কোটি টাকার এই প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে বিশ্বব্যাংক। এই প্রকল্পের কাজ এখন চলমান। পাশাপাশি সিলেট নগরীর চর্তুদিকে আরও ৫টি ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণের চেষ্টা করা হচ্ছে। সিটি করপোরেশন থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনাও রয়েছে। সিলেট সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পারাইরচকে তিন বছর আগে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। এই প্রকল্পের মধ্যে শহরের সব বর্জ্যকে সারে পরিণত করা হবে। ফলে আর খোলা স্থানে থাকবে না বর্জ্য। ট্রাকে করে বর্জ্য নিয়ে নির্মাণ করা মেশিনে সেটি সারের রূপান্তর করা হবে। আগামী জুন মাসের আগেই কাজ শেষ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তারা। মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী জানিয়েছেন, প্রকল্পের কাজ শেষ হলে আর দুর্গন্ধ থাকবে না। ময়লার ভাগাড়ও নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। যদি সরকারের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত আসে বাইরে নেয়ার তাহলে সেটি করা হতে পারে। কিন্তু এখন সেটি বাইরে নিয়ে গেলে ৫৬ কোটি টাকার প্রকল্পও জলে যেতে পারে। সার্বিক দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত সরকারকেই নিতে হবে। এদিকে- অনেক আগে থেকেই পারারইরচকের ময়লার ভাগাড়ের পাশে বিভাগীয় স্টেডিয়াম নির্মাণ করার প্রস্তাব উঠেছিল। সেখানে একটি অস্থায়ী সাইনবোর্ডও টাঙিয়ে দেয়া হয়েছিল। গত সপ্তাহে সিলেট-৩ আসনের এমপি হাবিবুর রহমান হাবিব, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিসিবির পরিচালক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেলসহ সংশ্লিষ্টরা বিভাগীয় স্টেডিয়ামের জায়গার স্থান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে গিয়ে এমপি হাবিবুর রহমান পারাইরচকের ময়লার ভাগাড় নিয়ে ক্ষোভ ঝাড়েন।

ইমাম আবশ্যক

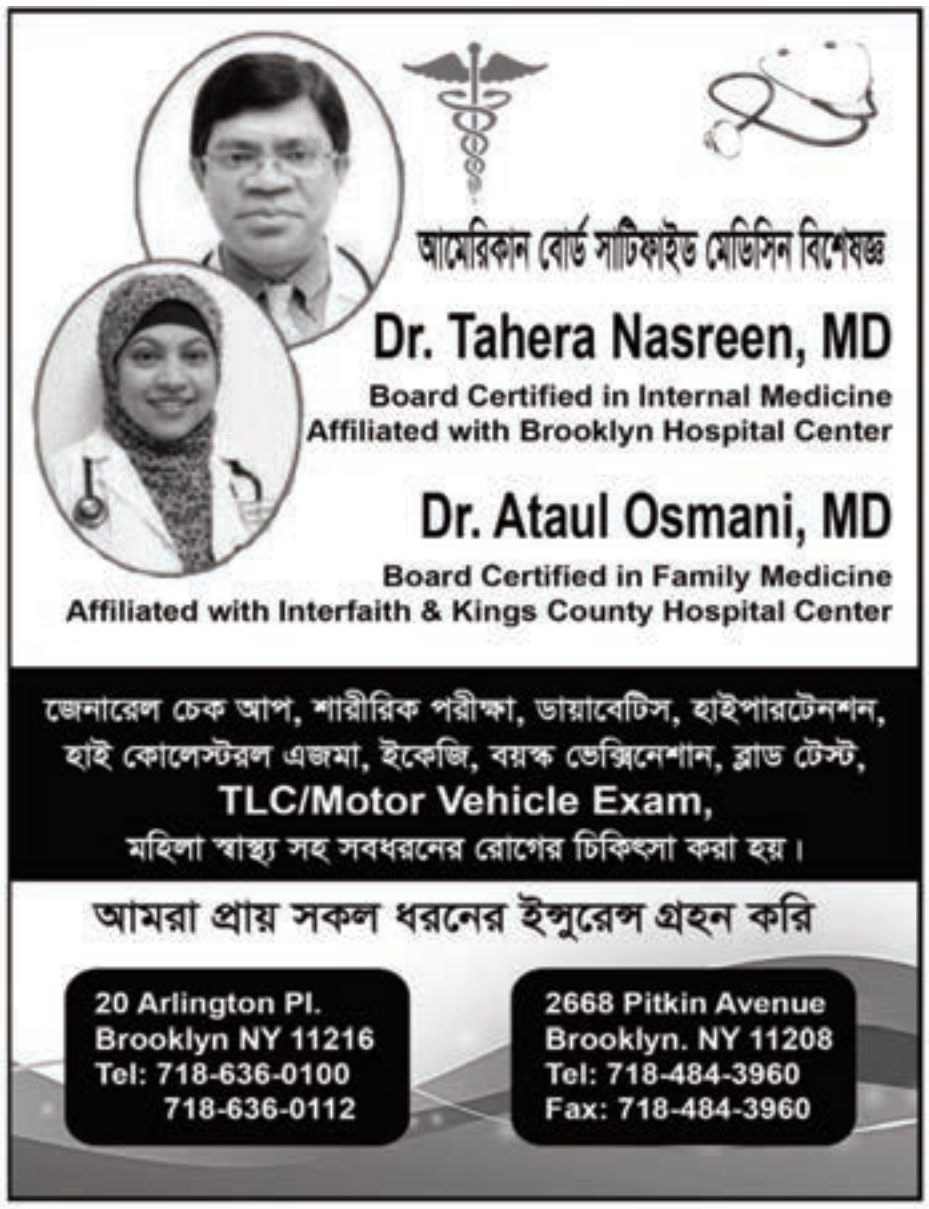
সানিসাইড উডসাইড জামে মসজিদের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (হফেজ-এ-কোরআন ও ইংরেজীতে পারদর্শী)

একজন ইমাম আবশ্যক

যোগাযোগ: 917-400-4415, 917-602-5397, 917-834-6274

Please Send Your RESUME to:
swjamemasjid@gmail.com

SUNNYSIDE WOODSIDE JAME MASJID
Institution of Islamic Education and Daily Prayer Services (Non Profit Organization)
45-18 48 Avenue, Woodside, NY 11377, Telephone: 718-482-7364



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course, 4 Hours Each Class, Total 32 Classes (4 days/week), Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course, 5 days/week, Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade, 8 weeks course, 3 Hrs./day, 4 days/week, Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

কন্ডোমনিয়াম ভাড়া বা বিক্রয়

৩ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম বিক্রয় অথবা ভাড়া হবে। ১৫৯৪ মেট্রোপলিটান এভিনিউ, পার্কচেস্টার, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২. মসজিদ, সুপারমার্কেট সাবওয়ে কাছে।

যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪০-২৪৬৩, ৩৪৭-৫৬৭-৮৭১০

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ের কাছে সিঙ্গেল ওয়ার্কিং কর্মজীবী তরুনদের কাছে দুটি আলাদা রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৩৫০ ও ৪০০ ডলার। গ্যাস ও বিদ্যুত বিল আলাদা। কোন ভিজিটর আসতে পারবে না।

যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ ষ্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়েতে লটো, বেয়ার স্টোরে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে লটো মেশিন চালাতে জানতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৮১-৭৫২২
ডি-২০/২৭/জানু-০৩/১০

জ্যামাইকায় দোকান বিক্রয়

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউ সাবওয়ে ও বাস স্টপেজের সাথে চালু অবস্থায় একটি মোবাইল/গিফট শপ/ই বাইক/জুয়েলারী/খেলনা/শোপিস এর দোকান বিক্রিয় হইবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫১০-৫১৭৮
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানে ফুড এন্ড ভেজিটেবল পুশকার্ড-এর রাতের শিফটে কাজ করার জন্য পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৯২-৯৪৯৫
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ-কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

হেল্প ওয়ান্ডেট

নিউজার্সীর পেটারর্সন শহরের ৩৯৮ ইউনিয়ন এভিনিউতে একটি গ্রোসারী স্টোরে কাজ করার জন্য দক্ষ, চটপটে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯৭৩-৩৮৯-৯০৫৫ অথবা ৮৬২-৬৮৬-১৩৩৭
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-২৪/৩১

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের রোকসানা বুটিক স্টোরের জন্য সেলস পার্সন (সেলাই জানা নারী) আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫২৭-৯৯২৬
জা-২৪/৩১

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

বিউটি শপ বিক্রয়

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন (১৫০৬ মেট্রোপলিটন এভিনিউ) এর উপর চালু অবস্থায় 'নিউ বিউটি সাপ্লাই হেয়ার এন্ড গিফট শপ' বিক্রয় হবে। সিরিয়স ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। মুল্য আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগঃ রাজ/আলম। ফোন: ৭১৮-৮২৯-৯৭৩৭ (দোকান) অথবা ৩৪৭ ৭০১ ৮৯৬৩
জা-৩১/ফে-০৮

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাসবট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীটটের উপর দোতালায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
জা-৩১/ফে-২২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

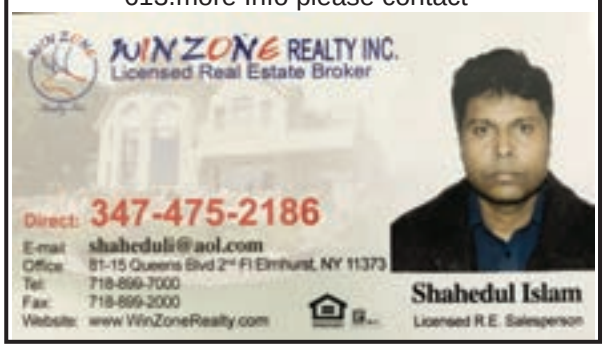
টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি



নিউইয়র্কে একুশের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ

(শেষের পাতার পর)

তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী অধ্যুষিত অঙ্গরাজ্যগুলোতে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সোসাইটি সহ প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠন ইতিমধ্যেই কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে: একুশের প্রথম প্রহরে অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মরণিকা প্রকাশ প্রভৃতি।

বাংলাদেশ সোসাইটি অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্মিলিতভাবে পালন করবে। এ উপলক্ষ্যে সোসাইটির আয়োজনে ২১ ফেব্রুয়ারী সোমবার বিকেল ৫টায় সোসাইটি অফিসে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়াও ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদে দূতাবাস, জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কন্স্যুলেট-এর পক্ষ থেকেও একুশ উদযাপনে কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। প্রতি বছরের মতো মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ও বাঙালীর চেতনা মঞ্চ জাতিসংঘের সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মান করে এবারও একুশ উদযাপন করে।

অপরদিকে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করে শহীদ দিবস পালনের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। একুশের প্রথম প্রহরে এখানে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে ৬ষ্ঠ বারের মতো বাংলাদেশ একাডেমী অব ফাইন আর্টস (বাফা) আয়োজন করবে প্রভাতফেরি। ২১ ফেব্রুয়ারী সোমবার সকাল ৯:৪৫ মিনিটে এই প্রভাতফেরি অনুষ্ঠিত হবে।

শোটাইম মিউজিক-এর উদ্যোগে এবারই প্রথম একুশ উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মান করে দিবসটি পালন করা হচ্ছে। একুশের প্রথম প্রহরে এখানে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

অপরদিকে বাংলাদেশী অধ্যুষিত যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী, কানেকটিকাট, পেনসিলভেনিয়া, ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকা, বস্টন, মিশিগান, শিকাগো, টেক্সাস, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, আরিজোনা, নেভাদা, ক্যানসাস, ওহাইয়ো প্রভৃতি অঙ্গরাজ্য ও শহরে বাংলাদেশীদের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

২০০ কেজি স্বর্ণে মুদ্রিত হচ্ছে পবিত্র কোরআন

(প্রথম পাতার পর)

সংবাদমাধ্যম ডন-এর খবরে বলা হয়, স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত এ কোরআন তৈরি হচ্ছে পাকিস্তানে। এ কাজের কেন্দ্রে রয়েছেন চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর শাহিদ রাসাম। ২০১৬ সাল থেকে কোরআনটি তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছেন তিনি। গত বুধবার করাচিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ বিষয়ে কথা বলেন।

শাহিদ রাসাম জানান, কোরআনটির পাতা ৫৫০টি। প্রতি পাতার দৈর্ঘ্য ২ মিটার ও প্রস্থ ২ দশমিক ৬ মিটার। কোরআনের আয়াতের শব্দগুলো কালি বা রঙের বদলে খোদাই করা হবে ধাতু দিয়ে। কাগজের বদলে থাকবে ক্যানভাস।

কোরআনটি তৈরির কাজ শুরুর পর এ নিয়ে কয়েকজন শিল্পী বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেন শাহিদ। সে সময় পুরো কাজ শেষ হতে কত সময় লাগবে, জিজ্ঞাসা করেছিলেন আনোয়ার মাকসুদ নামের একজন লেখক ও শিল্পী। কারণ, কোরআনটির দুটি পাতার কাজ পুরোপুরি শেষ করতেই শাহিদের লেগেছিল দুই বছর।

এরপর আনোয়ার মাকসুদের পরামর্শে কোরআনটি তৈরির কাজে গতি আনতে ২০০ তরুণকে দলে নেন শাহিদ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ক্যালিগ্রাফার থেকে শুরু করে নকশাবিদ, চিত্রশিল্পী এমনকি ভাস্করও।

কোরআনটি তৈরির কাজ শেষ হলে সেটি বিশেষ কোনো জাদুঘরে প্রদর্শন করার পরিকল্পনা রয়েছে শাহিদের। এ জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহায়তা চেয়েছেন তিনি। পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক বেসরকারি সংস্থা আগা খান ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতাও চান শাহিদ।

স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত এ কোরআনের কাজ চালিয়ে যেতে ওই ফাউন্ডেশন একটি ভালো পৃষ্ঠপোষক হবে বলে মনে করেন আনোয়ার মাকসুদ। তিনি বলেন, 'আপনি যদি কোনো জাদুঘরে এটি (কোরআন) প্রদর্শনের জন্য বলেন, তাহলে এর পাহারার জন্য আপনাকে শত শত নিরাপত্তাকর্মীর ব্যবস্থার জন্যও বলতে হবে। কারণ, এটি সোনায় ভর্তি থাকবে।'

এদিকে স্বর্ণখচিত এ কোরআনের সুরা আর রহমান অংশ মুদ্রণের কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। এ মুহূর্তে সেটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই এক্সপোর পাকিস্তান প্যাভিলিয়নে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এ নিয়ে দুবাইভিত্তিক উদ্যোক্তা ইরফান মুস্তফা বলেন, তিনি শাহিদের কাছ থেকে স্বর্ণাক্ষরে কোরআন মুদ্রণের বিষয়টি শোনার পর, সেটি দুবাই এক্সপোতে প্রদর্শনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি যেভাবে এলো

(শেষের পাতার পর)

প্রতীক, ভাষার জন্য আত্মত্যাগের দিন, ২১ ফেব্রুয়ারী জাতীয় শহীদ দিবস পায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা। জাতিসংঘের সেই স্বীকৃতির পর থেকে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষ দিনটি পালন করছে। ভাষার জন্য বাঙালীর আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার পাশাপাশি নিজস্ব ভাষা আর সংস্কৃতিকে লালন করার প্রয়োজনীয়তা বিশ্বব্যাপী আরও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

গল্পের শুরুটা হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। বাংলাদেশে না হলেও বাঙালীর হাত ধরেই এই অসামান্য অর্জনের পথে যাত্রা শুরু হয়েছিল। ২৯ মার্চ কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য সোসাইটি জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে ২১ ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব তুলে ধরেন। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম দেশ থেকে অনেক দূরে থেকেও বাঙালীর আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সেই প্রস্তাবনায় স্বাক্ষর করেছিলেন ভিন্ন ভাষাভাষী ১০ জন সদস্য। তবে জাতিসংঘের পরামর্শ অনুযায়ী বিষয়টি নিয়ে প্যারিসে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংগঠন ইউনেস্কোতে যোগাযোগ করা হলো। পেরিয়ে যায় এক বছর। কোনো সিদ্ধান্ত না আসলেও কানাডা প্রবাসী আরেক বাঙালী আবদুস সালামকে নিয়ে ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন তিনি।

১৯৯৯ সালের ৩ মার্চ আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পথে যাত্রা শুরু করেন রফিকুল ইসলাম। ইউনেস্কো থেকে জানানো হয়, বিষয়টি ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হলে কয়েকটি দেশ থেকে প্রস্তাব পেশ করতে হবে।

বিষয়টি তেমন সহজ ছিল না। কারণ এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণ পরিষদের সভা। তাই রফিকুল ইসলাম যোগাযোগ করেন বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে। বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার সবকিছু উপেক্ষা করে ইউনেস্কোর সদর দফতরে পাঠিয়ে দেন সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাব। যেটি প্যারিসে পৌঁছায় ৯ সেপ্টেম্বর।

তবে উদযাপনের খরচসহ কয়েকটি কারণে ইউনেস্কোর নির্বাহী পরিষদের ১৫৭তম অধিবেশন ও ৩০তম সম্মেলনে বিষয়টি আটকে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তবে সেখানে বেশ বড় ভূমিকা রাখেন সেসময়কার শিক্ষামন্ত্রী ও ওই অধিবেশনের প্রতিনিধি দলের নেতা এ এস এইচ কে সাদেক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার পাশাপাশি অধিবেশনে সবাইকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, দিবসটি উদযাপনে সংস্থাটির কোনো খরচ বহন করতে হবে না।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা প্রতিকূলতা পার হয়ে অবশেষে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারী পায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিশেষ সেই মর্যাদা। ইউনেস্কোর সেই অধিবেশনে এই দিবস পালনের মূল প্রস্তাবক ছিল বাংলাদেশ ও সৌদি আরব। তবে সমর্থন ছিল পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেরই।

২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী সর্বপ্রথম ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয় প্যারিসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি পালন করা হয়। সেবছর থেকে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোতেও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

রফিকুল ইসলাম ও মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য সোসাইটি'র স্বীকৃতি

বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালে কানাডার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য সোসাইটিকে একুশে পদকে ভূষিত করেন।

রফিকুল ইসলাম ২০১৩ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ২০১৬ সালে রফিকুল ইসলামকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক 'স্বাধীনতা পদক'-এ সম্মানিত করা হয়।

মেয়র অ্যাডাম'র নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা

(শেষের পাতার পর)

লোকদের সাবওয়েতে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিও রয়েছে 'সাবওয়ে সেফটি প্ল্যান' নামের তার এই পরিকল্পনার আওতায়। এরমধ্যে আছে হোমলেস সহ যারা আইনভঙ্গের মাধ্যমে সাবওয়ে নিরাপত্তার হুমকি ও অরাজকতার জন্য দায়ী।

মেয়র বলেন, সাবওয়ে নিরাপত্তায় বিপজ্জনকদের বিরুদ্ধে শুধু ব্যবস্থা নেয়া নয়, তারা যাতে সেখানে প্রবেশ করতে না পারে সেবিষয়টি আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। এখন থেকে সাবওয়েতে ঘুমানো, ড্রাগ সেবন বা বারবিকিউ করতে দেয়া হবে না। আইন মেনে ট্রেনে টিকেট কিনে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে হবে যাত্রীদের। তিনি বলেন, শুধু অপরাধীদের গ্রেফতার নয়, বরং পুরো পদ্ধতিকে শুদ্ধ করাই হচ্ছে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

মেয়র বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ গৃহহীন মানুষ বিপজ্জনক নয়, যারা নিজ এবং অন্যদের জন্য বিপজ্জনক তাদের চিহ্নিত করাই হচ্ছে আমাদের এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এই পরিকল্পনাকে একটি নাগরিক কৌশল হিসেবে অভিহিত করে মেয়র বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই ক্যান্সার অপসারণ করতে হবে এবং একই সাথে নিরাময় প্রক্রিয়াও শুরু করতে হবে।



আব্দুল হাসেম হাসনু'র ভ্রাতৃ বিয়োগ

(শেষের পাতার পর)

অ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুল হাসেম হাসনু'র বড় ভাই আব্দুল হান্নান হানু মিয়া বুধবার (১৬ ফেব্রুয়ারী) বেলা ২টা ৩৯ মিনিটে নিউইয়র্কের লেনেক্স হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তার বয়স হয়েছিলো ৭০ বছর। তিনি করোনা সহ নানান অসুখে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র, ৩ কন্যা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমের দেশের বাড়ী সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার রাজনপুর।

মরহুম আব্দুল হান্নান হানু মিয়ার নামাজে জানাজা বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) বাদ জোহর পার্কচেষ্টার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন তার মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো হয় এবং তার মরদেহ রোববার দাফন করা হয়েছে বলে আব্দুল হাসেম হাসনু জানান।

রানির প্যাঁচ : ১৫০ বছরের সমস্যার সমাধান!

(শেষের পাতার পর)

ধরে নাকানিচুবানি খাওয়ানোর পর অবশেষে ধরা দিলো সে। দাবা বোর্ডে রানির প্যাঁচের সমাধা হলো অঙ্কের খাতায়। কিন্তু সত্যিই হলো কি? আপাতভাবে মনে করা হচ্ছে, দাবার বোর্ডে দেড় শতাব্দী পুরনো ধাঁধার সমাধান এ বার বোধহয় হলো।

সাধারণত দাবা খেলা শুরুর অন্যতম জনপ্রিয় পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত 'কুইনস গ্যাম্বিট'। এই পদ্ধতিতে সাদার রানির ঠিক সামনের বোড়ে (পন)-কে দু'ঘর (ডি-৪) এগিয়ে দেয়া হয়। কালোও একইভাবে তার রানির সামনের বোড়েকে দু'কদম (ডি-৫) এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয় চালে সাদা গজ (বিশপ)-এর সামনের বোড়েকে দু'কদম (সি-৪) এগিয়ে দেয়। স্বভাবতই কালোর বোড়ে সি-৪-কে খেয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু এতে দাবা বোর্ডের কেন্দ্র বা মধ্যবর্তী অংশ কালোর কাছে সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। ডি-৪, ডি-৫, সি-৪ এই পদ্ধতি দাবার ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন এবং জনপ্রিয়। যা দুনিয়ায় পরিচিত 'কুইনস গ্যাম্বিট' নামে।

একই নামে রয়েছে একটি উপন্যাসও। তা সম্প্রতি 'ওয়েব সিরিজ' হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা কুড়িয়েছে।

প্রশ্ন ছিল, ৬৪ খোপের দাবার বোর্ডে ৮টি পরস্পরবিরোধী রানি (কুইন) একে অপরকে আক্রমণ না করেও কত ঘর এগোতে পারবে! ১৮৪৮-এ জার্মানীর একটি দাবা সংক্রান্ত পত্রিকায় এই প্রশ্ন তোলা হয়। উত্তর মেলে দু'বছর পর। জানা যায়, মোট ৯২টি চাল এমন দেয়া সম্ভব, যেখানে ৮টি রানির একটিও অপরকে আক্রমণ করবে না। ১৮৬৯-এ আবির্ভূত হলো এই সমস্যারই আরো জটিলতম রূপ। সমস্যাটি হলো, ধরে নেয়া যাক, ১০০০ সারির একটি দাবার বোর্ডে প্রত্যেক সারিতে ১০০০ খোপ আছে এবং রানির সংখ্যাও ১ হাজার। তা হলে কতগুলো চাল দেয়া যাবে, যেখানে একটি রানিও অপরকে আক্রমণ করবে না। ১ হাজারের জায়গায় ১০ হাজার, বা ১০ লাখ হলেই বা কী হবে?

এ যাবৎ এই হেঁয়ালির সন্ধান মেলেনি। কিন্তু সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার অব ম্যাথেমেটিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন'-এর গণিতজ্ঞ মাইকেল সিমকিন 'প্রায় সঠিক' একটি সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছেন। তিনি বলছেন, একটি অসীম দাবা বোর্ডে (যেখানে ৬৪-এর বদলে খোপের সংখ্যা অসীম) প্রায় (০.১৪৩এন) *এন (*এন অর্থাৎ রানির সংখ্যা) উপায় রয়েছে, যেখানে কোনো রানিই একে অপরকে আক্রমণ করবে না। এই সূত্রেই খোপ এবং রানির সংখ্যা পর্যায়ক্রমিকভাবে বাড়লেও সমাধান সম্ভব। সিমকিনের এই ধাঁধা সমাধান করতে সময় লেগেছে প্রায় পাঁচ বছর।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

আদালতের রায়

ইইউ'র অর্থ পেতে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে

ঢাকা ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ফান্ড পেতে হলে অবশ্যই আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। এমন কথাই জানানো হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ আদালতের একটি রায়ে। সমপ্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'রুল অব ল' কার্যপদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল দুই সদস্য রাষ্ট্র পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি। তবে তা খারিজ করে দিয়েছে ইউরোপীয় কোর্ট অব জাস্টিস। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কোনো দেশ যদি আইনের শাসন নিশ্চিতে ব্যর্থ হয় তাহলে এই নিয়মের অধীনে ওই দেশকে শাস্তি দিতে পারে জোটটি। পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে আইনের শাসনের অবনতির ব্যাপক অভিযোগ এলে দেশ দুটির জন্য বরাদ্দ হওয়া বিলিয়ন বিলিয়ন ইউরো আটকে দেয় ইইউ। এরপরই ইইউ'র এই নিয়মের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় কোর্ট অব জাস্টিসে (ইসিজে) চ্যালেঞ্জ করেছিল পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি।

এ নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক অ্যাডভোকেসি ডিরেক্টর ফিলিপ ড্যাম বলেন, এই রায়ের মধ্যদিয়ে ইইউ আদালত একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফান্ড এমনভাবে ব্যয় করতে হবে যা ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে তুলে ধরে। ইইউ কমিশনের এখন থেকে শক্তভাবে কাজ করা উচিত এবং তাদের প্রদর্শন করা উচিত যে, আইনের শাসন নিশ্চিত হচ্ছে তাদের প্রথম এজেন্ডা।

বুধবার এক বিবৃতিতে ইসিজে জানায়, যথাযথ আইনগত ভিত্তিতেই এই কার্যপদ্ধতিটি প্রণয়ন করা হয়েছিল।

রায়ে বলা হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার একটি পূর্ব শর্তই ছিল দেশগুলোকে অবশ্যই আইনের শাসন মেনে চলতে হবে। গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি খারাপ হলে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, বাজেটের উপরেও এর প্রভাব রয়েছে বলে জানায় ইইউ আদালত। বলা হয়, সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে আইনের শাসন লঙ্ঘিত হওয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আদালত বলেছে, যখন গণতান্ত্রিক নীতির প্রশ্ন আসে তখন ইউরোপীয় ইউনিয়নকে অবশ্যই নিজের ক্ষমতার মধ্য থেকে তা রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের সরকারের বিরুদ্ধে আইনের শাসন লঙ্ঘনের ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব অভিযোগের মধ্যে রয়েছে বিচার ব্যবস্থা, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর স্বাধীনতা হরণ। ইইউ এই অভিযোগগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত করেছে। উভয় দেশই ইইউ তহবিল থেকে প্রচুর অর্থ পেয়ে থাকে। তবে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে না পারায় বিলিয়ন বিলিয়ন ইউরো হারাতে হলো দেশ দুটিকে। ইইউ এরইমধ্যে পোল্যান্ডের জন্য বরাদ্দকৃত ৩৬ বিলিয়ন ডলার এবং হাঙ্গেরির ৭ বিলিয়ন ডলার স্থগিত করেছে। ইইউ আদালতের সর্বশেষ রায়ের কারণে ভবিষ্যতেও অর্থ বরাদ্দ পাওয়াও অনিশ্চিত হয়ে গেছে।

যদিও হাঙ্গেরির শাসক দল এই রায়ের নিন্দা জানিয়ে বলেছে, এটি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। অপরদিকে পোল্যান্ডের ডেপুটি মন্ত্রী জানুস কোয়ালস্কি বলেছেন, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডকে অর্থনৈতিকভাবে 'অভুক্ত' রাখতে চাইছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এটিই ইউরোপীয় ইউনিয়নের শেষ, আমাদেরকে অবশ্যই পোল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে।

দুদক কর্মকর্তা চাকরিচ্যুত নজিরবিহীন প্রতিবাদ

ঢাকা ডেস্ক: দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপসহকারী পরিচালক শরীফ উদ্দীনকে গত বুধবার চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। একের পর এক দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ও তদন্ত চালিয়ে সরকারি কর্মকর্তাসহ রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দিয়ে আলোচনায় আসেন তিনি।

শরীফ উদ্দীনকে চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদে গত বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ও পটুয়াখালীতে মানববন্ধন করেছেন দুদকে তাঁর সহকর্মীরা। তাঁরা বলছেন, তিনি সৎ ও সাহসী কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

চাকরিচ্যুত উপসহকারী পরিচালক মো. শরীফ উদ্দীন গতকাল গণমাধ্যমকে বলেন, 'আমি এখন পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় আছি। আমি রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি অন্যায়ের শিকার, জুলুমের শিকার। আমি সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি।'

দুদকের সচিব গতকাল ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করতে যত রকমের কাজ করা যায়, তার একটিও বাকি রাখেননি শরীফ উদ্দীন। তবে ঠিক কী করেছেন শরীফ বা তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর কী অভিযোগ, সেই প্রশ্নের পরিষ্কার কোনো জবাব দিতে পারেননি দুদকের সচিব।

শরীফ সর্বশেষ পটুয়াখালী সমন্বিত জেলা কার্যক্রমে উপসহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি চট্টগ্রাম কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

যে আইনে চাকরিচ্যুত

শরীফকে চাকরিচ্যুতির বিষয়ে দুদকের অফিস আদেশে বলা হয়, 'দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৫৪(২)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মো. শরীফ উদ্দীনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক ৯০ দিনের বেতন ও প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন।' এই আদেশ ১৬ ফেব্রুয়ারী থেকে কার্যকর হবে।

অবশ্য এই আদেশকে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে করছেন খোদ দুদকের কর্মীরাই। কারণ সংবিধানের ১৩৫(২) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'অনুরূপ পদে (প্রজাতন্ত্রের অসামরিক পদে) নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে তাহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগ দান না করা পর্যন্ত তাহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাইবে না।'

সহকর্মীদের প্রতিবাদ, আইনের বিতর্কিত ধারা বাতিলের দাবি

শরীফ উদ্দীনকে চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদে গতকাল রাজধানীসহ কয়েকটি জেলায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন তাঁর দুদকের সহকর্মীরা। সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেছেন দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তাঁরা বলছেন, শরীফ সৎ ও সাহসী কর্মকর্তা ছিলেন।

শরীফের সর্বশেষ কর্মস্থল পটুয়াখালীতেও মানববন্ধন করেছেন দুদকের কর্মীরা। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পটুয়াখালীর কলাতলা এলাকায় দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন তাঁরা। মানববন্ধনে দুদক কর্মচারী আইন ৫৪(২) ধারাকে বিতর্কিত আইন দাবি করে এটি বাতিলসহ শরীফকে চাকরিতে বহালের দাবি জানান তাঁরা। চট্টগ্রাম কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও তাঁকে চাকরিচ্যুতির ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

চাকরিচ্যুতির ১৬ দিন আগে প্রাণনাশের হুমকি

শরীফকে চাকরিচ্যুত করার ১৬ দিন আগে চট্টগ্রাম নগরের খুলশী এলাকার বাসায় গিয়ে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এ ঘটনার অভিযোগে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তিনি। জিডিতে বলা হয়, 'হুমকিদাতা বলেছেন, আমি কিভাবে চাকরি করি, তিনি দেখে নেবেন।'

জিডি তদন্ত করছে খুলশী থানার পুলিশ। ওসি সন্তোষ কুমার চাকমা বলেন, দুদক কর্মকর্তা শরীফের বাসায় অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) থাকা পেট্রোবাংলার পরিচালক (পরিকল্পনা) আইয়ুব খান চৌধুরী গত ৩০ জানুয়ারি গেছেন। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজেও তা রয়েছে। কিন্তু কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না, যার কারণে শরীফকে কী হুমকি দেওয়া হয়েছিল, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এর আগে আইয়ুব খান কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কম্পানির (কেজি-ডিসিএল) এমডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শরীফের আলোচিত অভিযান ও মামলা

শরীফ চট্টগ্রামে থাকাকালে কক্সবাজারে ৭২টি প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণে সাড়ে তিন লাখ কোটি টাকার দুর্নীতির ঘটনা তদন্ত করেন। তিনি রোহিঙ্গা নাগরিকদের ২০টি এনআইডি ও পাসপোর্ট জালিয়াতি, কর্ণফুলী গ্যাসে অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান ও মামলা করেন। একইভাবে রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে খালাসি পদে ৮৬৩ জনকে নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে এক কোটি দুই লাখ ৪৪ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের সাবেক মহাব্যবস্থাপকসহ চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেন।

চট্টগ্রাম দুদক কার্যালয়ে দায়িত্ব পালনকালে শরীফ ২০২১ সালের ১৬ জুন হালনাগাদ ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গাদের অবৈধভাবে অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পরিচালকসহ ইসির চার কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করেন।

একই বছরের ১৫ জুন রোহিঙ্গাদের অবৈধভাবে জন্ম নিবন্ধন সনদ দেওয়া এবং ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অভিযোগে ৩৯ নম্বর দক্ষিণ হালিশহর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সরফরাজ কাদের রাসেলসহ ছয়জন এবং ১২ জুন ৩৪ নম্বর পাথরঘাটা ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসমাইলসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।







বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

মেয়র দোটানায় ডিও পাঠাচ্ছেন এমপি হাবিব



ঢাকা ডেস্ক: ডিও পাঠাচ্ছেন এমপি হাবিবুর রহমান। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিনি দেবেন এ ডিও। দাবি জানাবেন- পারাইরচকের ডাম্পিং গ্রাউন্ড উচ্ছেদের। সিলেট নগরের বাইরে যেন নিয়ে যাওয়া হয় এই ডাম্পিং গ্রাউন্ড। এখনই এ নিয়ে কিছুই করার নেই মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ৫৬ কোটি টাকার কাজ চলমান। ময়লার ভাগাড়কে সারে রূপান্তর করার জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চলছে এই প্রকল্প। জুনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করে সমঝে দেয়া হবে সিটি করপোরেশনকে। কিন্তু এমপি হাবিবুর রহমান হাবিব তার সিদ্ধান্তে অটল। ময়লার ভাগাড়ের পাশেই হচ্ছে বিভাগীয় স্টেডিয়াম। এলাকার (বাকি অংশ ৪২পাতায়)





জ্যামাইকায় কংগ্রেসম্যান পদপ্রার্থী ডা. মুজিবুল হকের নির্বাচনী সভা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউএস কংগ্রেসে ২০২২ সালের ডেমোক্রেটিক প্রাইমারীতে নিউইয়র্ক ডিস্ট্রিক্ট-৪ থেকে কংগ্রেসম্যান প্রার্থী বাংলাদেশী-আমেরিকান ডা. মুজিবুল হকের নির্বাচনী সভা গত ১৩ ফেব্রুয়ারী রোববার অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুইন্স বরোর জ্যামাইকার একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান থেকে ইউএস কংগ্রেসে বাংলাদেশী প্রতিনিধি হিসেবে ডা. মুজিবুল হককে নির্বাচিত করার আহবান জানান হয়।

অনুষ্ঠানে ডা. মুজিবুল হক ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অ্যাসাল-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এডভোকেট মজিবুর রহমান, এডভোকেট মতিউর রহমান, প্রফেসর ডা. একেএম নজরুল ইসলাম, ডা. মাহফুজ হোসেন, আলবার্ট বালডো, কাজী আহমেদ, একেএম ফজলে রাব্বি, রাব্বি সৈয়দ, মোহাম্মদ ইসলাম, শাহ রহমান, আব্দুল মিসবাহ উদ্দিন, আকরাম হোসেন প্রমুখ।

'ডা. হক ফর কংগ্রেস' এর আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কংগ্রেসম্যান প্রার্থী ডা. মুজিবুল হকের ছেলে নর্থ মিসিসিপি মেডিকেল সেন্টার-এনএমএমসি'র হসপিটালিস্ট ডা. ফিলিপ এফ হক, এমডি।

অনুষ্ঠানে ডা. মুজিবুল হক আসন্ন নির্বাচনে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক সহ বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে বলেন, অভিবাসীদের সমস্যা অনেক। এসব সমস্যা সমাধানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। অভিবাসী সমাজের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ডা. হক বলেন, তিনি নির্বাচিত হতে পারলে বাংলাদেশী কমিউনিটিসহ ইমিগ্রেন্টদের ইমিগ্রেশন ইস্যু, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ ন্যায্য অধিকার আদায়ে সদা সোচ্চার থাকবেন।

অনুষ্ঠানে ডা. মুজিবুল হক জানান, আগামী ১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের মধ্যে ১ হাজার ২৫০ জন ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। ৪ এপ্রিল থেকে ৮ এপ্রিলের মধ্যে তা জমা দিতে হবে। তিনি জানান, ৩ হাজার ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহ করার লক্ষ নিয়ে কাজ চলছে। সব কমিউনিটির ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন তারা।

মাফ মিসবাহ উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশীসহ দক্ষিণ এশিয়ান-আমেরিকানরা যাতে নিজ নিজ অধিকার ও মর্যাদা সুসংহত রাখতে পারেন সে লক্ষে 'অ্যাসাল' নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিগত নির্বাচনগুলোতে অ্যাসালের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি মূলধারার রাজনীতিতে দক্ষিণ এশীয়দের অবস্থান আরো সুসংহত করতে ডা. মুজিবুল হককে তার সংগঠনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, আসন্ন ইউএস কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে নিউইয়র্কের কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-৪ (লংআইল্যান্ড) এর প্রার্থী ডা. মুজিবুল হক। ডেমোক্র্যাটিক দলীয় প্রাইমারী নির্বাচন আগামী ২৮ জুন মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে। মূল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৮ নভেম্বর ২০২২ মঙ্গলবার।

পিজি প্রোডাকশন হাউজ ও মেগা স্টার'র বর্ণিল ভ্যালেন্টাইন পার্টি







বিশেষ প্রতিনিধি: বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বর্ণিল আয়োজনে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভ্যালেন্টাইন পার্টি। পিজি প্রোডাকশন হাউজ ও মেগা স্টার-এর যৌথভাবে গত ১৩ ফেব্রুয়ারী রোববার সন্ধ্যায় কুইন্স প্যালেসে এই পার্টির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের জনপ্রিয় 'মাটি বান্ড'র পরিচালনায় পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সঙ্গীত সন্ধ্যা। বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর আয়োজনে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মিলনমেলা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভালবাসা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিজি প্রোডাকশন হাউজ এন্ড মেগাস্টারের কর্ণধার, অনুষ্ঠানের আয়োজক সঙ্গীত পরিচালক পার্থগুপ্ত। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট গিয়াস আহমেদ, মাহবুবর রহমান টুকু, ফাহাদ সোলাqমান, এটর্নী মঈন চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাসার ভূঁইয়া, আব্দুল কাদের মিয়া, সাহাবুদ্দিন চৌধুরী লিটন, আশরাফ আলী খান লিটন, জেবুন্নাহার জীবন, বেদারুল ইসলাম বাবলা, সুলতান আহমেদ, নুরুল আজিম, মুকতাদির বিল্লাহ, শাহ শহিদুল হক সাঈদ, আব্দুল কাদের চৌধুরী শাহীন, নাজিম উদ্দিন, আরশাদ ওয়ারেশ, হাজী জাফর উল্লাহ, এটিএম মাসুদ, নাজিম উদ্দিন, শফি আলম, কাউসার আহমেদ প্রমুখ। এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পার্থ গুপ্তের মা শুক্লা দত্ত। অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পক্ষ থেকে সকলকে ভ্যালেন্টাইন ডে-র প্রতীক লাল গোলাপ উপহার দেওয়া হয়। হলভর্তি উপচে পড়া দর্শকের উপস্থিতিতে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে শিল্পীদের মধ্যে চন্দন চৌধুরী, শাহ মাহবুব, রাজীব ভট্টাচার্য্য, শামীম সিদ্দিকী, চন্দ্রা রায়, তৃনিয়া হাসান, উদীপ্ত চৌধুরী, সান্তারা রেগা, কৌশলী ইমা, ঋতিকা ব্যানার্জি ও মনিকা দাস প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন অনুপ দাস ড্যান্স একাডেমির শিল্পীবৃন্দ।

শিল্পীদের যন্ত্রসঙ্গীতে সঙ্গত করেন মাটি ব্যান্ডের কীবোর্ডে পার্থ গুপ্ত ও সাইফুল মিঠু, লিড গিটারে জোহান, বেস গিটারে মাহফুজ রহমান, অক্টোপ্যাডে রিচার্ড ও পার্কেসনে রাকেশ ব্যানার্জি। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপক সাদিয়া খন্দকার ও উৎপল চৌধুরী। উল্লেখ্য, হাড় কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক দর্শক-শ্রোতারা গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।



ষাটোর্ধ্ব সবার জন্য পেনশন চালুর নির্দেশনা

ঢাকা ডেস্ক: দেশের সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের অনানুষ্ঠানিক খাতের ষাটোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য একটি সর্বজনীন পেনশন স্কিম প্রণয়ন ও কর্তৃপক্ষ গঠনের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) গণভবনে আয়োজিত এক সভায় এ নির্দেশ দেন তিনি।

অর্থ বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার দেশের আপামর জনগণের জন্য বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রধানমন্ত্রীর সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অঙ্গীকারের আলোকে এই কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সময় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউসসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিবরা উপস্থিত ছিলেন।



গতকাল বৃহস্পতিবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা' বিষয়ে তৈরি কৌশলপত্র উপস্থাপনা করেছেন।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার আলোকে প্রণীত কৌশলপত্রের ওপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন নির্দেশনা দেন। এ ছাড়া তিনি সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রর্বতনের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে অর্থ বিভাগকে নির্দেশ দেন।

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু হলে কেবল সরকারি চাকরিজীবীরা নন, ষাটোর্ধ্ব বেসরকারি চাকরিজীবী এবং অন্যরাও পেনশনের আওতায় আসবেন।

২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেওয়া ইশতেহারে সরকারি-বেসরকারিসহ সব ধরনের অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য পেনশন ব্যবস্থার ঘোষণা দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার চালুর নির্দেশনা দেন।



কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং'র সাথে কনসাল জেনারেল মনিরুল ইসলাম এর বৈঠক

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল এর নবনিযুক্ত কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এবং কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং এর মধ্যে গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ভার্চুয়াল মাধ্যমে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং ড. ইসলামকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর নিউইয়র্কে কর্মকালীন সময়ের সফলতা কামনা করেন।

বৈঠকে ড. ইসলাম কংগ্রেসওম্যান মেং-কে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটিই নয় বরং বাংলাদেশেরও একজন ভাল বন্ধু হিসেবে অভিহিত করেন। কনসাল জেনারেল বাংলাদেশী কমিউনিটিকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান। ড. ইসলাম বলেন, বাংলদেশ কমিউনিটি তাদের পেশাগত কাজে যেমন নিষ্ঠাবান ও একাগ্র ঠিক তেমনি তারা চিন্তা ও চেতনায় সৃজনশীল এবং প্রতিভাবান। তিনি উল্লেখ করেন বাংলাদেশ কমিউনিটি যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে নিউইয়র্কে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে, কংগ্রেসওম্যান মেং মন্তব্য করেন যে তিনি বাংলাদেশী কমিউনিটিকে নিয়ে গর্ববোধ করেন।

কনসাল জেনারেল মিশন কর্তৃক আয়োজিত 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য কংগ্রেসওম্যানকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ বছরটি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর হওয়ায় তা দু'দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে ড. ইসলাম দু'দেশের মধ্যকার বিদ্যমান সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ আরো গভীর ও শক্তিশালী হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কনসাল জেনারেল কংগ্রেসওম্যান মেং কে আসন্ন মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান এবং ভাষা আন্দোলনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে নিউইয়র্কে যথোপযুক্ত স্থানে একটি স্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপনের বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করেন। কংগ্রেসওম্যান এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কনসাল জেনারেল কংগ্রেসওম্যানের নির্বাচনী এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর গঠনমূলক ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি এসময় কমিউনিটির কল্যাণে আগামী দিনগুলিতে একসাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে কংগ্রেসওম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কনসাল জেনারেল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিষয়ে কংগ্রেসওম্যান মেং কে অবহিত করেন। এসময় তিনি বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিনিয়োগবান্ধব নীতি ও পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এবং ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচনাকালে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত উদ্যোগ ও পদক্ষেপসমূহের প্রতি কংগ্রেসওম্যান মেং এর ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পায়। কংগ্রেসওম্যানকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে আলোচনার সমাপ্তি ঘটে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International


Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates · ETIHAD · SAUDIA · QATAR · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · SINGAPORE AIRLINES · AmericanAirlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

নিউইয়র্কে একুশের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রতি বছরের মতো এবছরও ২১ ফেব্রুয়ারী অমর একুশে মহান শহীদ দিবস **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি যেভাবে এলো



আব্দুর রহিম হাওলাদার: ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর। বাংলাদেশের সাফল্যের ঝুলিতে যোগ হয় এক অনন্য অর্জন। বাঙালীর চেতনার **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়**

আব্দুল হাসেম হাসনু'র ভ্রাতৃ বিয়োগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, কমিউনিটি **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

জা জা জাপান
নিউইয়র্কে হালাল জাপানি রেস্টুরেন্ট



হাবিব রহমান: হিবাচি রেস্টুরেন্টের সাথে আমাদের অনেকেরই পরিচয় আছে। চারদিকে বসার আয়োজন মাঝে টেবিলে শেফ খাবার রান্না করে পরিবেশন করছে। অনেকেই সে খাবার উপভোগ করেন। কিন্তু **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**

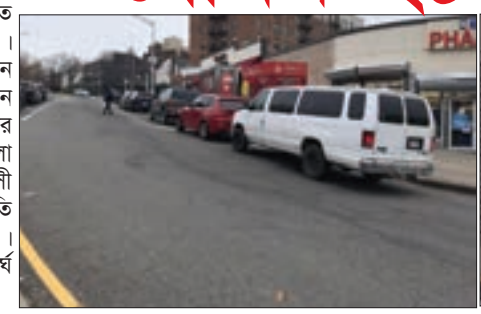
বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

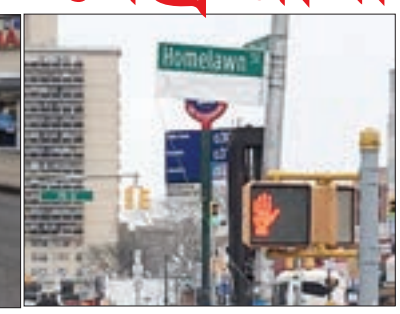


এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

জ্যামাইকায় 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' উদ্বোধন ২১ ফেব্রুয়ারী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ভাষার মাস এই ফেব্রুয়ারীতেই অমর একুশে শহীদ দিবস অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জ্যামাইকায় উদ্বোধন হতে যাচ্ছে 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ'। এদিন এই এভিনিউ'র উদ্বোধন করবেন স্থানীয় সিটি কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারো। নিউইয়র্ক সিটির এই সিদ্ধান্তের মধ্যদিয়ে সিটিতে বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ আর প্রবাসী বাংলাদেশীদের মান-মর্যাদা, স্বীকৃতি আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো। স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশীদের দীর্ঘ দিনের **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**





স্টক মার্কেট নিয়ে বাংলাদেশীদের হতাশা এখন চরমে

এমদাদ চৌধুরী দীপু: স্টক মার্কেট এবং ক্রিপ্টো কারেন্সিতে যারা বিনিয়োগ করেছেন এখন তাদের হতাশা চরমে। লাফিয়ে লাফিয়ে কমছে প্রতিটি শেয়ারের দাম। কয়েক সপ্তাহে ফেইসবুকের প্রতিটি শেয়ারের দাম কমছে একশো ডলার করে। শুধু ফেইসবুক নয় টেসলা, গুগল মাইক্রোসফট, টুইটারসহ **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**

মেয়র অ্যাডাম'র নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটি সাবওয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানে নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডাম। হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে তিনি বলেন, এখন থেকে সাবওয়ে নিরাপত্তার জন্য হুমকি এমন কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।সাবওয়ের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি এমন **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**





জাতিসংঘের সামনে অমর একুশে উদযাপন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশের একুশের প্রথম প্রহরের সাথে তাল মিলিয়ে জাতিসংঘের সামনে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে অমর একুশে তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। মুক্তধারা ও বাঙালীর চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশন, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট, সিলেট এমসি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

ব্রঙ্কসের খলিলে দেশী স্বাদে বিদেশী মাছ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুইবার মাছ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। রেড স্নাপার তার একটি। এতে স্যাচুরেটেড ফ্যাট কম থাকে। এটি নিয়াসিন, ভিটামিন বি ৬, ভিটামিন বি ১২ এবং **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**

ভিটে মাটি হারানোর আশংকায় এক নিউইয়র্ক প্রবাসী



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশে নিজের ভিটে-মাটি হারারনোর আশংকায় দিন কাটছে এক নিউ-ইয়র্ক প্রবাসীর। নিউইয়র্কের কুইন্সে বসবাস করেন আজিজুর রহমান। **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**



জ্ঞান অর্জন করুন আল্লাহভীতি বৃদ্ধি করুন

জাফর আহমাদ

মানুষের জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃতি লাভ করে, আল্লাহভীতি ততবেশী বৃদ্ধি পায়। আর সেই জ্ঞান হলো, তাওহীদ, আল্লাহর ক্ষমতা, আল্লাহর **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

খেলার খবর
রানির প্যাঁচ : ১৫০ বছরের সমস্যার সমাধান!

স্পোর্টস ডেস্ক: হার্ভার্ডের 'সেন্টার অব ম্যাথেমেটিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন'-এর গণিতজ্ঞ মাইকেল সিম-কিন দাবা খেলার সাথে জড়িত প্রায় সঠিক একটি সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছেন। প্রায় ১৫০ বছর **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

হেলথ টিপস
হৃদরোগের ঝুঁকি কমাবে ব্যায়াম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হৃদরোগ বা হার্ট অ্যাটাককে বলা হয় নীরব ঘাতক। প্রতি বছর বিশ্বে যে পরিমাণ মানুষ মারা যায়, তার ৩১ শতাংশের কারণ হচ্ছে হৃদরোগ। বয়স বাড়ার সাথে **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

বিনোদন
বাপ্পি লাহিড়ীর শেষকৃত্যে ছিলেন না মিঠুন

বিনোদন ডেস্ক: শেষযাত্রায় পা মিলিয়েছেন বাপ্পি লাহিড়ীর বন্ধু-অনুরাগীরা। ফুলের চাদরে সাজানো শিল্পীর দেহ নিয়ে ভিলে পার্লের পবনহংস **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়**

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

ASHIF CHAWDHURY
Licensed Realtor
Buy Rent Sell
Cell: 917-741-5308
e-mail: ashif.choudhury@gmail.com
169-24 Hillside Ave. 2Fl
Jamaica, NY 11432
www.EXITPrimeNY.com
Fax : 718-262-0254
Office : 718-262-0254
Each office is independently owned and operated

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com